নগর সংস্করণ

শুক্রবার

১ নভেম্বর ২০২৪

১৬ কার্তিক ১৪৩১, ২৮ রবিউস সানি ১৪৪৬

চাকরি-বাকরি, প্র অন্য আলো, প্র গোল্লাছুটসহ মোট ২২ পৃষ্ঠা। দাম ৳১২

www.prothomalo.com

বর্ষ ২৬, সংখ্যা ৩৫১

আদানি ‘একতরফা’ চুক্তির সুযোগ নিচ্ছে

বিদ্যুৎ খাত

আদানি গত জুলাই থেকে কয়লার বাড়তি দামে বিল করছে। বকেয়ার জন্য চাপ বাড়াচ্ছে। গতকাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে তারা।

মহিউদ্দিন, *ঢাকা*

ভারতীয় বিদ্যুৎ কোম্পানি আদানি গ্রুপের সঙ্গে করা চুক্তি নিয়ে জটিলতা কাটছে না। গত জুলাই থেকে বিদ্যুৎকেন্দ্রে ব্যবহৃত কয়লার বাড়তি দাম ধরে বিদ্যুৎ বিল করছে আদানি। বকেয়া বিল পরিশোধে বাংলাদেশকে চাপও দিচ্ছে। ইতিমধ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন কমিয়ে অর্ধেকের নিচে নামিয়েছে তারা। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলছেন, ‘একতরফা’ চুক্তির সুযোগ নিচ্ছে আদানি।

আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ভারতের ঝাড়খন্ড রাজ্যের গোড্ডায় নির্মিত। গত বছর বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরুর আগেই কয়লার দাম নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক তৈরি হয়। কয়লার চড়া দাম দিতে অস্বীকৃতি জানায় বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি)।

কয়লার দাম	
আদানি	পায়রা
৭৫ ডলার	৯৬ ডলার
বিল পরিশোধে বিলম্ব	
বছরে ১৫% সুদ	সুদ নেই
ইউনিটপ্রতি কয়লা খরচ	
কয়লার ব্যবহার বেশি	আদানির চেয়ে কম

এরপর দাম কমাতে রাজি হয় আদানি। পায়রা ও রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে কম দামে কয়লা সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও দেয় তারা। তবে এক বছর পর এখন আবার ২২ শতাংশ বাড়তি দাম চাইছে আদানি।

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৪

মাসুরা-রুপনাদের হাতে উড়ছে লাল-সবুজের পতাকা। বুধবার কাঠমান্ডুতে নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে নেপালকে হারিয়ে শিরোপাজয়ী বাংলাদেশ নারী দল দেশে ফিরেছে গতকাল। বিজয়ীদের বিমানবন্দর থেকে মতিঝিলের বাফুফে ভবনে নিয়ে যাওয়া হয় ছাদখোলা বাসে। ছবি : সাজিদ হোসেন

ফুল আর ভালোবাসায় চ্যাম্পিয়ন-বরণ

নাইর ইকবাল, *ঢাকা*

ঘড়ির কাঁটা বেলা দুইটার দাগ ছোঁয়ার আগেই জানা যায়, সাফজয়ী বাংলাদেশের মেয়েদের বহনকারী উড়োজাহাজটি ঢাকার মাটি ছুঁতে একটু দেরি হবে। বিমানবন্দরে সাবিনা-তহুরাদের বরণ করে নিতে আসা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) কর্মকর্তা আর দেশের ফুটবলপ্রেমীদের অপেক্ষাটা ১৫ মিনিট বাড়িয়ে বেলা সোয়া দুইটায় উড়োজাহাজটি এসে পৌঁছায়। মুহূর্তেই বিমানবন্দরে তৈরি হয় অন্য রকম এক চাঞ্চল্য, সংবাদকর্মীরা শুরু করেন ছোটাছুটি। এর মধ্যেই সাফজয়ী মেয়েরা যখন সামনে আসেন, বিজয়মাল্য দিয়ে তাঁদের বরণ করে নেন বাফুফে-কর্তারা।

বিমানবন্দরে সংক্ষিপ্ত এক সংবাদ সম্মেলন করে প্রধান কোচ পিটার বাটলার-সাবিনা খাতুনরা পুরো দল নিয়ে উঠে পড়েন আগে থেকেই তৈরি রাখা ছাদখোলা বাসে। বিমানবন্দর থেকে বাফুফে ভবনের দিকে শুরু হয় তাঁদের বিজয়যাত্রা। সাবিনারা যখন পথে, বাফুফে ভবনেও জমতে থাকে ফুটবলপ্রেমীদের ভিড়। বাদ্যবাজনার তালে সেখানে বিজয়ের স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। তৈরি হয় উৎসবমুখর এক পরিবেশ।

এর মধ্যেই যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়া পৌঁছে যান বাফুফে ভবনে। সাফজয়ী বাংলাদেশ নারী দলের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য উপদেষ্টা ঘড়ি ধরেই বাফুফেতে হাজির ছিলেন।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর, আগুন

ঢাকার বিজয়নগর

ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার ব্যানারে একটি মিছিল জাপার কার্যালয়ের সামনে যায়। সেখানে ধাওয়ার পর আগুন দেওয়া হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও আগুন দেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে ‘ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতা’র ব্যানারে একদল লোক একটি মিছিল নিয়ে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে যান। সেখানে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়। এরপর তাঁদের সঙ্গে জাতীয় পার্টির কর্মীদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। পরে ওই কার্যালয়ে আগুন দেওয়া হয়।

আগুনে জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের নিচতলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভাঙচুর করা হয়েছে আসবাবসহ অন্যান্য সামগ্রী। কার্যালয়ের দেয়ালে থাকা জাতীয় পার্টির প্রয়াত চেয়ারম্যান হুসেইন মুহম্মদ এরশাদের ম্যুরাল ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে।

জাতীয় পার্টি দাবি করেছে, তাদের ওপর আগে হামলা হয়েছে। অন্যদিকে ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার ব্যানারে যাওয়া ব্যক্তিরা দাবি করেছেন, তাঁদের ওপর আগে হামলা করেন জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা।

বিজয়নগরে মিছিলটি যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রাজধানীর বিজয়নগরে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে গতকাল রাতে হামলা চালিয়ে আগুন দিয়েছেন কিছু ব্যক্তি। ছবি : প্রথম আলো

থেকে। ফ্যাসিবাদবিরোধী ছাত্র, শ্রমিক ও জনতার ব্যানারে ‘পতিত ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের দোসর জাতীয় পার্টির রাজনৈতিক অপতৎপরতা ও দেশবিরোধী চক্রান্তের প্রতিবাদে’ মশালমিছিল কর্মসূচির ঘোষণা দিয়েছিলেন গণ অধিকার পরিষদের ছাত্রসংগঠন ছাত্র অধিকার পরিষদের সাবেক সভাপতি বিন ইয়ামিন মোল্লা।

জাতীয় পার্টির মহাসচিব মো. মুজিবুল হক রাত আটটার দিকে *প্রথম আলো*কে বলেন, তাঁরা আগামী

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

পেঁয়াজের কেজি ১৫০ টাকা ছাড়িয়েছে, আলুর দামও বাড়তি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজের কেজি ১৫০ টাকা ছাড়িয়েছে। দুই সপ্তাহের মধ্যে বাজারে দেশি পেঁয়াজের দাম ৩৫ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। পাশাপাশি বেড়েছে আমদানি করা পেঁয়াজের দামও। এ ছাড়া বাজারে আলুর দাম কেজিতে ৫-১০ টাকা বেড়েছে।

বাজারে সরবরাহ বাড়ানো ও দাম নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে পেঁয়াজ আমদানির ওপর আরোপ থাকা শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করেছে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন।

ব্যবসায়ীরা বলছেন, বাজারে দেশি পেঁয়াজের সরবরাহ কমেছে। অতিবৃষ্টির কারণে চাষ বিঘ্নিত হওয়ায় বাজারে মুড়িকাটা পেঁয়াজের সরবরাহ আসতে দেরি হবে। অন্যদিকে আমদানি করা পেঁয়াজের দাম আগের তুলনায় বেশি। এসব কারণে বাজারে পেঁয়াজের দাম বাড়ছে। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, কাঁঠালবাগান ও শেওড়াপাড়া বাজার ঘুরে ও বিক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলে এসব তথ্য জানা গেছে।

খুচরা বাজারে ভালো মানের প্রতি কেজি দেশি পেঁয়াজ এখন ১৫০-১৬০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। অবশ্য সাধারণ মানের দেশি পেঁয়াজ আরও ১০ টাকা কমে পাওয়া যায়। গত সপ্তাহেও দেশি পেঁয়াজের কেজি ছিল ১২৫-১৪০ টাকা। অন্যদিকে বাজারে আমদানি করা পেঁয়াজের কেজি এখন ১১০-১২০ টাকা, যা এক সপ্তাহ আগে ১০-২০ টাকা কম ছিল।

সরকারি বিপণন সংস্থা ট্রেডিং করপোরেশন অব বাংলাদেশের (টিসিবি) হিসাবে, এক মাসের ব্যবধানে

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

সংস্কার প্রস্তাবের আগেই ইসি গঠনের প্রক্রিয়া

নির্বাচন কমিশন

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের প্রথম ধাপ ইসি গঠনের পদ্ধতি ঠিক করা। পুরোনো আইনে ইসি গঠন বিতর্ক সৃষ্টি করতে পারে।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের প্রস্তাব তৈরি করতে কাজ করছে সরকারের গঠন করা কমিশন। তারা কোনো প্রস্তাব দেওয়ার আগেই নতুন নির্বাচন কমিশন (ইসি) গঠনের লক্ষ্যে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করেছে সরকার। ফলে শেষ পর্যন্ত নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কতটুকু ফলপ্রসূ হবে, তা নিয়ে শুরুতেই প্রশ্ন উঠেছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকেরা বলছেন, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের প্রথম ধাপ ইসি গঠনের পদ্ধতি ঠিক করা। এটি না করে পুরোনো বিতর্কিত আইনেই ইসি গঠিত হলে নতুন করে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। অনুসন্ধান কমিটি গঠনের আগে সরকারের উচিত ছিল সংস্কার কমিশনের প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করা।

রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের জন্য ১০টি কমিশন গঠন করে। এর একটি নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। এই কমিশন কাজ শুরু করেছে এক মাসও হয়নি। এখন পর্যন্ত তারা ১২টি আনুষ্ঠানিক বৈঠক করেছে। এখনো তারা

> সংস্কার কমিশন যেহেতু প্রস্তাব তৈরির জন্য কাজ করছে, তাই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য অপেক্ষা করলে ভালো হতো।
>
> **এম এ মতিন**, আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি

নির্বাচন-সংক্রান্ত আইন ও বিধিবিধানগুলো পর্যালোচনা করছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের কাছে তাদের প্রস্তাব দেওয়ার কথা।

এর মধ্যে নতুন ইসি গঠনে অন্তর্বর্তী সরকার অনুসন্ধান কমিটি করেছে ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইন’ অনুসারে। এ আইন সংসদে পাস হয় ২০২২ সালের জানুয়ারিতে। তখন সংসদের ভেতরে-বাইরে এ নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক হয়। এ আইনে নিয়োগ পাওয়া কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিশন গত ৫ সেপ্টেম্বর পদত্যাগ করে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কারের ক্ষেত্রে একটি প্রধান বিষয় হচ্ছে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ও যোগ্য ব্যক্তিদের দিয়ে ইসি গঠনের বিধান করা। কারণ, নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য সবার কাছে গ্রহণযোগ্য কোনো পদ্ধতি না থাকায় অতীতে বেশির ভাগ নির্বাচন কমিশন নিয়ে বিতর্ক ছিল। এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ সরকার ২০২২ সালে যে আইন করেছিল, সেটিও দুর্বল। কারণ, এই আইনে সরকারের পছন্দের ব্যক্তিকে নিয়োগ দেওয়ার সুযোগ রয়েছে।

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৪

নিজেদের পরিকল্পনা তুলে ধরছেন কমলা ও ট্রাম্প

সিএনএন

কয়েক দিন পরই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। শেষ মুহূর্তের প্রচারে ছুটছেন ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। দুজনই এখন পশ্চিমের রাজ্য নেভাদায়। সমাবেশে তুলে ধরছেন নিজেদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা নিয়ে ট্রাম্পের সুরে রয়েছে বেশ ভিন্নতা, বড় চমক। এমনই একটি চমক হলো প্রেসিডেন্ট হলে তিনি রবার্ট এফ কেনেডি জুনিয়র ও ইলন মাস্কের মতো চরিত্রদের নিয়ে সরকার ঢেলে সাজাতে চান।

কেনেডি জুনিয়র যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক সিনেটর রবার্ট এফ কেনেডির ছেলে। তাঁর আরেকটি পরিচয় হলো,

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

» জেন-জিকে কাজে লাগাচ্ছেন কমলা পৃষ্ঠা ৯

আজকের আবহাওয়া

রংপুর, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা বৃষ্টি হতে পারে। দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

আজ সূর্যাস্ত : ৫টা ১৯ মিনিটে
কাল সূর্যোদয় : ৬টা ৫ মিনিটে

গতকাল দেশের তাপমাত্রা
সর্বোচ্চ : মোংলা ও খেপুপাড়ায় ৩৪.৬° সে.
সর্বনিম্ন : তেঁতুলিয়ায় ২১.২° সেলসিয়াস

নামাজের সূচি

ফজর	৪:৪৯	মাগরিব	৫:২৩
জুমা	১১:৪৫	এশা	৬:৩৮
আসর	৩:৪৩	কাল ফজর	৪:৪৯

খালেদা জিয়া

তারেক রহমান

নাশকতা ও রাষ্ট্রদ্রোহের দুই মামলা বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বিরুদ্ধে ৯ বছর আগে রাজধানীর দারুস সালাম থানায় নাশকতার অভিযোগে করা মামলার কার্যক্রম বাতিল ঘোষণা করেছেন হাইকোর্ট।

খালেদা জিয়ার করা আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার এ রায় দেন।

আদালতে খালেদা জিয়ার পক্ষে শুনানিতে ছিলেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এ এম মাহবুব উদ্দিন খোকন, আইনজীবী কায়সার কামাল, মাকসুদ উল্লাহ প্রমুখ।

রায়ের পর আইনজীবী কায়সার কামাল বলেন, বিগত তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও বিগত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে বিএনপির চেয়ারপারসনের বিরুদ্ধে প্রায় ৩৭টি মামলা হয়। যথাযথ আইনি প্রক্রিয়া ও আদালতের মাধ্যমে অন্তত ২৫টি মামলা খারিজ ও বাতিল হয়েছে (অব্যাহতিসহ)।

অন্যদিকে বিএনপির বর্তমান ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান ও একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালামসহ চারজনের বিরুদ্ধে ৯ বছর আগে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে করা একটি মামলার কার্যক্রম বাতিল করা হয়েছে।

মামলাটির কার্যক্রম বাতিল চেয়ে আবদুস সালামের করা এক আবেদনের চূড়ান্ত শুনানি শেষে গতকাল হাইকোর্টের একই বেঞ্চ রায় দেন। এই রায় তারেক রহমানের পাশাপাশি মামলার অন্য আসামিদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে বলে জানান আইনজীবীরা। এ মামলায় তারেক রহমানের সঙ্গে আসামি করা হয়েছিল একুশে টিভির চেয়ারম্যান আবদুস সালাম, সাংবাদিক কনক সারওয়ার ও মাহাথীর ফারুকীকে।

আদালতে আবদুস সালামের পক্ষে শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী শাহদীন মালিক ও মো. তায়্যিব-উল-ইসলাম। শুনানির একপর্যায়ে তারেক রহমানসহ অন্য আসামিদের বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বক্তব্য দেন জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানি করেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার।

রায়ের পর বিএনপির আইনবিষয়ক সম্পাদক কায়সার কামাল *প্রথম আলোকে* বলেন, তারেক রহমান লন্ডনে একটি বক্তব্য রেখেছিলেন, যা একুশে টিভিতে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। এ নিয়ে করা মামলা (রাষ্ট্রদ্রোহ) আইনগতভাবে চলতে পারে না। শুনানি নিয়ে হাইকোর্ট মামলার কার্যক্রম বাতিল করেছেন। তিনি বলেন, তারেক রহমানের বিরুদ্ধে প্রায় ৮০টি মামলা হয়। এর মধ্যে অন্তত ১৭টি মামলায় যথাযথ আইনি প্রক্রিয়ায় আদালতের মাধ্যমে তিনি অব্যাহতি পেয়েছেন।

ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা যায়নি

বললেন মির্জা ফখরুল

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও এখনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করা যায়নি বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেছেন, 'গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠা করেছিল। ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ফ্যাসিবাদী শেখ হাসিনাকে পালিয়ে যেতে হয়েছে। দেশ ফ্যাসিবাদমুক্ত হলেও এখন পর্যন্ত গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত করার কাজটা শুরু করতে পারিনি। প্রাথমিকভাবে যেটা হয়েছে, একটা অন্তর্বর্তী সরকার তৈরি হয়েছে, তাঁরা দায়িত্ব নিয়েছেন।'

৭ নভেম্বর 'জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে রাজধানীর নয়াপল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের যৌথ সভা শেষে সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম এ কথাগুলো বলেন।

মির্জা ফখরুল বলেন, 'অন্তর্বর্তী সরকারকে আমরাই দায়িত্ব দিয়েছি, তাঁরা যেন অতি দ্রুত প্রয়োজনীয় সংস্কারগুলো করে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য, সবার অংশগ্রহণে একটি সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। সে লক্ষ্যে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন। আমরা তাঁদের সমর্থন দিয়েছি। গোটা দেশের মানুষ তাঁদের সমর্থন দিচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ৭ নভেম্বর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

ঐতিহাসিক ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব ও ভূমিকা তুলে ধরেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, ১৯৭১ সালে জাতি স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছিল পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর হাত থেকে স্বকীয় মর্যাদায় একটি স্বাধীন ভূখণ্ড নির্মাণ করার জন্য। স্বাধীনতার পরে মানুষ আওয়ামী লীগের শাসন দেখেছে। মানুষ আশা করেছিল একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র-সমাজ নির্মিত হবে, মানুষের অধিকারগুলো প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের কারণে সেটা সম্ভব হয়নি।

মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপি এবার ৭ নভেম্বর ব্যাপকভাবে উদ্‌যাপন করবে। জাতির সামনে ৭ নভেম্বরের গুরুত্ব তুলে ধরবে। এ লক্ষ্যে তারা সারা দেশে ১০ দিনের কর্মসূচি নিয়েছে।

কর্মসূচি

৭ নভেম্বর জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস উপলক্ষে সকাল ছয়টায় কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়গুলোতে দলীয় পতাকা উত্তোলন, ৬ নভেম্বর আলোচনা সভা, ৭ নভেম্বর সকাল ১০টায় দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ ও ফাতেহা পাঠ, ৮ নভেম্বর শুক্রবার রাজধানীর নয়াপল্টন থেকে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা হবে। এ ছাড়া দিবসটি উপলক্ষে জেলাগুলোতেও শোভাযাত্রা হবে।

প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎ করেন মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেলেন লাফেভ। গতকাল প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে। ছবি : পিআইডি

রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়াই একমাত্র সমাধান

এ সংকটের টেকসই সমাধানের জন্য মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে চাপ বাড়ানোর আহ্বান পররাষ্ট্র উপদেষ্টার।

বাসস, *ঢাকা*

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন বলেছেন, 'নিরাপদ পরিবেশে রোহিঙ্গাদের স্বদেশে ফিরে যাওয়াই সমস্যার একমাত্র সমাধান। সমাধান করা না হলে এটি বৃহত্তর অঞ্চল এবং প্রসারিত হয়ে বিশ্বের জন্য সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।'

অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্র, শিল্প, সাইবার নিরাপত্তা, অভিবাসন ও বহুসংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী টনি বার্কের সঙ্গে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে গতকাল বৃহস্পতিবার এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে এ কথা বলেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য অস্ট্রেলিয়ার অব্যাহত নৈতিক ও বস্তুগত সহায়তার কথা উল্লেখ করে এ সংকটের একটি টেকসই সমাধানের জন্য মিয়ানমারের ওপর আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের চাপ বাড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা।

বাংলাদেশ সফরের জন্য হাউস অব অস্ট্রেলিয়ার নেতা ও সংসদ সদস্য টনি বার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে বাংলাদেশে ছাত্রনেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের পটভূমি ও উদ্দীপনা সম্পর্কে অবহিত করেন পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। তিনি বলেন, বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার এ গণ-অভ্যুত্থানেরই ফসল। তিনি জনগণের, বিশেষ করে তরুণ প্রজন্মের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করতে বর্তমান সরকারের গৃহীত সংস্কার উদ্যোগ সম্পর্কে অস্ট্রেলীয় মন্ত্রীকে অবগত করেন।

টনি বার্ক এমপি উল্লেখ করেন, অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশি সম্প্রদায় এবং বিশেষ করে তাঁর নির্বাচনী এলাকায় বাংলাদেশের ছাত্রনেতৃত্বাধীন আন্দোলনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন রয়েছে। তিনি কার্যকর সংস্কারের মাধ্যমে বাংলাদেশের অতীতের ভুল সংশোধন এবং উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ার প্রচেষ্টায় সরকারের প্রতি তাঁর আস্থা প্রকাশ করেন।

অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিরাপদ ও নিয়মিত অভিবাসন উৎসাহিত করার পাশাপাশি অনিয়মিত অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন। পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তাঁর অবস্থানের সঙ্গে সংহতি প্রকাশ করেন এবং নিয়মিত অভিবাসন সহজতর করার জন্য উভয় পক্ষের কার্যকর পদক্ষেপের ওপর জোর দেন।

পররাষ্ট্র উপদেষ্টা অস্ট্রেলিয়ায় প্রবাসী বাংলাদেশিদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করার জন্য টনি বার্ককে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি এবং অস্ট্রেলীয় সংস্থায় বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের ভর্তির জন্য বাংলাদেশ অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী।

দুই পক্ষই অস্ট্রেলিয়ার আউটসোর্সিং সেক্টরে বাংলাদেশি তথ্যপ্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কথা তুলে ধরেন।

অস্ট্রেলিয়ায় বাংলাদেশ হাইকমিশনার এম আল্লামা সিদ্দিকি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক (পূর্ব এশিয়া ও প্যাসিফিক) মোহাম্মাদ নূরে আলম অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন।

পাচার করা অর্থ উদ্ধারে বাংলাদেশকে সহায়তা করছে যুক্তরাষ্ট্র

বাসস, *ঢাকা*

যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে বিদেশে পাচার করা অর্থ উদ্ধার এবং বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার তেজগাঁও কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে বিদায়ী সাক্ষাৎকালে মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স হেলেন লাফেভ এ কথা বলেন।

হেলেন লাফেভ বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যেই বাংলাদেশকে পরামর্শ ও অন্যান্য সহায়তা দিয়ে অর্থ উদ্ধার এবং তা বাংলাদেশে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করছে। 'চুরি করা টাকা ফেরত দেওয়া কঠিন, কিন্তু এটা অসম্ভব নয়,' বলেন তিনি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'আমরা অবশ্যই এটি করব।'

জুলাই-আগস্টে শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বাধীন গণ-অভ্যুত্থানের স্মৃতিচারণা করে হেলেন লাফেভ বলেন, 'আমি ইতিহাসের সাক্ষী হতে পেরে খুবই গর্বিত।'

এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের একটি চিঠি অধ্যাপক ইউনূসের কাছে হস্তান্তর করেন মার্কিন দূতাবাসের চার্জ দ্য অ্যাফেয়ার্স। বৈঠকে প্রধান উপদেষ্টাকে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ ক্যাম্প থেকে উত্তর আমেরিকার দেশে পুনর্বাসন ত্বরান্বিত করছে।

এদিকে অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টনি বার্ক গতকাল রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

সেনাবাহিনী ও পুলিশের গাড়িতে আগুন প্রসঙ্গে জামায়াতের আমির 'হালকাভাবে দেখার সুযোগ নেই'

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

রাজধানীর মিরপুরে বিক্ষোভকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে কি না, এমন প্রশ্ন তুলেছেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। তিনি বলেছেন, অগ্নিসংযোগের ঘটনা যদি বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে হয়ে থাকে, দেশ এবং অর্থনীতিকে অস্থিতিশীল করার কোনো ছক থেকে থাকে, তাহলে বিষয়টি হালকাভাবে দেখার কোনো সুযোগ নেই।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানীর কচুক্ষেত এলাকায় যৌথ বাহিনীর সঙ্গে পোশাকশ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়।

এ বিষয়ে জামায়াতে ইসলামীর ফেসবুক পেজে 'রাজধানীর কচুক্ষেতে পোশাকশ্রমিকদের বিক্ষোভে সেনাবাহিনী ও পুলিশের গাড়িতে আগুন!!' শিরোনামে দলের আমির শফিকুর রহমান একটি স্ট্যাটাস দেন। এতে তিনি লিখেছেন, 'খুব নিকট সময়ের ভেতরেই গোপালগঞ্জের পর ঢাকার কচুক্ষেতে এই ঘটনা ঘটল। শ্রমিকদের যদি কোনো ন্যায্য দাবিদাওয়া থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ন্যায্যতার ভিত্তিতে সমাধান করবে—এটাই তাদের কর্তব্য।'

পেঁয়াজের কেজি ১৫০ টাকা ছাড়িয়েছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

খুচরা বাজারে দেশি পেঁয়াজের দাম ৩০ শতাংশ বেড়েছে। আর এক বছর আগের তুলনায় দেশি পেঁয়াজের দাম এখন ৩৫ শতাংশ বেশি। অন্যদিকে দেশে আমদানি করা পেঁয়াজের দামও বেড়েছে। গত এক মাসে এ দাম প্রায় ৮ শতাংশ এবং এক বছরে তা ১৭ শতাংশ বেড়েছে।

মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেটের বিক্রেতা আব্বাস আকন্দ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'পাবনার পেঁয়াজ পাইকারি বাজার থেকে ১৪৭ টাকায় কিনে ১৫০ টাকায় বিক্রি করছি। তারপরও ক্রেতারা কিনছেন না। এ নিয়ে খুব বিপদে আছি আমরা। ভাবছি, এত দামে আর দেশি পেঁয়াজ বিক্রি করব না।'

শুল্ক কমানোর সুপারিশ

পেঁয়াজের আড়তদার ও ব্যবসায়ীরা জানান, বর্তমানে কৃষকের ঘরে দেশি পেঁয়াজের মজুত প্রায় শেষের দিকে। অন্য বছরগুলোতে অক্টোবরের মধ্যেই মুড়িকাটা বা আগাম পেঁয়াজের আবাদ শেষ হয়ে যায়। সেই পেঁয়াজ বাজারে এলে দাম কিছুটা নিয়ন্ত্রণে থাকে। কিন্তু বৃষ্টির কারণে এবার মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজের চাষে দেরি হচ্ছে। বিক্রেতারা বলছেন, এ বছর মুড়িকাটা জাতের পেঁয়াজ বাজারে আসতে আরও ১৫ থেকে ২০ দিন লাগতে পারে।

এই পরিস্থিতিতে দেশের বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ ও দাম অনেকটাই আমদানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে, দেশে পেঁয়াজের বার্ষিক চাহিদা ২৬ থেকে ২৭ লাখ টন। এ চাহিদার ৭৫-৮০ শতাংশই পূরণ হয় স্থানীয় উৎপাদনের মাধ্যমে; বাকি চাহিদা আমদানি করে পূরণ করা হয়।

বাজারে পেঁয়াজের সরবরাহ বৃদ্ধি ও দাম নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন আমদানি শুল্ক সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের সুপারিশ করে গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) কাছে চিঠি লিখেছে। বর্তমানে পেঁয়াজ আমদানিতে ৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক রয়েছে।

ট্যারিফ কমিশন জানায়, পেঁয়াজ আমদানির অন্যতম উৎস প্রতিবেশী দেশ ভারত। সম্প্রতি ভারত

দুই সপ্তাহের মধ্যে আলুর কেজিপ্রতি দাম বেড়েছে ৫-১০ টাকা। বিক্রেতারা জানান, এখন পাইকারিতেই প্রতি কেজি আলু ৫৬-৫৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

পেঁয়াজ রপ্তানির শর্ত শিথিল করলেও পণ্যটির ওপরে এখনো ২০ শতাংশ রপ্তানি শুল্ক বহাল রেখেছে। ফলে দেশটি থেকে বেশি দামে পেঁয়াজ আমদানি করতে হচ্ছে। সে কারণে পেঁয়াজ আমদানিতে থাকা ৫ শতাংশ শুল্ক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য প্রত্যাহারের সুপারিশ করে ট্যারিফ কমিশন।

আলুর দামও বাড়তি

গতকাল বিভিন্ন বাজারে প্রতি কেজি আলু ৬০-৬৫ টাকায় বিক্রি হয়েছে। পাড়ামহল্লার দোকানে এর দাম আরও পাঁচ টাকা বেশি ছিল। দুই সপ্তাহের মধ্যে আলুর কেজিপ্রতি দাম বেড়েছে ৫-১০ টাকা। বিক্রেতারা জানান, এখন পাইকারিতেই প্রতি কেজি আলু ৫৬-৫৮ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।

তবে বাজারে ফার্মের মুরগির ডিম এবং ব্রয়লার ও সোনালি মুরগির দাম গত সপ্তাহের তুলনায় কমেছে। এ ছাড়া বিভিন্ন সবজির দামও কম দামে স্থিতিশীল রয়েছে। গতকাল ফার্মের মুরগির এক ডজন ডিম বিক্রি হয়েছে ১৫০-১৫৫ টাকায়, যা গত সপ্তাহে ৫ টাকা বেশি ছিল। এ ছাড়া ব্রয়লার মুরগির কেজি ১০ টাকা কমে ১৯০-২০০ টাকা ও সোনালি মুরগি কেজিতে ২০ টাকা কমে ২৮০-৩০০ টাকায় বিক্রি হয়েছে।

গতকাল এক কেজি কাঁচা মরিচ বিক্রি হয়েছে ১২০-১৬০ টাকা। মরিচের দাম দুই সপ্তাহ আগে আড়াই শ টাকার ওপরে ছিল। অন্যান্য সবজির মধ্যে পটোল, লাউ, ঝিঙে, চিচিঙ্গা, ধুন্দুল, মিষ্টিকুমড়া ৫০-৬০ টাকায়; বেগুন ৮০-১২০ টাকায়; করলা ও কাঁকরোল ৮০-১০০ টাকায় ও পেঁপে ৪০ টাকায় বিক্রি হয়েছে। কিছুদিন আগেও বেশির ভাগ সবজির দাম এক শ টাকার ওপরে ছিল। সবজি বিক্রেতারা জানান, শীতের সবজির সরবরাহ বাড়লে দাম আরও কমে আসবে।

বাজারদর

পণ্য	গত সপ্তাহে	গতকাল
আলু	৫৫-৬০	৬০-৬৫
কাঁচা মরিচ	১৬০-১৮০	১২০-১৬০
ডিম (ডজন)	১৫৫-১৬০	১৫০-১৫৫
ব্রয়লার মুরগি	১৯০-২১০	১৯০-২০০
সোনালি মুরগি	৩০০-৩২০	২৮০-৩০০
পেঁয়াজ (দেশি)	১২৫-১৪০	১৫০-১৬০
পেঁয়াজ (আমদানি)	১০০-১২০	১১০-১২০

পণ্যের একক কেজি; দাম টাকায়

সূত্র : মোহাম্মদপুর কৃষি মার্কেট, কাঁটাবন ও শেওড়াপাড়া বাজার।

পরিকল্পনা তুলে ধরছেন কমলা ও ট্রাম্প

প্রথম পৃষ্ঠার পর

তিনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডির ভাতিজা। এবারের নির্বাচনে প্রথমে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তবে গত আগস্টে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে ট্রাম্পকে সমর্থন জানান। রিপাবলিকানরা সরকার গড়লে, তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রের খাদ্যব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় একচ্ছত্র ক্ষমতা দিতে চান ট্রাম্প। গত সোমবার নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে এক নির্বাচনী সমাবেশে তিনি বলেন, 'আমি তাঁকে (কেনেডি জুনিয়র) খাদ্য ও ওষুধ নিয়ে অবাধে কাজ করার সুযোগ দেব।'

যুক্তরাষ্ট্রের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কেনেডি জুনিয়র অবশ্য বেশ কিছু ইতিবাচক কথা বলেছেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে 'আবার স্বাস্থ্যকর' হিসেবে গড়ে তুলতে চান। কাজ করতে চান পরিবেশবান্ধব কৃষিকাজ এবং প্রাকৃতিক আবাসস্থল রক্ষার পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের 'খাবার, পানি ও বাতাসকে বিষমুক্ত' করতে চান তিনি। তবে এসব কীভাবে হবে, সে সম্পর্কে খোলাসা করেননি। আর এর আগে স্বাস্থ্য নিয়ে নানা বক্তব্য দিয়ে বিতর্কিতও হয়েছেন তিনি। যেমন টিকা নেওয়াকে তুলনা করেছেন নাৎসি জার্মান যুগের সঙ্গে। বলেছেন, পানিতে মেশা রাসায়নিক নাকি শিশুদের সমকামী করে তোলে।

সরকারে গেলে মহাকাশযান নির্মাতা প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্সের মালিক ইলন মাস্ককে কেনেডি জুনিয়রের চেয়ে বড় দায়িত্ব দিতে চান ট্রাম্প। মাস্ককে দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আকার কমাতে চান তিনি। সম্ভাব্য ট্রাম্প সরকারে মাস্কের কী ভূমিকা হতে পারে, তা নিয়ে গত মাসে কথা বলেছেন সিএনএনের সাংবাদিক ডেভিড গোল্ডম্যান। তাঁর মতে মাস্ক নাকি বলেছেন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহায়তায় তিনি সরকারের ২ ট্রিলিয়ন ডলারের খরচ কমাতে পারবেন।

তবে মাস্কের ২ ট্রিলিয়ন ডলার খরচ কমানোর পরিকল্পনাকে 'বোকামি' বলে মনে করেন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক অর্থমন্ত্রী ল্যারি সামার। তাঁর মতে, সরকারি চাকরিজীবীদের সাময়িকভাবে বরখাস্ত করে এই অর্থ বাঁচানো যাবে না। কারণ, মার্কিন বাজেটের মাত্র ১৫ শতাংশ বেতন। তাই সরকারি সব চাকরিজীবীকে সরিয়ে দিলেও ২ ট্রিলিয়ন ডলার বাঁচানো যাবে না।

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পকে বড় সমর্থন দিচ্ছেন মাস্ক। প্রচার-প্রচারণার জন্য দিয়েছেন বিপুল পরিমাণ অর্থ। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের অংশ হলে তা মাস্কের প্রতিষ্ঠান-স্পেসএক্স ও টেসলার জন্য বড় সুবিধা দিতে পারে। বর্তমানে স্পেসএক্সের ওপর মার্কিন সরকারের বড় নির্ভরশীলতা রয়েছে।

ট্রাম্প সরকার গঠন করলে যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আমলাতন্ত্রকে ঢেলে সাজাতে চান মাস্ক। গত মাসে পেনসিলভানিয়ার পিটসবার্গ শহরে বিষয়টির দিকে ইঙ্গিত করে তিনি বলেছিলেন, 'চলুন, একেবারে প্রথম থেকে শুরু করি।'

পশ্চিমে প্রচারে জোর ট্রাম্প-কমলার

গতকাল বৃহস্পতিবার যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগুলোয় নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন কমলা ও ট্রাম্প। সেখানে তাঁরা লাতিন ভোটারদের আস্থা অর্জন ও অভিবাসনের মতো নির্বাচনী ইস্যু নিয়ে কাজ করবেন। নেভাদার লাস ভেগাসে কমলার পক্ষে প্রচার শুরু করেছেন জনপ্রিয় পপ তারকা জেনিফার লোপেজ।

ট্রাম্প বলছেন, পশ্চিমাঞ্চলের অ্যারিজোনা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দারা প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ও কমলার অভিবাসননীতি নিয়ে বিরক্ত। এই অঙ্গরাজ্যের মেক্সিকোর সঙ্গে সীমান্ত রয়েছে। সেখানকার বাসিন্দাদের এই বিরক্তি রিপাবলিকানদের পক্ষে কাজে আসবে। ২০২০ সালের নির্বাচনে অ্যারিজোনায় বাইডেনের কাছে হেরেছিলেন ট্রাম্প।

এদিকে লাতিন ভোটাররা ঐতিহ্যগতভাবে রিপাবলিকানদের তুলনায় ডেমোক্র্যাটদের বেশি সমর্থন দিয়ে আসছেন। সম্প্রতি করা বিভিন্ন জরিপেও একই ধারা দেখা গেছে। নিউইয়র্ক টাইমস/সিয়েনা কলেজের সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, লাতিন ভোটারদের মধ্যে ৫২ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন কমলা হ্যারিস। তাঁর বিপরীতে ৪২ শতাংশ সমর্থন পেয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আগামী ৫ নভেম্বর নির্বাচনের দিনের আগে নর্থ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে প্রচার চালাবেন কমলা ও ট্রাম্প। এ ছাড়া জর্জিয়া, উইসকনসিন, মিশিগান ও পেনসিলভানিয়ায় সফর করবেন কমলা। ইতিমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ৫ কোটি ৭০ লাখের বেশি নাগরিক আগাম ভোট দিয়েছেন।

জনপ্রিয়তায় সামান্য এগিয়ে কমলা

নির্বাচনের ঠিক আগে রয়টার্স/ইপসসের জরিপ বলছে, দেশব্যাপী জনপ্রিয়তায় ট্রাম্পের চেয়ে মাত্র ১ শতাংশ এগিয়ে আছেন কমলা। যুক্তরাষ্ট্রজুড়ে ১ হাজার ১৫০ নাগরিকের ওপর তিন দিন ধরে চালানো এই জরিপের কাজ গত রোববার শেষ হয়। গতকাল প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে, কমলা ৪৪ শতাংশ জনসমর্থন পেয়েছেন। অপর দিকে ট্রাম্প পেয়েছেন ৪৩ শতাংশ।

নির্বাচন থেকে বাইডেন সরে দাঁড়ানোর পর গত জুলাইয়ে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হন কমলা হ্যারিস। তখন থেকেই ট্রাম্পের বিরুদ্ধে প্রতিটি জরিপে এগিয়ে আছেন তিনি। তবে সেপ্টেম্বরের শেষের দিক থেকে দুজনের ব্যবধান কমতে থাকে। গত ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত রয়টার্স/ইপসসের করা আরেকটি জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে ২ শতাংশ এগিয়ে ছিলেন কমলা।

অর্থনীতি, বেকারত্ব ও চাকরির দিক দিয়ে কে এগিয়ে আছেন—এমন প্রশ্নে সর্বশেষ জরিপে ৪৭ শতাংশ অংশগ্রহণকারী ট্রাম্পকে সমর্থন জানিয়েছেন। ৩৭ শতাংশ সমর্থন দিয়েছেন কমলাকে। জরিপে অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের ২৬ শতাংশ মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় সমস্যা অর্থনীতি। এরপর ২৪ শতাংশ নাগরিক বড় সমস্যা হিসেবে দেখিয়েছেন রাজনৈতিক চরমপন্থাকে।

যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক চরমপন্থা নিয়ন্ত্রণে ট্রাম্পের চেয়ে কমলা ভালো অবস্থানে রয়েছেন বলে মনে করেন জরিপে অংশ নেওয়া ৪০ শতাংশ ব্যক্তি। এর বিপরীতে ৩৮ শতাংশ ট্রাম্পের প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তবে এর আগে ১৬ থেকে ২১ অক্টোবর পর্যন্ত করা জরিপে রাজনৈতিক চরমপন্থা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ট্রাম্পের চেয়ে ৭ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন কমলা।

মার্কিন নির্বাচন ২০২৪

সর্বশেষ জনমত জরিপ

(৩১ অক্টোবর)

জাতীয় গড়

কমলা হ্যারিস
৪৮%

ডোনাল্ড ট্রাম্প
৪৮%

দোদুল্যমান সাত অঙ্গরাজ্য

কমলা	অঙ্গরাজ্য	ট্রাম্প
কমলা : ৪৮%	পেনসিলভানিয়া	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৭%	অ্যারিজোনা	ট্রাম্প : ৪৯%
কমলা : ৪৮%	নেভাদা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৯%	উইসকনসিন	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	নর্থ ক্যারোলাইনা	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	মিশিগান	ট্রাম্প : ৪৮%
কমলা : ৪৮%	জর্জিয়া	ট্রাম্প : ৫০%

সূত্র : নিউইয়র্ক টাইমস

আদানি 'একতরফা' চুক্তির সুযোগ নিচ্ছে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বাড়তি দাম নিয়ে বিরোধ ও বকেয়া পরিশোধের তাগিদের মধ্যে সর্বশেষ গত ২৮ অক্টোবর পিডিবিকে চিঠি দেয় আদানি। এতে বলা হয়, পিডিবি যাতে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৩০ অক্টোবরের মধ্যে বকেয়া পরিশোধের ব্যবস্থা নেয়, নইলে আদানি ক্রয়চুক্তি অনুযায়ী ৩১ অক্টোবর থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখতে বাধ্য হবে। কারণ, আদানি চলতি মূলধনের সংকটে রয়েছে।

পিডিবি সূত্র বলছে, বিদ্যুৎ আমদানিতে আদানির নামে ঋণপত্র (এলসি) খোলার কথা ছিল ৩০ অক্টোবরের মধ্যে। এই ঋণপত্র খোলার কথা ছিল কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে; কিন্তু সেটা হয়নি। পিডিবি আরও সময় চেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গতকাল বৃহস্পতিবার থেকে একটি ইউনিট বন্ধ করে দিয়েছে আদানি। ৭৫০ মেগাওয়াট সক্ষমতার চালু ইউনিট থেকেও উৎপাদন হচ্ছে ৫০০ মেগাওয়াটের একটু বেশি। একই সময়ে কয়লার অভাবে বন্ধ রয়েছে মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র। বকেয়া জটিলতায় উৎপাদন কমেছে রামপাল ও বাঁশখালী বিদ্যুৎকেন্দ্রে। এতে গতকাল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ দেড় হাজার মেগাওয়াটের বেশি লোডশেডিং হয়েছে।

পিডিবি সূত্র বলছে, পটুয়াখালীর পায়রায় নির্মিত ১ হাজার ৩২০ মেগাওয়াট ক্ষমতার বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রতি টন কয়লার দাম নিচ্ছে ৭৫ মার্কিন ডলার। চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে এস এস পাওয়ার বিদ্যুৎকেন্দ্র ও বাগেরহাটের রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্রে প্রতি টন কয়লার দাম ৮০ ডলারের কম। আর আদানি প্রতি টন কয়লার দাম চাইছে ৯৬ ডলার। তার মানে প্রতি টন কয়লায় পায়রা ও রামপালের চেয়ে ২১-১৬ ডলার বাড়তি চাইছে তারা।

কয়লাভিত্তিক আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রটি ১ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট ক্ষমতার। এতে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ২৫ বছর ধরে কিনবে বাংলাদেশ। প্রথম ইউনিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন শুরু হয় গত বছরের এপ্রিলে। দ্বিতীয় ইউনিটে শুরু হয় একই বছরের জুনে। এর আগে ফেব্রুয়ারিতে পিডিবির সঙ্গে বৈঠক করে কয়লার দামের বিষয়টি সুরাহা করেছিল আদানির প্রতিনিধিদল। এর পরিপ্রেক্ষিতে এক বছরের জন্য কয়লার প্রকৃত দামে বিল করেছে তারা। গত জুলাই থেকে চুক্তি অনুসারে কয়লার বিল করছে আদানি।

এ বিষয়ে ঢাকায় আদানি গ্রুপের জনসংযোগ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে বক্তব্য জানতে চাওয়া হলে লিখিত উত্তর পাঠিয়েছে আদানি। এতে বলা হয়, জুলাই থেকে কয়লার 'প্রাইস ইনডেক্স' বা মূল্যসূচক অনুসারে বিল জমা দিচ্ছে আদানি। কোনো কিছু পরিবর্তন করা হয়নি। তাই কয়লার দাম বেশি ধরে বিল জমা দেওয়ার অভিযোগ ঠিক নয়।

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি সূত্র বলছে, প্রতি সপ্তাহে আদানির বিল পাওনা হচ্ছে ২ কোটি ২০ লাখ থেকে আড়াই কোটি ডলার। এর বিপরীতে পিডিবি তাদের পরিশোধ করছে ১ কোটি ৮০ লাখ ডলারের মতো। আগে পরিশোধের পরিমাণ আরও কম ছিল। এতে অক্টোবর পর্যন্ত তাদের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫ কোটি ডলার।

পিডিবির দুজন কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, আদানিসহ ভারতীয় বিদ্যুৎকেন্দ্রের বকেয়া বিল পরিশোধে ব্যাংকে এক হাজার কোটি টাকা জমা দিয়ে রেখেছে পিডিবি। ডলারের সংকট থাকায় ব্যাংক নিয়মিত বিল পরিশোধ করতে পারছে না; আর আদানি কয়লার বাড়তি দাম ধরে বিল জমা দিলেও তারা সেটি এখন পর্যন্ত আমলে নিচ্ছে না। প্রয়োজনে চুক্তি সংশোধন করার ব্যবস্থা করতে হবে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান *প্রথম আলোকে* বলেন, আদানি বিল জমা দিলেই হবে না। বাড়তি দাম দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কয়লার বাড়তি দামের বিষয়টি পিডিবি দেখবে। আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে পেশাদারির সঙ্গে নিরপেক্ষতা বজায় রেখেই

বিদ্যুৎ বিভাগ ও আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের একটি সূত্র বলছে, প্রতি সপ্তাহে আদানির বিল পাওনা হচ্ছে ২ কোটি ২০ লাখ থেকে আড়াই কোটি ডলার। এর বিপরীতে পিডিবি তাদের পরিশোধ করছে ১ কোটি ৮০ লাখ ডলারের মতো। আগে পরিশোধের পরিমাণ আরও কম ছিল। এতে অক্টোবর পর্যন্ত তাদের পাওনা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৮৫ কোটি ডলার।

চুক্তির বিষয়গুলো দেখা হবে। ইতিমধ্যে চুক্তি পর্যালোচনা কমিটি এ নিয়ে কাজ শুরু করেছে।

চুক্তিতেই বাড়তি সুবিধা আদানির

কয়লার দাম নির্ধারণের ক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়া (নিউক্যাসল ইনডেক্স) ও ইন্দোনেশিয়ার ইনডেক্স (সূচক) বিবেচনায় নেওয়া হয়। এ দেশ দুটি বিশ্বে কয়লার বড় রপ্তানিকারক। তাদের কয়লার দাম নিয়মিত অনলাইন সূচকে প্রকাশ করা হয়। তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানিয়েছেন, ঘোষিত দামের আড়ালে বিশেষ ছাড় থাকে। কয়লা কেনার সময় সমঝোতার ওপর ছাড়ের বিষয়টি নির্ভর করে। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র কয়লা কেনে বিশেষ ছাড়ে।

বিদ্যুৎ বিভাগ ও পিডিবির দুজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা *প্রথম আলোকে* বলেন, অন্য সব বিদ্যুৎকেন্দ্রের কয়লা কেনার বিল ধরেই খরচ হিসাব করা হয়। তবে আদানির সঙ্গে পিডিবির বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি অনুসারে ইন্দোনেশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ার সূচকের মধ্যে গড় করে মূল্য হিসাব করা হবে। গড় দাম ধরার কারণে আদানির বিলে বাড়তি দাম আসছে। আদানি বিশেষ ছাড়ে কয়লা কিনলেও সেই সুবিধা পাবে না পিডিবি।

সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা আরও বলছেন, বিদ্যুৎ বিভাগের নির্দেশনায় আদানির সঙ্গে তাড়াহুড়া করে ২০১৭ সালে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি হয়। ওই সময় দেশে আমদানি করা কয়লানির্ভর কোনো বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু হয়নি। তাই কয়লার দামের বিষয়টি নিয়ে তখন পিডিবি ভালো করে যাচাই-বাছাই করতে পারেনি। আদানির নিজস্ব কয়লাখনি ও ভারতে বড় একাধিক কয়লাবিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের অভিজ্ঞতার ওপর ভরসা করতে হয়েছে। সরকারের উচ্চপর্যায়ের প্রভাব কাজে লাগিয়ে পিডিবির অনভিজ্ঞতার সুযোগটা নিয়েছে আদানি। পায়রা ও রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদনে আসার পর কয়লার দামের বিষয়টি পিডিবির নজরে আসে।

পিডিবির দাবি, আন্তর্জাতিক দুই সূচকে বিভিন্ন মানের (ক্যালরিফিক ভ্যালু) কয়লার দাম প্রকাশ করা হয়। দুই সূচকে উন্নতমানের কয়লার দাম ধরে তার গড় হিসাব করছে আদানি। তারা যে মানের কয়লা ব্যবহার করছে, তার দাম হিসাব করা হলে প্রতি টনে ২০ থেকে ২৫ ডলার দাম কমে যাবে।

এ বিষয়ে আদানি কর্তৃপক্ষ *প্রথম আলোকে* বলেছে, তারা ক্যালরিফিক ভ্যালু অনুযায়ী দাম ধরছে। একটি ক্যালরিফিক ভ্যালুর কয়লা ব্যবহার করে অন্য আরেকটি উচ্চ ক্যালরিফিক ভ্যালুর কয়লার দাম ধরে হিসাব করার কোনো সুযোগ নেই।

আদানির এ বক্তব্য মানতে নারাজ পিডিবির একজন কর্মকর্তা। তিনি উদাহরণ দিয়ে বলেন, বাজারে এক কেজি আকারের ইলিশ মাছের দাম দুই হাজার টাকা; আর ৭০০ গ্রাম আকারের ইলিশ মাছের দাম ৯০০ থেকে ১০০০ টাকা; কিন্তু এক কেজি আকারের বাজারদর ধরে ৭০০ গ্রামের মাছের দাম হিসাব করা হলে এটি হবে ১ হাজার ৪০০ টাকা। কয়লার ক্ষেত্রে এমনটাই করছে আদানি।

আরও কিছু সুবিধা নিয়েছে আদানি

বিদ্যুৎ বিভাগ ও পিডিবির কর্মকর্তারা বলছেন, আদানির বকেয়া জমছিল অনেক দিন ধরেই। তবে শেখ হাসিনার সরকার পতনের পর পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে আদানি বকেয়া আদায়ে চাপ বাড়িয়েছে। বকেয়া পরিশোধে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কাছে চিঠি পাঠিয়েছে আদানি। পরিশোধের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা চিঠির জবাবও দিয়েছেন। এ ছাড়া গত আগস্টে শেখ হাসিনার পদত্যাগের এক সপ্তাহের মাথায় বিদ্যুৎ বিক্রির বিকল্প বাজার তৈরি করে আদানি। ভারতে চুক্তি সংশোধন করে বিদ্যুৎ বিক্রির সুযোগ তৈরি করেছে তারা।

চুক্তি অনুসারে সব বিদ্যুৎকেন্দ্রেরই ক্যাপাসিটি চার্জ বা কেন্দ্রভাড়া আছে। যেটি বিদ্যুৎ উৎপাদন করলেও দিতে হয়, না করলেও দিতে হয়। প্রথম কয়েক বছর এটি বেশি থাকে, ধীরে ধীরে কমতে থাকে। আদানির চুক্তিতে প্রথম সাত বছর এটি একই ধরা আছে। এরপর ধীরে ধীরে এটি কমতে থাকবে। ওই পর্যায়ে চুক্তি বাতিল করলে তাতে পিডিবির লোকসান হবে।

আদানি ও পায়রা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সঙ্গে পিডিবির করা বিদ্যুৎ ক্রয়ের চুক্তি বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) একজন বিশেষজ্ঞের সঙ্গে মিলে পর্যালোচনা করে দেখেছে *প্রথম আলো*। এতে দেখা যায়, অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আদানি তার সর্বোচ্চ সুবিধা নিশ্চিত করেছে চুক্তিতে। দেরিতে বিল পরিশোধের জন্য বছরে ১৫ শতাংশের চড়া সুদ ধরা আছে আদানির চুক্তিতে, যা পায়রায় নেই। আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রে সব খরচের দায় পিডিবির। আদানির কেন্দ্রে বিনিয়োগের বিপরীতে সব সুদের হার ভারত নির্ধারণ করবে, বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণ নেই। পানি ব্যবহারেরও খরচ দিতে হবে, যা পায়রায় নেই। এ ছাড়া কয়লা আমদানি, বন্দর ব্যবস্থাপনা ও পরিবহনে আদানি গ্রুপের নিজেদের অন্য দুটি কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি করেছে। সব তাদের নিজস্ব কোম্পানি হওয়ায় পুরো বিষয়টিতে অস্বচ্ছতা আছে। জাতীয় স্বার্থে এ চুক্তি পর্যালোচনা করা উচিত বলে মত দিয়েছেন বিদ্যুৎ খাতের বিশেষজ্ঞরা।

চুক্তি পর্যালোচনা করছে কমিটি

গত আওয়ামী লীগ সরকার দরপত্র ছাড়া চুক্তি করতে বিদ্যুৎ ও জ্বালানির দ্রুত সরবরাহ বৃদ্ধি (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১০ (সংশোধিত ২০২১) করেছিল। এই আইনের অধীন নেওয়া কোনো সিদ্ধান্ত নিয়ে আদালতে যাওয়া যাবে না। এ কারণে এটি দায়মুক্তি আইন হিসেবে পরিচিতি পায়। এই আইনের অধীন করা চুক্তি পর্যালোচনা করতে একটি জাতীয় কমিটি গঠন করেছে অন্তর্বর্তী সরকার।

গত ২৮ সেপ্টেম্বর জাতীয় পর্যালোচনা কমিটির সভায় ১১টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের সংশ্লিষ্ট তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত হয়েছে। এসব তথ্য-উপাত্ত ও নথি কমিটিকে সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে ভারতের আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্র। কমিটিকে সব ধরনের তথ্য-উপাত্ত সরবরাহ করতে নির্দেশনা দিয়েছে বিদ্যুৎ বিভাগ।

ভোক্তা অধিকার সংগঠন কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) জ্বালানি উপদেষ্টা এম শামসুল আলম *প্রথম আলোকে* বলেন, আদানির সঙ্গে চুক্তিতে অনেক ধরনের বাড়তি খরচ ধরা হয়েছে। পদে পদে সুবিধা নিয়েছে তারা। এর ফলে দেশ থেকে বিপুল পরিমাণ ডলার নিয়ে যাচ্ছে আদানি। এটি একটি একতরফা চুক্তি, সেই সুযোগটাই নিচ্ছে আদানি। তাই এ চুক্তি থেকে অবিলম্বে সরে আসা দরকার সরকারের। সরকার বাতিল করতে না পারলে আদালতে যাবে ক্যাব।

> আদানির সঙ্গে চুক্তিতে অনেক ধরনের বাড়তি খরচ ধরা হয়েছে। পদে পদে সুবিধা নিয়েছে তারা।

এম শামসুল আলম, জ্বালানি উপদেষ্টা, ক্যাব
আদানির সঙ্গে চুক্তি প্রসঙ্গে

সংক্ষেপে

ছয় মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন

দেশের ছয়টি সরকারি মেডিকেল কলেজের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। গত বুধবার স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের (চিকিৎসা শিক্ষা-১ শাখা) এক প্রজ্ঞাপনে এই তথ্য জানানো হয়। প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী—মানিকগঞ্জের কর্নেল মালেক মেডিকেল কলেজের বর্তমান নাম মানিকগঞ্জ মেডিকেল কলেজ, নোয়াখালীর আব্দুল মালেক উকিল মেডিকেল কলেজের বর্তমান নাম নোয়াখালী মেডিকেল কলেজ, জামালপুরের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের বর্তমান নাম জামালপুর মেডিকেল কলেজ, টাঙ্গাইলের শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের বর্তমান নাম টাঙ্গাইল মেডিকেল কলেজ, ফরিদপুরের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল কলেজের বর্তমান নাম ফরিদপুর মেডিকেল কলেজ, দিনাজপুরের এম আব্দুর রহিম মেডিকেল কলেজের বর্তমান নাম দিনাজপুর মেডিকেল কলেজ।
বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ফুল কোর্ট সভা ৪ নভেম্বর

সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগের সব বিচারপতির অংশগ্রহণে ফুল কোর্ট সভা ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক নথি থেকে এ তথ্য জানা গেছে। হাইকোর্ট বিভাগের ডেপুটি রেজিস্ট্রার (প্রশাসন ও বিচার) মো. আতিকুস সামাদের ৩০ অক্টোবর সই করা ওই নথির তথ্য অনুযায়ী, ৪ নভেম্বর বেলা সাড়ে তিনটায় সুপ্রিম কোর্টের প্রশাসন ভবন-৪-এর দ্বিতীয় তলায় সম্মেলনকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হবে। বিচারালয়-সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে, সিনিয়র সহকারী জজ থেকে যুগ্ম জেলা জজ হিসেবে ১২৪ জনের পদোন্নতি, সুপ্রিম কোর্টের বর্ষপঞ্জি (২০২৫ সালের), দেওয়ানি আদালতের অবকাশসহ কয়েকটি বিষয় আলোচ্যসূচিতে রয়েছে।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

এমডি ফজলুল্লাহকে অপসারণ

চট্টগ্রাম ওয়াসার ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) পদ থেকে এ কে এম ফজলুল্লাহকে অপসারণ করেছে সরকার। গত বুধবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ। এই পদে সাময়িকভাবে স্থানীয় সরকার চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালক মুহাম্মদ আনোয়ার পাশাকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, পানি সরবরাহ ও পয়োনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (সংশোধন) অধ্যাদেশ ২০২৪-এর ধারা ২ ক এর প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ কে এম ফজলুল্লাহর চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ বাতিল করে পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। নিয়োগের পৃথক প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অধ্যাদেশের ২৮ ক অনুযায়ী স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম বিভাগের পরিচালককে তাঁর নিজ দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসেবে সাময়িকভাবে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের দায়িত্ব প্রদান করা হলো। অতিরিক্ত দায়িত্ব পালনকালে তিনি বিধি মোতাবেক দায়িত্ব ভাতা পাবেন। দুটি প্রজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করেছেন উপসচিব মো. আবদুর রহমান।
নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

আমন ধান কৃষকের ঘরে উঠতে শুরু করেছে আমন ধান। পানির মধ্যে আমন ধান কেটে পাড়ে নিয়ে যাচ্ছেন কৃষকেরা। গতকাল ফরিদপুর সদর উপজেলার কানাইপুর ইউনিয়নের সাইবেরিয়ায়। ছবি : আলীমুজ্জামান

প্রভাব খাটিয়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন

অর্থনৈতিক অঞ্চল

বিগত সরকারের আমলে অলাভজনক ও অপচয়ের ৩০ অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন নেন সাবেক মন্ত্রী-সচিব-রাজনীতিবিদেরা।

> পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে সুযোগ এসেছে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অগ্রাধিকার ঠিক করা। যেসব অঞ্চলের কোনো আবেদন নেই, সেসব বাতিল করা।
>
> **মোস্তাফিজুর রহমান,** বিশেষ ফেলো, সিপিডি

আরিফুর রহমান, *ঢাকা*

ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার একসময়ের একান্ত সচিব (পিএস) ছিলেন সাজ্জাদুল হাসান। ২০১৫ সাল থেকে তিন বছর ছিলেন এ পদে। সে সময় ক্ষমতার অপব্যবহার করে সরকারের কাছ থেকে নিজ জেলা নেত্রকোনায় একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন নেন সাজ্জাদুল।

পিএস থেকে ২০১৮ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সচিব হয়ে ওই অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য দেড় হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প নেন। ওই বছর শেখ হাসিনা ময়মনসিংহ সফরে গিয়ে 'নেত্রকোনা বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল'-এর ভিত্তিপ্রস্তরও স্থাপন করেন। অনুমোদন নেওয়ার পর ৯ বছর পেরিয়ে গেলেও অর্থনৈতিক অঞ্চলটির কোনো কাজই হয়নি।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেজা) কর্মকর্তারা বলছেন, নেত্রকোনায় বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল আর্থিকভাবে কখনো লাভজনক হবে না। কেননা সেখানকার যোগাযোগব্যবস্থা ভালো নয় এবং বড় বিনিয়োগকারী সেখানে যাবে না। সরকার বিনিয়োগ করলে, সে টাকাও অপচয় হবে। তাঁদের সমীক্ষায় বিষয়টি উঠে এসেছে। অথচ চাপে পড়ে অর্থনৈতিক অঞ্চলটির অনুমোদন দিতে হয়েছিল।

সরকারি চাকরি থেকে অবসরে যাওয়ার পর বিতর্কিত দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে নেত্রকোনা-৪ আসন থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন সাজ্জাদুল হাসান। তবে ৫ আগস্টের আগে তিনি দেশ ছেড়েছেন বলে জানা গেছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলটির বিষয়ে জানতে তাঁর সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে মুঠোফোন বন্ধ পাওয়া যায়।

সাজ্জাদুল হাসানের মতো চাপ প্রয়োগ ও ক্ষমতার অপব্যবহার করে গত ১৫ বছরে (আওয়ামী লীগ সরকারের তিন মেয়াদে) নিজ নির্বাচনী এলাকায় এমন অন্তত ৩০টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন করিয়ে নেন সাবেক মন্ত্রী থেকে শুরু করে সচিব, রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীরা।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ প্রথম মেয়াদে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। ২০১০ সালে অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রকল্পের বাস্তবায়ন ও পরিচালনায় প্রতিষ্ঠা করা হয় 'বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল কর্তৃপক্ষ (বেজা)'।

৮ আগস্ট অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বেজার নতুন নির্বাহী চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয় আশিক চৌধুরীকে। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, একই সময়ে দেশে ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া সব অর্থনৈতিক অঞ্চল লাভজনক হবে না। এ ক্ষেত্রে গুরুত্ব অনুযায়ী তিনি অগ্রাধিকারের তালিকা করবেন। অনুমোদিত সব অর্থনৈতিক অঞ্চল নিয়ে তিনি একটি বিশ্লেষণ করবেন। তাতে যেসব অঞ্চল লাভজনক হবে না, বিনিয়োগকারী যাবে না, সেগুলো পুনর্বিবেচনা করা হবে।

সংস্থাটির দেওয়া সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী, তৎকালীন সরকার গভর্নিং বোর্ডের সভায় সরকারি ও বেসরকারিভাবে ১০৪টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেয়। এর মধ্যে সরকারি ৬৮টি, বেসরকারি ৩৬টি। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে দেশে এখন ২৯টি অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ চলছে। অবশ্য এ পর্যন্ত দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়েছে শুধু চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে বঙ্গবন্ধু শিল্পনগর, নারায়ণগঞ্জে জাপানিজ অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মৌলভীবাজারের শ্রীহট্ট অর্থনৈতিক অঞ্চলের।

সালমানের ২ হাজার কোটি টাকার প্রকল্প

শেখ হাসিনার বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগবিষয়ক উপদেষ্টা সালমান এফ রহমান ২০১৯ সালে তাঁর নির্বাচনী এলাকা নবাবগঞ্জে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন করিয়ে নেন। অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপনে ভূমি অধিগ্রহণসহ প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণে ১ হাজার ৯১৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নেওয়া হয় একটি প্রকল্প, যার পুরোটাই সরকারি তহবিল থেকে। প্রকল্পের আওতায় ৮৮১ একর জমি অধিগ্রহণের পরিকল্পনা বাবদ ব্যয় ধরা হয় ৫৭৫ কোটি টাকা।

এ-সংক্রান্ত নথি বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, নবাবগঞ্জে যেখানে অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য জমি ঠিক করা হয়েছে, সেখানে মৌজা রেটের তুলনায় বাজারমূল্য অনেক বেশি। কৌশলে সেখানে মৌজা মূল্য কম রাখা হয়েছে।

বেজা সূত্রে জানা গেছে, ওই অর্থনৈতিক অঞ্চলটি না করতে শুরু থেকে অবস্থান নেন বেজার কর্মকর্তারা। তাঁদের যুক্তি ছিল, ওই এলাকায় জমির দাম বেশি; খাসজমি তেমন নেই। তাঁদের হিসাবে, শুধু জমি অধিগ্রহণেই আড়াই হাজার কোটি টাকা খরচ হতে পারে। বিপুল টাকা বিনিয়োগ করে জমি অধিগ্রহণ করে সেখানে অর্থনৈতিক অঞ্চল করলে লাভজনক হবে না। তবে কোনো যুক্তির ধার ধারেননি সালমান এফ রহমান।

অবশ্য প্রকল্পটি একনেকে চূড়ান্তভাবে অনুমোদন পাওয়ার আগে আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। কারাগারে থাকায় এ বিষয়ে সালমান এফ রহমানের বক্তব্য নেওয়া যায়নি।

আরও যত অপ্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক অঞ্চল

গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়া ও সদর উপজেলায় একটি করে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন দেয় তৎকালীন সরকার। এর মধ্যে কোটালীপাড়া অর্থনৈতিক অঞ্চলের জন্য ৪৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে নেওয়া হয় একটি প্রকল্প। বেজা কর্মকর্তারা বলছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে খুশি করতেই এ দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের পরিকল্পনা নেওয়া হয়; যদিও এ দুটি জায়গায় এ অঞ্চল করার প্রয়োজন ছিল না। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এখন এ দুটি অঞ্চলের প্রস্তাব বাতিল করা হতে পারে।

সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক তাঁর নির্বাচনী আসন টাঙ্গাইলে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন নেন। সাবেক সংসদ সদস্য নাঈমুর রহমান (দুর্জয়) তাঁর নির্বাচনী আসন মানিকগঞ্জে দুটি অর্থনৈতিক অঞ্চলের অনুমোদন নেন। এ ছাড়া বেসরকারিভাবে চট্টগ্রামের বাঁশখালীতে একটি অর্থনৈতিক অঞ্চল বাগিয়ে নেন বিতর্কিত ব্যবসায়ী এস আলম।

বেজা বলছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এসব অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রস্তাব বাতিল হতে পারে। এ ছাড়া সরকারি অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে বাতিল হতে পারে বরিশাল, কক্সবাজারের মহেশখালী, ভোলা, ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আশুগঞ্জ, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জের সোনারগাঁ, নাটোরের লালপুর, বাগেরহাটের সুন্দরবন, খাগড়াছড়ির আলুটিলা, নওগাঁর সাপাহার, সুনামগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুরের শ্রীপুর, খুলনা, ময়মনসিংহ ও মাদারীপুর অর্থনৈতিক অঞ্চল।

অন্যদিকে বেসরকারিভাবে বাতিলযোগ্য অর্থনৈতিক অঞ্চলের মধ্যে রয়েছে ছাতক অর্থনৈতিক অঞ্চল, গার্মেন্টস শিল্প পার্ক বিজিএমইএ, ফমকম অর্থনৈতিক অঞ্চল, অ্যালায়েন্স অর্থনৈতিক অঞ্চল, ইস্ট কোস্ট গ্রুপ অর্থনৈতিক অঞ্চল, সিটি স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল ও মডার্ন স্পেশাল অর্থনৈতিক অঞ্চল।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) বিশেষ ফেলো মোস্তাফিজুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অন্তর্বর্তী সরকারের সামনে সুযোগ এসেছে অর্থনৈতিক অঞ্চলের অগ্রাধিকার ঠিক করা। যেসব অঞ্চলের কোনো আবেদন নেই, সেসব বাতিল করা।

২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলা

ডেথ রেফারেন্স ও আপিল শুনানি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় হত্যা মামলায় আসামিদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ অনুমোদন (ডেথ রেফারেন্স) ও আপিলের ওপর হাইকোর্টে শুনানি শুরু হয়েছে।

বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান ও বিচারপতি সৈয়দ এনায়েত হোসেনের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গতকাল বৃহস্পতিবার শুনানি গ্রহণ করেন। পেপারবুক (মামলার বৃত্তান্ত) উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গতকাল প্রথম দিনের শুনানি হয়। ৭ নভেম্বর শুনানির পরবর্তী দিন রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গ্রেনেড হামলাসংক্রান্ত হত্যা মামলায় ডেথ রেফারেন্স ও আপিলের ওপর হাইকোর্টের অপর একটি দ্বৈত বেঞ্চে এর আগে শুনানি হয়। গত ১৮ আগস্ট দ্বৈত বেঞ্চটি অবকাশ শেষে দুই সপ্তাহ পর্যন্ত শুনানি মুলতবি করেন। গত ৮ সেপ্টেম্বর অবকাশ শুরু হয়। অবকাশ শেষে ২০ অক্টোবর আদালতের নিয়মিত কার্যক্রম শুরু হয়। অবকাশ শেষে খোলার পর ২৪ অক্টোবর দ্বৈত বেঞ্চ বসেন। সেদিন বেঞ্চটি ডেথ রেফারেন্স ও আপিল কার্যতালিকা থেকে বাদ দেন। এরপর বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে প্রধান বিচারপতি ডেথ রেফারেন্স শুনানি নিষ্পত্তির জন্য বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন দ্বৈত বেঞ্চে পাঠান। এই বেঞ্চে ২৭ অক্টোবর মামলাটি পাঠানো হয়। পরদিন এই বেঞ্চের কার্যতালিকায় ডেথ রেফারেন্স ওঠে।

এর ধারাবাহিকতায় পেপারবুক উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে গতকাল শুনানি শুরু হয়। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুজ্জামান বাবর, সাবেক শিক্ষা উপমন্ত্রী আবদুস সালাম পিন্টুসহ বেশ কয়েকজন দণ্ডিত আসামির পক্ষে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস এম শাহজাহান মামলার ঘটনাক্রম তুলে ধরেন। রাষ্ট্রপক্ষে শুনানিতে ছিলেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল মো. জসিম সরকার।

এর আগে ২০০৪ সালের ২১ আগস্ট গ্রেনেড হামলার ঘটনায় মতিঝিল থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দুটি মামলা হয়। ২১ আগস্টের সেই গ্রেনেড হামলা ও হত্যাযজ্ঞের ঘটনার তদন্তকে ভিন্ন খাতে নিতে তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার নানা তৎপরতা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে।

বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে অপরিকল্পিত প্রকল্প নিয়েছে হাসিনা সরকার

ইউএনবিকে জ্বালানি উপদেষ্টা

'কিছু মানুষকে সুবিধা দিতে ও স্বজনপ্রীতির জন্য অপ্রয়োজনে বেসরকারি খাতে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।'

> বিগত সরকারের সময় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মহোৎসব চলেছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের অর্থ লোপাট করা হয়েছে। যেখানেই হাত দিচ্ছি, সেখানেই দুর্নীতি পাচ্ছি।
>
> **ফাওজুল কবির খান,** উপদেষ্টা, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ

ইউএনবি, *ঢাকা*

ফাওজুল কবির খান

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা ফাওজুল কবির খান বলেছেন, শেখ হাসিনার আমলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অপরিকল্পিত উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। এসবের বেশির ভাগ ক্ষেত্রে যৌক্তিক মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি খরচে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

সম্প্রতি ইউএনবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের এই উপদেষ্টা এসব কথা বলেন।

ফাওজুল কবির খান বলেন, 'বিগত সরকারের সময় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ খাতে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির মহোৎসব চলেছে। এসব অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে দেশের অর্থ লোপাট করা হয়েছে। যেখানেই হাত দিচ্ছি, সেখানেই দুর্নীতি পাচ্ছি।' তিনি বলেন, কিছু মানুষকে সুবিধা দিতে ও স্বজনপ্রীতির জন্য অপ্রয়োজনে বেসরকারি খাতে অনেক বিদ্যুৎকেন্দ্রের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এসব প্রকল্পে ভর্তুকির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয় হয়েছে।

উপদেষ্টা বলেন, 'হাসিনা সরকার বেশি দামে বিদ্যুৎ কিনে এমন অবস্থার সৃষ্টি করেছে, বিদ্যুৎ কোম্পানিকে টাকাও দিতে পারি না, আবার বিদেশি হলে ডলার দিতে পারি না। গ্যাস আমদানির জন্য ডলার দিতে পারছি না। একটা বিতিকিচ্ছি (বিব্রতকর) অবস্থার মধ্যে আমরা পড়েছি। বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনার জন্য কিন্তু বিদ্যুতের ট্যারিফ বারবার বাড়ানো হয়েছে। যেনতেন চার্জ যোগ হয়েছে। তাতে একদিকে গ্রাহকদের যেমন ক্ষতি হয়েছে, তেমনি দেশের অর্থ অপচয় হয়েছে।'

ফাওজুল কবির বলেন, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অনিয়ম খুঁজে বের করে দোষী ব্যক্তিদের আইনের আওতায় আনতে একজন বিচারপতিকে প্রধান করে একটি স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। তিনি বলেন, 'বিদ্যুৎ ও জ্বালানির যে সংকট রয়েছে, তা দূর করতে আমরা চেষ্টা করছি, অনিয়মের যে নকশা, সেটা ভেঙে দিয়েছি। বিদ্যুৎ কোম্পানিগুলোকে পুনর্গঠন করছি।'

উপদেষ্টা বলেন, মাতারবাড়ী বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের আওতায় গভীর সমুদ্রবন্দর, অর্থনৈতিক জোন, রেললাইন ও সড়ক প্রকল্পও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কিন্তু শুধু বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন করে এর থেকে প্রকৃত সুবিধা পাওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করা হবে। এখন থেকে বড় প্রকল্পের সঙ্গে ছোট ছোট প্রকল্পের মাধ্যমে স্বল্প খরচে দ্রুত তা বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে। নবায়নযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি ব্যবহারের ওপরও গুরুত্বারোপ করা হবে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর নেওয়া পদক্ষেপ প্রসঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ উপদেষ্টা বলেন, '২০১০ সালের বিশেষ আইন স্থগিত ও বিআরসি আইনের ৩৪ (ক) ধারা বাতিল, তেলের দাম কমানো, কোম্পানির চেয়ারম্যান থেকে সচিবদের অপসারণ, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতের লুটপাটের কাঠামো ভেঙে দেওয়া, বদলি ও নিয়োগ-বাণিজ্য বন্ধের জন্য বদলি ও নিয়োগের নির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরিসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছি।'

বিদ্যুতের লোডশেডিং প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, 'বিদ্যুতের লোডশেডিং থাকার কারণ হচ্ছে আমাদের ক্যাপাসিটির বাইরে সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দেওয়ার যে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত ছিল, সবই ছিল লোকদেখানো। আমার যা সক্ষমতা আছে, তার চেয়ে বেশি সংযোগ দিয়েছি, এখানে তো বিদ্যুতের লোডশেডিং হবেই।'

সাম্প্রতিক বিদ্যুতের লোডশেডিং সম্পর্কে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি উপদেষ্টা বলেন, বড়পুকুরিয়ায় কারিগরি সমস্যা হয়েছিল, যা দ্রুত মেরামত করা হয়েছে। রামপাল পুনরায় চালু হয়েছে, আদানির সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে এবং দ্রুত গ্যাস আমদানির ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ফলে বর্তমানে বিদ্যুতের অবস্থার উন্নতি হয়েছে।

বিদ্যুৎ খাতের অনিয়ম-দুর্নীতি প্রসঙ্গে উপদেষ্টা বলেন, 'বিদ্যুৎ খাতের অনিয়ম-দুর্নীতির বিষয়ে কোনো ছাড় দেওয়া হবে না। প্রতিটি প্রকল্প আমরা যাচাই করে দেখব, অনিয়ম-দুর্নীতি হলেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

'ছিনতাই করতে গিয়ে' মারধরের শিকার, দুই ভাই নিহত

চাঁপাইনবাবগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চাঁপাইনবাবগঞ্জ*

চাঁপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট উপজেলায় গণপিটুনিতে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। গত বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে উপজেলার জামবাড়িয়া ইউনিয়নের জাপানের বিল এলাকায় ভোলাহাট-রহনপুর সড়কে এ ঘটনা ঘটে। স্থানীয় সূত্র বলছে, ছিনতাই করতে গিয়ে তাঁরা মারধরের শিকার হন।

নিহত ব্যক্তিরা হলেন উপজেলার দুর্গাপুর কামারপাড়ার মো. ইয়াকুব (২২) ও মো. আলমগীর (২৪)। জামবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান মো. আফাজ উদ্দিন বলেন, বুধবার রাতে ছিনতাই করতে গিয়ে গণপিটুনিতে দুই ভাই নিহত হয়েছেন। এ সময় অপর দুই ছিনতাইকারী পালিয়ে গেছেন।

নিহত দুই ভাইয়ের চাচা সাদিকুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, দুজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা আছে। কিছুদিন আগে তাঁর ছোট ভাতিজা জেল খেটে এসেছেন। দুই ভাই মাঝেমধ্যে কাজ করতেন, আবার চুরিও করতেন। তিনি বলেন, লোকজন তাঁদের মেরে না ফেলে পুলিশের হাতে তুলে দিতে পারতেন। আইনের মাধ্যমেই তাঁদের বিচার হতো। গণপিটুনি দিয়ে হত্যা করে অন্যায় করা হয়েছে। এর বিচার হওয়া দরকার।

ভোলাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শাহিনুর রহমান বলেন, গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে দুজনের লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় মামলা হবে।

বড়ালপারের স্কুল

ইট-পাথর-ইস্পাতের সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ, কাঠ ও মাটি। শিক্ষার্থীরা যাতে প্রকৃতির সঙ্গে বেড়ে উঠতে পারে, তার জন্য চারপাশটা রাখা হয়েছে সবুজ আর ছায়া ছায়া। এমন একটি স্থাপত্যনকশার জন্য গত সপ্তাহে আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টসের দুটি পুরস্কার জিতেছে পাবনার চাটমোহরের বড়াল বিদ্যানিকেতন। স্কুলটির গল্প মূল রচনায়।

আরও পড়ুন

- মরক্কোর রোমান শহরে
- ছেলের দৌড়টা দেখলে আজও চোখ ভিজে যায়
- ডেভিলড এগ কী জানেন

চোখ রাখুন কাল শনিবার

প্রথম আলো

বায়ুদূষণে ঢাকা ছিল দশম | বিশ্বের ১০০টি শহরের মধ্যে গতকাল সকালে বায়ুদূষণে ঢাকার অবস্থান ছিল ১০ম ও রাতে ১১তম। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সাবেক দুই সংসদ সদস্যের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা

ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বিদেশযাত্রায়ও নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক দুই সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসান ও নুরুল ইসলাম তালুকদারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া ঢাকার ট্যাক্সেস অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সাবেক সদস্য রঞ্জিত কুমার তালুকদার ও তাঁর স্ত্রী ঝুমুর মজুমদার এবং ইউনিয়ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা মহানগরের জ্যেষ্ঠ বিশেষ জজ আদালতের ভারপ্রাপ্ত বিচারক ইব্রাহিম মিয়া গতকাল বৃহস্পতিবার এসব আদেশ দেন। দুদকের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

পিপি মাহমুদ হোসেন জাহাঙ্গীর *প্রথম আলোকে* বলেন, দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ সম্পদ অর্জন ও অর্থ পাচারের অভিযোগে সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসান (ঢাকা-১৮) ও নুরুল ইসলাম তালুকদার (বগুড়া-৩), ঢাকার ট্যাক্সেস অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সাবেক সদস্য রঞ্জিত কুমার তালুকদার ও ইউনিয়ন ব্যাংকের এমডি এ বি এম মোকাম্মেল হক চৌধুরীর বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালত।

কানাডায় ছেলের নামে বাড়ি কেনার অভিযোগ

ঢাকা-১৮ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসান, তাঁর স্ত্রী শামীমা হাবিব, ছেলে আবির হাসান ও মেয়ে সাদিয়া হাসানের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক মোহাম্মদ সিরাজুল হক। তাতে বলা হয়, সাবেক সংসদ সদস্য মোহাম্মদ হাবিব হাসানের বিরুদ্ধে ভূমিদস্যুতা, পরিবহনে চাঁদাবাজি, পদ-বাণিজ্য, ডোনেশনের নামে চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির মাধ্যমে সরকারি অর্থ আত্মসাতের অভিযোগ রয়েছে।

টিআর-কাবিখার সম্পদ আত্মসাতের অভিযোগ

নুরুল ইসলাম তালুকদারের বিদেশযাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে দুদকে আবেদন করেন দুদকের উপপরিচালক মো. মাসুদুর রহমান। তাতে বলা হয়, সাবেক সংসদ সদস্য নুরুল ইসলাম তালুকদারের বিরুদ্ধে ব্যাপক অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ অনুসন্ধান করছে দুদক।

সাবেক পুলিশ কর্মকর্তা শাহিদুল কারাগারে

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা জেলা পুলিশের সাবেক অতিরিক্ত সুপার (সাভার সার্কেল) মো. শাহিদুল ইসলামকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল। বিচারপতি মো. গোলাম মর্তূজা মজুমদারের নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের ট্রাইব্যুনাল গতকাল বৃহস্পতিবার এই আদেশ দেন।

ট্রাইব্যুনালের অপর দুই সদস্য হলেন বিচারপতি মো. শফিউল আলম মাহমুদ ও অবসরপ্রাপ্ত জেলা ও দায়রা জজ মো. মোহিতুল হক এনাম চৌধুরী। আদেশের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম।

ছাত্র-জনতার আন্দোলনকালে দুই শর মতো ছাত্র হত্যার অভিযোগ রয়েছে শাহিদুলের বিরুদ্ধে। এর আগে গত বুধবার কক্সবাজার থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)।

গত ২৭ অক্টোবর ১৭ পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছিলেন ট্রাইব্যুনাল। এই পুলিশ কর্মকর্তাদের একজন শাহিদুল। তাঁর সর্বশেষ কর্মস্থল কক্সবাজার।

ট্রাইব্যুনালের চিফ প্রসিকিউটর তাজুল ইসলাম বলেন, শাহিদুলকে কক্সবাজার থেকে নিয়ে এসে আজ (গতকাল) সকালে ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়।

জাতীয় পার্টির কার্যালয়ে ভাঙচুর

প্রথম পৃষ্ঠার পর

শনিবার কেন্দ্রীয় কার্যালয় প্রাঙ্গণে সমাবেশ করতে পুলিশের কাছে অনুমতি চেয়েছেন। গতকাল দলের নেতা-কর্মীরা সমাবেশের প্রস্তুতি সভার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে উপস্থিত ছিলেন। সন্ধ্যার পর একটি মশালমিছিল নিয়ে একদল লোক তাঁদের কার্যালয়ে হামলা করেন। জাতীয় পার্টির কর্মীদের প্রতিরোধে হামলাকারীরা মার খেয়ে পালিয়ে যায়। আধা ঘণ্টা পর সংঘবদ্ধ হয়ে ফিরে তারা কার্যালয়ে আগুন দেয়।

মুজিবুল হক বলেন, আগুন নেভাতে ফায়ার সার্ভিস এসেছিল। তাদের আগুন নেভাতে দেওয়া হয়নি। তিনি আরও বলেন, 'এভাবে যদি একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয়ে হামলা হয়, তাহলে দেশে কিসের গণতন্ত্র, কিসের রাজনীতি।'

ঘটনা সম্পর্কে নুরুল হকের নেতৃত্বাধীন গণ অধিকার পরিষদের নেতা হাসান আল মামুন রাতে ঘটনাস্থলে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'শাহবাগে সমাবেশ শেষ করে আমরা বিজয়নগরে আসি। জাতীয় পার্টির নেতা-কর্মীরা আমাদের ওপর অস্ত্র নিয়ে অতর্কিত হামলা চালায়।'

এদিকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আহ্বায়ক হাসনাত আবদুল্লাহ সন্ধ্যা সাতটার দিকে ফেসবুকে একটি পোস্টে বলেন, 'জাতীয় বেইমান এই জাতীয় পার্টি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে বিজয়নগরে আমাদের ভাইদের পিটিয়েছে, অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিচ্ছে। এবার এই জাতীয় বেইমানদের উৎখাত নিশ্চিত।' এর কিছুক্ষণ পর হাসনাত আবদুল্লাহ আরেকটি পোস্টে লেখেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্য থেকে রাত সাড়ে আটটায় মিছিল নিয়ে তাঁরা বিজয়নগরে যাবেন।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আরেক নেতা সারজিস আলম সাড়ে সাতটার দিকে ফেসবুকে একই রকম একটি পোস্ট দেন। তিনি লিখেছেন, 'রাজু ভাস্কর্য থেকে মিছিল নিয়ে আমরা বিজয়নগরে যাচ্ছি।' পরে রাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বিজয়নগরের উদ্দেশ্যে বের হয়।

এর আগে রাত সোয়া আটটার পর বিজয়নগরে গিয়ে দেখা যায়, জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের নিচতলায় আগুন দেওয়া হয়েছিল। তা নিভিয়েছে ফায়ার সার্ভিস। তখনো ভাঙচুর চলছিল।

পরে রাত ৯টার দিকে বিপুলসংখ্যক পুলিশ সদস্য ও সেনাসদস্য জাতীয় পার্টির কার্যালয়ের সামনে আসেন। তাঁরা হামলাকারীদের সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

রাত সাড়ে ৯টার দিকে সেখানে আসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রিফাত রশিদ ও মাহিন সরকার। এ সময় রিফাত রশিদ বলেন, ফ্যাসিবাদের সহযোগী জাতীয় পার্টিকে কোনোভাবেই ২ নভেম্বরের সমাবেশ করতে দেওয়া হবে না। আর ছাত্র-জনতার ওপর হামলার ঘটনার বিষয়ে পরবর্তী সময়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

রাত সাড়ে ৯টার পর থেকে বিক্ষুব্ধ লোকজন ধীরে ধীরে চলে যেতে থাকেন। ৯টা ৪০ মিনিটের দিকে সেনাবাহিনী চলে যায়। সাড়ে ১০টার দিকে জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে কয়েকজন পুলিশ সদস্য ছাড়া আর কাউকে দেখা যায়নি।

জাতীয় পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের দোসর হিসেবে অভিহিত করছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন ও জাতীয় নাগরিক কমিটির নেতারা। দলটিকে সম্প্রতি রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের সংলাপে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। তখন জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, তারা বাধ্য হয়ে আওয়ামী লীগ সরকারের অধীন নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল। আর ২০১৮ সালের নির্বাচনে বিএনপিসহ সব দলই অংশ নিয়েছিল।

কালি ও কলম সম্পাদক আবুল হাসনাতের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী আজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

আবুল হাসনাত

সাহিত্য পত্রিকা *কালি ও কলম*-এর সম্পাদক, সাহিত্যিক ও শিল্প সমালোচক আবুল হাসনাতের চতুর্থ মৃত্যুবার্ষিকী আজ ১ নভেম্বর। এ উপলক্ষে কোরআন খতম ও দোয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

আবুল হাসনাতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে *কালি ও কলম* আয়োজন করেছে আবুল হাসনাত স্মারক বক্তৃতা। আজ শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় বেঙ্গল শিল্পালয়ে এ অনুষ্ঠানে 'সাহিত্য ও গণমুক্তির সাধনা' বিষয়ে মূল প্রবন্ধ পাঠ করবেন প্রাবন্ধিক ও কবি আবুল মোমেন।

কবিতা, উপন্যাস, চিত্র সমালোচনাসহ সাহিত্যের নানা বিভাগে ছাপ রেখেছেন আবুল হাসনাত। কর্মজীবনে তিনি ২৯ বছর *সংবাদ*-এর সাহিত্য সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। আমৃত্যু *কালি ও কলম* সম্পাদকের দায়িত্বে থাকা আবুল হাসনাত চিত্রকলাবিষয়ক ত্রৈমাসিক *শিল্প ও শিল্পী*-এর সম্পাদক ছিলেন।

সাহিত্যে আবুল হাসনাতের ছদ্মনাম ছিল মাহমুদ আল জামান। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থের নাম *হারানো সিঁড়ির চাবির খোঁজে*।

১৯৮২ সালে *টুকু ও সমুদ্রের গল্প*-এর জন্য আবুল হাসনাত অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার পান। ২০১৪ সালে তিনি বাংলা একাডেমির সম্মানসূচক ফেলো মনোনীত হন। আবুল হাসনাত ছায়ানটের অন্যতম সংগঠক ও সদস্য ছিলেন।

বললেন নুরুল হক

শেখ হাসিনা গণভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন

প্রতিনিধি, *পটুয়াখালী ও কলাপাড়া*

গণ অধিকার পরিষদের সভাপতি নুরুল হক বলেছেন, 'গত নির্বাচনে শেখ হাসিনা টেলিফোন করে নির্বাচনে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেন। গণভবনে নিয়ে গিয়েছিলেন। গণভবনে গিয়েও আমরা মাথা বিক্রি করিনি, বিবেক বিক্রি করিনি। শেখ হাসিনার টেলিফোনে বা ডিজিএফআই-এনএসআইয়ের চাপে। ওষুধের কার্টনে করে টাকা নিয়ে এসেছে। ১২ কোটি টাকা নিয়ে এসেছে; কিন্তু আমরা পরিষ্কার করে বলেছি, বাংলাদেশের মানুষ এ রকম একটা রাজনৈতিক সংকটকালে আশাবাদী হচ্ছেন যে এই আপসহীন তরুণেরা একটা ভালো কিছু করতে পারবেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার পটুয়াখালী শহরে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় নুরুল হক এসব কথা বলেন।

ডিজেল-কেরোসিনের দাম লিটারে ৫০ পয়সা কমল

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডিজেল ও কেরোসিনের দাম প্রতি লিটারে ৫০ পয়সা কমানো হয়েছে। তবে পেট্রল ও অকটেনের দাম অপরিবর্তিত রয়েছে। আজ শুক্রবার থেকে নতুন দাম কার্যকর হয়েছে।

বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগ থেকে গতকাল বৃহস্পতিবার এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে স্বয়ংক্রিয়-পদ্ধতিতে দেশে ভোক্তা পর্যায়ে প্রতি মাসে জ্বালানি তেলের মূল্য নির্ধারণ করা হয়। নভেম্বর মাসের জন্য তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি তেল সরবরাহ নিশ্চিত করতে ডিজেলের বিক্রয় মূল্য প্রতি লিটারে ৫০ পয়সা কমিয়ে ১০৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। কেরোসিনের মূল্যও লিটারে ৫০ পয়সা কমিয়ে ১০৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে অকটেন (লিটার ১২৫ টাকা) ও পেট্রলের (লিটার ১২১ টাকা) অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১ নভেম্বর থেকে নতুন মূল্য কার্যকর হবে।

সংস্কার প্রস্তাবের আগেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিক দলগুলোও এ আইনের সমালোচনা করেছিল। এই আইন পাসের আগে একজন স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যসহ বিএনপি, জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি, জাসদ ও গণফোরামের ১২ জন সংসদ সদস্য ৭৬টি সংশোধনী প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ২২টি সংশোধনী গ্রহণ করা হয়েছিল, যার সবই ছিল মূলত শব্দগত পরিবর্তন। পদ্ধতিগত পরিবর্তনের কোনো প্রস্তাব আমলে নেওয়া হয়নি।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনও আইনটি বদলানোর পক্ষে। ইতিমধ্যে তারা নির্বাচন কমিশনার নিয়োগ আইনের একটি নতুন খসড়াও তৈরি করেছে। সেটি সরকারের কাছে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। তবে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করায় এখন সংস্কার কমিশনের এ কাজটি অর্থহীন হতে পারে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের একটি সূত্র বলেছে, নির্বাচন কমিশন গঠনে অনুসন্ধান কমিটি করার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে কমিশনের সঙ্গে কোনো যোগাযোগ করা হয়নি। এ বিষয়ে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কোনো মতও নেওয়া হয়নি। নতুন ইসি গঠন নিয়ে সরকারের চিন্তা কী, সেটিও তাদের কাছে পরিষ্কার নয়।

কমিশনের কেউ কেউ মনে করছেন, যেভাবে অনুসন্ধান কমিটি গঠন করা হয়েছে, সেটি সঠিক হয়নি। এটি করার ফলে সংস্কার কমিশনের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। এতে সংস্কারপ্রক্রিয়া হোঁচট খেতে পারে।

অবশ্য নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশনের প্রধান বদিউল আলম মজুমদার *প্রথম আলোকে* বলেছেন, এখন নির্বাচন কমিশন নেই। কমিশন গঠনের জন্য সরকার অনুসন্ধান কমিটি করতে পারে। যাঁদের নিয়ে অনুসন্ধান কমিটি করা হয়েছে, তাঁরা সবাই সম্মানিত ব্যক্তি। সঠিক ব্যক্তিরা দায়িত্ব পেলে দুর্বল আইন দিয়েও নির্বাচন কমিশনে যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়া সম্ভব।

নতুন ইসি গঠনে যোগ্য ব্যক্তি বাছাইয়ের জন্য আপিল বিভাগের বিচারপতি জুবায়ের রহমান চৌধুরীকে সভাপতি করে ছয় সদস্যের অনুসন্ধান (সার্চ) কমিটি গঠন করে গতকাল বৃহস্পতিবার প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

অনুসন্ধান কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতি এ কে এম আসাদুজ্জামান, বাংলাদেশের মহাহিসাব নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক মো. নূরুল ইসলাম, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) চেয়ারম্যান মোবাশ্বের মোনেম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের সাবেক অধ্যাপক চৌধুরী রফিকুল আবরার (সি আর আবরার) এবং পিএসসির সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক জিন্নাতুন নেছা তাহমিদা বেগম।

আইন অনুযায়ী, এই কমিটি নতুন প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার নিয়োগের জন্য প্রতি পদের বিপরীতে দুজন করে ব্যক্তির নাম সুপারিশ করবে। চূড়ান্ত নিয়োগ দেবেন রাষ্ট্রপতি।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি এম এ মতিন বলেন, সংস্কার কমিশন যেহেতু প্রস্তাব তৈরির জন্য কাজ করছে, তাই অনুসন্ধান কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে তাদের জন্য অপেক্ষা করলে ভালো হতো। কিন্তু নির্বাচন করার জন্য সরকারের ওপর একধরনের চাপ আছে। সে কারণেই হয়তো সরকার আগের আইনেই অনুসন্ধান কমিটি করে নির্বাচন কমিশন গঠনের দিকে এগোচ্ছে।

শোক

বেগম জেবুন নেছা

লেখক ও দৈনিক *সংগ্রাম*-এর সম্পাদক আবুল আসাদের স্ত্রী বেগম জেবুন নেছা (৭২) গত বুধবার রাতে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। তিনি স্বামী, দুই ছেলে ও দুই মেয়ে রেখে গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা দেড়টায় মিরপুর কালশী সাংবাদিক কলোনিতে তাঁর প্রথম জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে রাতে রাজশাহীর বাগমারার নরসিংহপুর গ্রামে তাঁকে দাফনের কথা। মিরপুরে জেবুন নেছার জানাজায় ইমামতি করেন জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমান। **বিজ্ঞপ্তি**

অসিত বরণ দাশ

নড়াইলের বড়দিয়া বহুমুখী উচ্চবিদ্যালয়ের সাবেক প্রধান শিক্ষক অসিত বরণ দাশ (৮০) গতকাল বৃহস্পতিবার পরলোকগমন করেছেন। তিনি এক মেয়ে ও দুই ছেলে রেখে গেছেন। আজ শুক্রবার তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। অসিত বরণ দাশ সিপিবির প্রেসিডিয়াম সদস্য অনিরুদ্ধ দাশের বাবা। **বিজ্ঞপ্তি**

ফুল আর ভালোবাসায় চ্যাম্পিয়ন-বরণ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কিন্তু শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ভিআইপি টার্মিনাল থেকে সাবিনা, ঋতুপর্ণা চাকমা, মাসুরা পারভীন, মনিকা চাকমা, রুপনা চাকমা, শামসুন্নাহার, তহুরাদের নিয়ে ছাদখোলা বাস এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ধরে মতিঝিলের বাফুফে ভবনে পৌঁছাতে সন্ধ্যা গড়িয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার নারী ফুটবলে টানা দ্বিতীয়বারের মতো শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট মাথায় পরা মেয়েদের জন্য দীর্ঘ অপেক্ষায় ক্রীড়া উপদেষ্টার যেন এতটুকু আপত্তি ছিল না।

মেয়েরা বাফুফে ভবনে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গেই ফুলেল শুভেচ্ছায় ভাসলেন। বাফুফে ভবনেও ছিল গণমাধ্যমকর্মীদের ভিড়। মেয়েরা ছাদখোলা বাস থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গেই 'জিতিল রে জিতিল, বাংলাদেশ জিতিল' স্লোগানে তাঁদের স্বাগত জানান দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। গণমাধ্যমের ক্যামেরা, সমর্থকদের ভিড় এড়িয়ে মেয়েদের নিয়ে যাওয়া হলো ওপরে। সেখানেই তাঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন ক্রীড়া উপদেষ্টা। মেয়েরা যখন ভবনের ভেতর ঢুকছেন, তখন ক্লান্তিতে একেকজন যেন নুয়ে পড়ছিলেন। কিন্তু ঠোঁটের কোনায় থাকা গর্বের হাসিটা মিলিয়ে যায়নি।

ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সংবাদ সম্মেলনে মেয়েদের জন্য এক কোটি টাকা অর্থ পুরস্কারের ঘোষণা দিলেন। বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডও মেয়েদের ২০ লাখ টাকা পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছে।

আসিফ মাহমুদ দলের খেলোয়াড়ি সামর্থ্যের প্রশংসাটা করতে ভুললেন না। বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন বুধবার সন্ধ্যায় কাঠমান্ডুর দশরথ স্টেডিয়ামে যেভাবে স্বাগতিক সমর্থকদের স্রোতের বিপরীতে মেয়েরা দাপুটে ফুটবল খেললেন, সেটার। তিনি বলেছেন, 'নেপালের সমর্থকদের বিপুল সমর্থনের বিপরীতেও দারুণ আত্মবিশ্বাস দেখিয়ে জয় ছিনিয়ে আনলেন নারী ফুটবল দলের মেয়েরা, সেটির উল্লেখ করতেই হয়। এই জয়ের জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।'

আগামীকাল শনিবার প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস তাঁর রাষ্ট্রীয় বাসভবন যমুনায় সাফজয়ী নারী ফুটবল দলের জন্য যে সংবর্ধনার আয়োজন করেছেন, সেটিও জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা। আসিফ মাহমুদ বললেন, 'আমাদের মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলাদেশ নারী ফুটবল দলের সঙ্গে দেখা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। আগামী শনিবার বেলা ১১টায় তিনি তাঁর বাসভবনে নারী ফুটবল দলকে দাওয়াত করেছেন। মেয়েরা সেদিন স্যারের সঙ্গে দেখা করবেন।'

এর আগে, বিমানবন্দরে সংবাদ সম্মেলনে বিপুল কোলাহলের মধ্যে বাংলাদেশ দলের প্রধান কোচ বাটলার আর অধিনায়ক সাবিনাকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে ব্যবহার করতে হয়েছে মেগাফোন। সেখানে বাটলার বাংলাদেশের মানুষকেই এই সাফল্যের ভাগীদার করেছেন, 'এই শিরোপা বাংলাদেশের মানুষেরই।' বাটলারের মতে, কাঠমান্ডুর সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে যে ফুটবল বাংলাদেশের মেয়েরা খেলেছেন, তৃপ্তির জায়গা সেটিই, 'বাংলাদেশ এই টুর্নামেন্টে শিরোপা জিতেছে। তবে শিরোপা জেতাটা বড় কথা নয়। যে ধরনের ফুটবল মেয়েরা খেলেছে, সেটাই আনন্দের জায়গা।'

ফাইনালে দুর্দান্ত খেলা আর অবিস্মরণীয় জয়সূচক গোল যাঁর, সেই ঋতুপর্ণা চাকমাও নিজের লাজুক খোলস ঝেড়ে সবার আশীর্বাদ চাইলেন, 'আমরা এই শিরোপা জিততে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা দেশের মানুষের কাছে আশীর্বাদ চাই, যেন এমন সাফল্য আরও উপহার দিতে পারি।'

সংবাদ সম্মেলন শেষে ভিআইপি টার্মিনালের বাইরে পার্ক করে রাখা ছাদখোলা বাসে ওঠার সময় মাসুরা পারভীন আর রুপনা চাকমা দুজনই হাতে তুলে নিলেন দুটি জাতীয় পতাকা। পতাকা দুটি যখন হেমন্তের পড়ন্ত বিকেলের মৃদু বাতাসে উড়ছিল, দলের বাকি খেলোয়াড়েরা বারবার তাকাচ্ছিলেন সেদিকে। এই পতাকার জন্যই তো খেলা। এই পতাকাকে বুকে ধারণ করেই জাতীয় সংগীতের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে মাঠে নামা। দেশের জার্সিটা যখন মেয়েরা পরেন, তখন নিমেষেই অনেক কষ্ট, অনেক অপ্রাপ্তি ভুলে যান। দেশের মানুষকে আনন্দে ভাসানোর চোয়ালবদ্ধ প্রতিজ্ঞাটা বুকে ধারণ করেই তো টানা দুবারের সাফ শ্রেষ্ঠত্ব।

ছাদখোলা বাসটা বাফুফে ভবনের দিকে যখন এগিয়ে যাচ্ছিল, রাস্তার দুই পাশে মানুষের ভিড়। মেয়েদের বয়ে আনা বিজয়ের উল্লাস করছিলেন তাঁরা। বাফুফে ভবনে পৌঁছেও তো একই দৃশ্য দেখলেন বাংলাদেশের মেয়েরা। খেলাপ্রেমী বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের এই আনন্দ সাবিনাদের চোখেমুখেও এনে দিয়েছে তৃপ্তি আর প্রশান্তি। এই মানুষগুলোর জন্যই যে তাঁদের এত ত্যাগ, এত পরিশ্রম!

মূল্যবৃদ্ধির জন্য ‘যত দোষ কি সিন্ডিকেট ঘোষের’

নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য

কিছু হলেই সিন্ডিকেট, কেন এই প্রবণতা? তার কারণ হলো, এটা খুবই সহজবোধ্য ও আপাতদৃষ্টে বেশ যুক্তিযুক্ত একটা ব্যাখ্যা জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর। কিন্তু আসলেই কি সব ক্ষেত্রে সিন্ডিকেট দায়ী, তা নিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন **রুশাদ ফরিদী**

খুব সম্ভবত ২০০৯ সালের জুনের কোনো এক দিনের ঘটনা। একটা ফোন এল। ফোনে অন্য প্রান্তে একজন নারীর কণ্ঠ। তিনি বলছেন, সম্প্রতি একটি পত্রিকার কলামে আমার লেখা দেখে ফোন করেছেন।

আমি একটু অবাকই হলাম। আমি খুব বেশি নিয়মিত লিখি না। আর লিখলেও আমার লেখা কারও ভালো লাগলে পরিচিত না হলে সাধারণত ফোন করার কথা নয়। অপরিচিত ব্যক্তিরা সাধারণত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অথবা বড়জোর ই-মেইলে প্রতিক্রিয়া জানান।

তিনি জানান, তিনি পত্রিকায় যোগাযোগ করে আমার ফোন নম্বর নিয়েছেন। যা-ই হোক, কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর বুঝতে পারলাম, *প্রথম আলোতে* প্রকাশিত কলাম, যার শিরোনাম ছিল ‘ব্যবসা করা মহাপাপ’ লেখাটির কথা বলছেন। লেখাটি ছিল পবিত্র রমজান বা ঈদের আগে চিনির মূল্যবৃদ্ধি পরিস্থিতি নিয়ে।

চিনির দাম তখন বেড়ে যাওয়ায় আওয়ামী লীগ সরকার যথারীতি ফ্যাসিস্ট কায়দায় ব্যবসায়ীদের ধরে জেলে পাঠানো শুরু করে। ওই নারীর স্বামী এ রকম একজন চিনি ব্যবসায়ী ছিলেন এবং গ্রেপ্তার এড়াতে আত্মগোপনে ছিলেন।

তিনি স্বামী আর পরিবারের হয়ে আমার কাছে কৃতজ্ঞতা জানাতে চান। কারণ, সব আত্মীয়স্বজনের কাছে তাঁরা দাগি আসামির মতো নিজেদের মনে করছিলেন। এ সময় আমার লেখা দেখে তাঁরা বড়ই কৃতজ্ঞতা বোধ করেছেন। বিশেষ করে তাঁর স্বামী, ওই চিনি ব্যবসায়ী এই কৃতজ্ঞতা পৌঁছে দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেছেন।

আমার সেই লেখার মূল বক্তব্য ছিল, ব্যবসায়ীরা যদি চাইলেই দাম বাড়াতে পারতেন, তাহলে তো তাঁরা নিশ্চয়ই রোজার জন্য অপেক্ষা করতেন না দাম বাড়ানোর জন্য। কারণ, ওটা একটা স্পর্শকাতর সময়। মিডিয়া ও সরকার এ সময় দামের ওপর কড়া নজর রাখে। তাহলে দাম বাড়ানো যদি তাঁদের নিয়ন্ত্রণে থাকে, তাহলে বোকার মতো ওই সময় কেন দাম বাড়াবেন?

ওই সময় দাম বাড়ার আসল কারণ ভোক্তারা চাহিদা বাড়িয়ে দেন, কিন্তু তখন জোগান অপরিবর্তিত থাকে। আর বাজারের অমোঘ নিয়মে তখন দাম বাড়ে। তখন দাম কমানোর একমাত্র উপায় সরবরাহ বাড়ানো। সরকার সেদিকে না গিয়ে ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তার অভিযান চালু করে। তাই ব্যবসা করাটাই ‘পাপ’ বলে মনে হচ্ছে।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, এ ধারণা গত ১৫ বছরে বদলায়নি। সেই একই চর্বিত চর্বণ, যেকোনো পণ্যের মূল্যবৃদ্ধি ঘটলেই ‘সিন্ডিকেট, সিন্ডিকেট’ বলে সবাই ফেনা তুলে ফেলেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সাংবাদিক, মিডিয়া, অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা—সবাই শুধু সিন্ডিকেট নিয়ে পড়ে আছেন। সাম্প্রতিক দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ হিসেবে দুষছেন সিন্ডিকেটকে।

কিছু হলেই সিন্ডিকেট, কেন এই প্রবণতা? তার কারণ হলো, এটা খুবই সহজবোধ্য ও আপাতদৃষ্টে বেশ যুক্তিযুক্ত একটা ব্যাখ্যা জিনিসপত্রের দাম বাড়ানোর। কারণ, আমি যখন বাজারে যাই আর যেকোনো নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনি, তখন তো বিক্রেতার কাছ থেকেই কিনি। আর সে এক সপ্তাহ আগে যে দামে বিক্রি করতেন, তা আজ ২০ টাকা বেশি দিয়ে বিক্রি করেন।

তাহলে তো নিশ্চয়ই এই বোটা দায়ী। শুধু তিনি নন, দেখা যাচ্ছে বাজারে সবাই বেশি দামে বিক্রি করছেন। তাহলে নিশ্চয়ই তাঁরা এক হয়ে পরিকল্পনা করে করছেন। এই তো সিন্ডিকেট!

আপাতদৃষ্টে পানির মতো পরিষ্কার ‘ষড়যন্ত্রতত্ত্ব’ আসলে বেশির ভাগ সময় পুরোটাই ভুল। বিশেষ করে সেসব নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের ক্ষেত্রে, যেগুলোর অনেক বিক্রেতা আর ক্রেতা আছেন এবং যেসব পণ্য মোটামুটি একই রকম।

তার মানে হলো, এক দোকানের পেঁয়াজ আরেক দোকানের থেকে আলাদা কিছু নয়। হলে তখন দামের পার্থক্য হতো। কিন্তু পেঁয়াজ, আলু, চাল, ডাল বা তেল—এ ধরনের পণ্যের মধ্যে যেহেতু এক দোকান থেকে আরেক দোকানে খুব একটা পার্থক্য নেই, তাই এসবের দামও মোটামুটি একই থাকে। এ ধরনের বাজারকে বলা হয় প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক বাজারে হাজার হাজার বিক্রেতার মধ্যে আসলে কোনো পরিকল্পনা বা যোগসাজশ করা সম্ভব নয়। যেটা পরিকল্পনা বা ষড়যন্ত্র করে দাম বাড়ানো বলে মনে হচ্ছে, সেটা আসলে বাজারের ‘অদৃশ্য হাত’, যেটা বিক্রেতা আর ক্রেতা দুই পক্ষই মিলে নিয়ন্ত্রণ করে।

বেশির ভাগ সময় দাম যখন বাড়ে, তখন খেয়াল করলে দেখা যাবে, দু-দুটি জিনিসের একটা অথবা দুটিই ঘটছে। হয় সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে, নয়তো চাহিদা বেড়েছে। রোজা বা ঈদের সময় যেমন কিছু পণ্যের চাহিদা অবশ্যম্ভাবীভাবে বেড়ে

- বেশির ভাগ সময় দাম যখন বাড়ে, তখন খেয়াল করলে দেখা যাবে, দু-দুটি জিনিসের একটা অথবা দুটিই ঘটছে। হয় সরবরাহে ব্যাঘাত ঘটেছে, নয়তো চাহিদা বেড়েছে।
- সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি ধারণা হলো যে উৎপাদককে ঠকিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিরা অসাধু উপায়ে বেশি মুনাফা করেন আর সে কারণে বাজারে যেকোনো পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়।

যায়, যেমন চিনি, পেঁয়াজ, তেল ইত্যাদি। তখন একটা পণ্যের ‘সরবরাহ শৃঙ্খল’ বা সাপ্লাই চেইনের প্রতিটি স্তরে প্রভাব পড়ে। একই ঘটনা ঘটে যখন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাজারে কোনো পণ্যের সরবরাহ কমে যায়।

সাম্প্রতিক কালের সবজির মূল্যবৃদ্ধির উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করা যেতে পারে। ধরা যাক, নরসিংদীর কোনো এক আড়তে সবজি বিক্রি হচ্ছে। সেখানে ঢাকায় আনার জন্য বেশ কয়েকটি ট্রাক দাঁড়িয়ে আছে। সেখানে যেটা ঘটে তা হলো, এই আড়ত থেকে ঢাকার কারওয়ান বাজারে সবজি নিয়ে আসতে ফড়িয়ারা একটা অলিখিত নিলামে অংশ নেন। সেই প্রক্রিয়াটি আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করতে পারি।

আমরা জানি, এ বছর দুই থেকে তিন দফা বন্যা হয়েছে। সেই সঙ্গে অস্বাভাবিক প্রবল বৃষ্টি একেবারে অসময়ে। এ কারণে সবজির চাষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তাই বাজারে সবজি কম এসেছে। যেহেতু বাজারে সরবরাহ কম, তাই সেই অলিখিত নিলামে যে বেশি দাম হাঁকছেন, সেই ফড়িয়া ঝটপট সবজি তুলছেন ট্রাকে।

সেই সবজি যখন কারওয়ান বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তখন সব খুচরা বিক্রেতা ওই ফড়িয়ার কাছ থেকে বেশি দামে কিনছেন। কারণ, ওই ফড়িয়া নিজেও বেশি দামে কিনেছেন। তখন স্বাভাবিকভাবেই সব খুচরা বিক্রেতা বেশি দামে বিক্রি করবেন। আর তখন মনে হবে সেসব বিক্রেতা নিশ্চয়ই ষড়যন্ত্র করে বেশি দামে বিক্রি করছেন। এই তো সিন্ডিকেট!

একই ঘটনা ঘটেছে এ সময়ে আলোচিত আরেকটি পণ্য ডিমের বাজারে। এই বছর প্রচণ্ড গরমে, বিশেষ করে মে মাস থেকে শুরু করে সেই গরম আর আর্দ্রতা চলে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত। প্রচণ্ড গরমে মুরগির ওজন অনেক কম হয়। অনেক মুরগি মারা যায়। সব মিলিয়ে মুরগির ডিম উৎপাদনক্ষমতা অনেক কমে যায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে বাজারে ডিমের সরবরাহ কমে যায়।

এরপর মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা হয়ে আসে একাধিক বন্যা। এতে পোলট্রি খামারিরা আরও প্রতিকূলতার সম্মুখীন হন। ফলে সবজির বাজারের মতো ওই বাজারেও সংকট তৈরি হয়। বাজারের স্বাভাবিক নিয়মে ডিমের দাম বেড়ে যায়। এখানেও আসলে সিন্ডিকেট বলে কিছু নেই। সিন্ডিকেট করা সম্ভব নয়। কারণ, ডিমের বাজারও অন্যান্য নিত্যপণ্যের বাজারের মতো তীব্র প্রতিযোগিতামূলক বাজার।

সিন্ডিকেটের সঙ্গে সম্পর্কিত আরেকটি ধারণা হলো যে উৎপাদককে ঠকিয়ে মধ্যস্বত্বভোগী ব্যক্তিরা অসাধু উপায়ে বেশি মুনাফা করেন এবং সে কারণে বাজারে যেকোনো পণ্যের দাম অনেক বেড়ে যায়। এটা ঠিক যে কিছু পণ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদক বা অন্য যেকোনো এজেন্ট, যারা একটা পণ্যের সরবরাহের যেকোনো একটা স্তরে (সাপ্লাই চেইনে) আছে, তারা সবাই এই মূল্যবৃদ্ধির সুবিধা সমানভাবে পায়নি।

এই সুবিধা পাওয়া না-পাওয়া অনেকটা নির্ভর করে সেই এজেন্টের পণ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা (স্টোরেজ ক্যাপাসিটি) কতটুকু আছে। তাই বাজারে দাম বাড়ছে, এই খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যার কাছে যে পণ্য আছে, সেটার বিক্রি কমিয়ে দেবেন, বিক্রেতা এই আশায় যে দাম আরও বাড়বে। এটা বাজারের খুবই স্বাভাবিক একটি প্রবণতা। যদিও অনেকে একে মজুতদারি বলে বিরাট একটি অপরাধের তকমা দেন। কিন্তু একজন বিক্রেতার কি পূর্ণ অধিকার আছে যে তাঁর যখন সুবিধা, তখন তিনি পণ্য বিক্রি করবেন?

কারণ, যখন বাজারে মূল্যহ্রাস ঘটতে থাকে, তখন বিক্রেতার ক্ষতি হলেও তিনি বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। তখন তো বাজারে হইচই ওঠে না যে এই বিক্রেতা কেন ক্ষতি করে তাঁর পণ্য বিক্রি করছেন। সে কোন সময়ে কতটুকু বিক্রি করবেন আর কতটুকু সংরক্ষণ করবেন, সেটি সম্পূর্ণ তাঁর কৌশলগত ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত।

আর এটাও মাথায় রাখতে হবে, যেসব সাপ্লাই চেইন এজেন্ট পণ্য সংরক্ষণ করতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই তার মুনাফা নির্ধারণ করার ক্ষমতা বেশি থাকে। কারণ, এই সংরক্ষণ বা স্টোরেজ ক্যাপাসিটি তৈরি করার জন্য তার ব্যয় করতে হয়েছে। সে জন্য তার লাভ স্বাভাবিকভাবেই বেশি থাকবে। কিন্তু মিডিয়াতে দুম করে চলে আসবে, সিন্ডিকেট করে উৎপাদকের চেয়ে বেশি লাভ করছেন আড়তদার।

তবে কিছু পণ্য যেগুলো মূলত আমদানিনির্ভর, যেমন পেঁয়াজ, তেল—সেখানে আমদানি পর্যায়ে সিন্ডিকেট তৈরি হতে পারে, এটা অস্বীকার করার জো নেই। কারণ, আমদানি একটি ব্যয়বহুল প্রক্রিয়া এবং এখানে ব্যবসার পরিধি খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, আপনি চাইলেই ১০ কেজি পেঁয়াজ আমদানি করতে পারবেন না। আমদানি করতে গেলে অন্তত হাজার মেট্রিক টনে যেতে হবে। সে রকম ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান স্বাভাবিকভাবেই কম এবং তখন সেটা প্রতিযোগিতামূলক বাজার আর না-ও থাকতে পারে। কিন্তু এ রকম বাজারেও সিন্ডিকেট আছে কি না, সেটাও উপযুক্ত গবেষণার মাধ্যমে প্রমাণসাপেক্ষ।

এ তো গেল বড় ব্যবসায়ীদের বিষয়। এদিকে যাঁরা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, ক্ষুদ্র চাষি বা কৃষক, তাঁরা পচনশীল দ্রব্য যেমন শাকসবজি, মাছ এসব সরবরাহ বেড়ে গেলে ক্ষতিতে বাজারে বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। কারণ, কম দামে বিক্রি এড়ানোর জন্য সেগুলো সংরক্ষণের কোনো উপায় তাঁদের নেই।

তাই আমরা যদি মনে করি, দরিদ্র কৃষকের ন্যায্যমূল্য পাওয়া উচিত, তাহলে একজন আড়তদার কেন বেশি মুনাফা করছেন, তাই নিয়ে হায় হায় করলে কাজের কাজ কিছুই হবে না। বরং এর চেয়ে বেশি দরকার, কী করে দরিদ্র কৃষকের পণ্য সংরক্ষণের ক্ষমতা বাড়ানো যেতে পারে। এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। প্রান্তিক পর্যায়ে কোল্ডস্টোরেজ তৈরি করে বিনা মূল্যে বা স্বল্প মূল্যে তা কৃষকদের ব্যবহার করতে দিতে হবে। এসব পদক্ষেপ অনেক বেশি কার্যকর হবে ‘সিন্ডিকেট’, ‘সিন্ডিকেট’ বলে মুখে ফেনা তুলে ফেলার বদলে।

পরিশেষে এটাই বলব, মূল্যবৃদ্ধিতে এসব হরেদরে সিন্ডিকেটের ধুয়া তোলা বন্ধ করতে হবে। তবে কোনো কোনো পণ্যে যে সিন্ডিকেট নেই, সেই দাবি আমি মোটেও করছি না, থাকতেই পারে। কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো নির্ভরযোগ্য গবেষণা চোখে পড়েনি যেটি প্রমাণ করতে পেরেছে যে ‘অমুক’ পণ্যের বাজারে সিন্ডিকেট আছে। যা আছে সবই জনতুষ্টিকর সরল সংবাদ পরিবেশনা, যেটা এই ক্ষতিকর বয়ান তৈরি করছে যে জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি মানেই পেছনে, সিন্ডিকেট। এর ফলে সবচেয়ে ক্ষতি যেটা হচ্ছে যে আসলেই যদি কোনো পণ্যে সিন্ডিকেটের প্রভাব থাকে, তাহলে সেটি আড়াল হয়ে যাচ্ছে।

আপনি যখন সবাইকে ঠক তকমা দিয়ে গাঁ উজাড় করে দিচ্ছেন, তখন আসল ঠক কিন্তু আড়ালে পড়ে যাচ্ছে আর মিটিমিটি হাসছে।

● **ড. রুশাদ ফরিদী**, সহকারী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ডেঙ্গু হলে কেন সচেতন থাকবেন

ভালো থাকুন

অধ্যাপক ডা. এ কে এম মূসা, *মেডিসিন বিশেষজ্ঞ*

ডেঙ্গু একটি মশাবাহিত রোগ ও বর্তমানে এক আতঙ্কের নাম। স্ত্রী এডিস মশার কামড়ে এ রোগ হয়। এ বছর বর্ষা পেরিয়ে যাওয়ার পরও ডেঙ্গু হচ্ছে।

লক্ষণ

জ্বর ১০১-১০৪ ডিগ্রি, শরীরব্যথা, তীব্র মাথাব্যথা, চোখব্যথা, চোখ লাল হয়ে যাওয়া, ক্ষুধামান্দ্য, বমি বমি ভাব, বমি করা, গলাব্যথা, কাশি ইত্যাদি। শরীরে র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। তীব্র ডেঙ্গু রোগের লক্ষণ হলো প্রচণ্ড পেটব্যথা, ক্রমাগত বমি, অনিয়ন্ত্রিত পাতলা পায়খানা, রক্তক্ষরণ, দ্রুত শ্বাসপ্রশ্বাস নেওয়া, নিস্তেজ হওয়া, বিরক্তি ও অস্থিরতা।

কেন সচেতনতা দরকার

আর দশটা ভাইরাস জ্বরের মতো ডেঙ্গু জ্বরও নিজে থেকে সাত দিনের মধ্যে সেরে যায়। কিন্তু ডেঙ্গুর সংকটকাল শুরু হয় জ্বর ছাড়ার পর ২৮-৪৮ ঘণ্টা। এ সময় হঠাৎ রক্তচাপ কমে যাওয়া ও অন্যান্য জটিলতা দেখা দিতে পারে। জটিলতাগুলো হলো শরীরের বিভিন্ন স্থান থেকে ব্লিডিং (ডেঙ্গু-হেমোরেজ), প্লাজমা লিকেজ বা রক্তনালি থেকে জলীয় অংশ বের হয়ে রক্তচাপ কমে যাওয়া (ডেঙ্গু শক সিনড্রোম)। এসব ক্ষেত্রে উপযুক্ত চিকিৎসা না দিলে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে।

কী পরীক্ষা

জ্বরের এক দিন পরই CBC ও NS 1 Ag Antigen Test করাতে হবে। জ্বরের চার-পাঁচ দিন পার হলে CBC ও Anti Dengue Antibody আইজিজি ও আইজিএম পরীক্ষা করাতে হবে। রোগীর জটিলতা হলে অন্যান্য পরীক্ষার দরকার হবে।

শনাক্ত হলে করণীয়

বাসায় বিশ্রাম নেবেন। জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল খাবেন। গা মোছাবেন। তরল খাবার যেমন স্যালাইন, ডাব, স্যুপ, ফলের জুস, দুধ খাবেন দুই থেকে আড়াই লিটার। অন্য খাবারও খাবেন। দিনে কয়েকবার রক্তচাপ মাপবেন। পালস প্রেশার দেখুন; কেননা পালসের ওপর ও নিচের প্রেশারের পার্থক্য ২০ মিমির কম হলে ঝুঁকি বাড়ে। প্রস্রাবের পরিমাণ লক্ষ করুন। সম্ভব হলে প্রতিদিন CBC Test করুন।

কখন হাসপাতালে ভর্তি

প্রচণ্ড পেটব্যথা, ঘন ঘন বমি হলে, পেটে বা বুকে পানি জমলে, ব্লিডিং, সিবিসিতে হেমাটোক্রিট বেড়ে গেলে, প্লাটিলেটের পরিমাণ ৫০ হাজারের নিচে নামলে ও প্রস্রাব কমে গেলে।

কখন নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে

- ডেঙ্গু শক সিনড্রোম।
- প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট।
- লিভার, ব্রেইন, হার্ট, কিডনির জটিলতা।
- প্রচণ্ড ব্লিডিং।

কী করা যাবে না

- অযথা আতঙ্কিত হবেন না।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী চিকিৎসা নেবেন।
- কখনো ব্যথানাশক ওষুধ খাবেন না।
- অত্যধিক তরল খাবেন না।
- স্টেরয়েডজাতীয় ওষুধ খাবেন না।
- প্লাটিলেট নিয়ে আতঙ্কিত হবেন না। প্লাটিলেটের পরিমাণ ১০ হাজার হলেও যদি হেমাটোক্রিট ঠিক থাকে, রক্তক্ষরণ না হয়, তবে অপেক্ষা করুন। কারণ, প্লাটিলেটের সংখ্যা এক-দুই দিনের মধ্যে বাড়তে শুরু করে।

অন্তঃসত্ত্বা, শিশু-কিশোর, ডায়াবেটিসে আক্রান্ত রোগী ও অন্যান্য ক্রনিক রোগ থাকলে বেশি সচেতন থাকতে হবে।

» **আগামীকাল পড়ুন** : শর্ষের তেল কতটা উপযুক্ত

সবচেয়ে বেশি উচ্চতার কিশোর

বিচিত্র

এপি

বাড়ি থেকে ক্লাসে, এরপর ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসের ভেতর বাস্কেটবল খেলতে যাওয়া, সেখান থেকে বাড়িতে ফেরা, পুরো সময় পথে পথে অনেক মানুষের আবদার মেটাতে তাঁদের সঙ্গে ছবি তুলতে হয়, কথা বলতে হয় অলিভিয়ার রিউস্ককে।

কোনো কোনো দিন ছবি তোলার সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়ে যায়। কিন্তু ছবি তুলতে গিয়ে আবদারকারীর সঙ্গে একই ফ্রেমে জায়গা নিতে রিউস্ককে খানিকটা কসরত করতে হয়। তাঁর উচ্চতা যে ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি! সদ্য ১৮ বছর বয়সে পা দিয়েছেন রিউস্ক। পড়েন ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তিনি প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী।

রিউস্ক ২০২১ সালে বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা কিশোর হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখান। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর, উচ্চতা ছিল ৭ ফুট ৫ দশমিক ৩৩ ইঞ্চি।

বন্ধুদের কাছে ‘অলি’ নামে পরিচিত রিউস্ক এখন সবচেয়ে লম্বা কিশোর হওয়ার পাশাপাশি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে খেলা বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা বাস্কেটবল খেলোয়াড়।

রিউস্কের জন্ম ও বেড়ে ওঠা কানাডার কুইবেকের টেরেবোনে। অল্প বয়সেই বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি অন্যদের থেকে আলাদা। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া শুরু করার পর রিউস্ক দেখতে পান, তাঁর বেশির ভাগ শিক্ষকের উচ্চতা তাঁর চেয়ে কম। মাত্র আট বছর বয়সে রিউস্কের উচ্চতা ৬ ফুট ছাড়িয়ে যায়। সপ্তম শ্রেণিতে ওঠার আগেই তাঁর উচ্চতা পৌঁছে যায় ৭ ফুটে।

যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডায় সহখেলোয়াড়দের সঙ্গে এনসিএএ কলেজ বাস্কেটবল খেলোয়াড় অলিভিয়ার রিউস্ক (মাঝে)। ছবি : এপি

রিউস্কের মায়ের উচ্চতা ৬ ফুট ২ ইঞ্চি, বাবা ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং ভাই ৬ ফুট ৯ ইঞ্চি।

রিউস্ক বলেন, ‘নানির বাড়িতে একটি দেয়াল ছিল। আমি ও আমার ভাই ওই দেয়ালে নিজেদের উচ্চতা মাপতাম। একদিন মাপতে গিয়ে দেখা গেল, আমি ভাইকে ছাড়িয়ে গেছি।’

কানাডার বাড়িতে রিউস্কের জীবনযাপন আরামদায়ক রাখতে কিছু জিনিস বিশেষভাবে তৈরি করতে হয়েছিল। যেমন তাঁর বিছানা। প্রতিবার দরজা পার হতে গিয়ে তাঁকে মাথা নিচু করতে হয়। ভুল হলেই মাথা ঠুকে যায়।

রিউস্কের জুতার মাপ ২০। তিনি কখনো স্কুটার চালান না। এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি বলেন, ‘আমি নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারি না।’ শ্রেণিকক্ষের ডেস্কেও বেশ কায়দা করে বসতে হয় তাঁকে।

রিউস্ক ৫ বছর বয়স থেকে বাস্কেটবল খেলা শুরু করেন।

একটু থামুন

বাসার ভাই • লেখা : আদনান মুকিত, আঁকা : আরাফাত করিম

১৫১১

শব্দভেদ

১		২			৩		৪
				৫			
	৬		৭				
৮			৯			১০	
	১১	১২			১৩		
১৪				১৫			
১৬			১৭				
		১৮					

বাঁ থেকে ডানে

১. খুব ছটফটে স্বভাবের।
৫. ঢাকার একটি থানা।
৬. আর্দ্রতা। ৮. বর্ণা। ৯. লাভ ও ক্ষতি।
১১. আশাহীন। ১৩. চোখ।
১৪. বিদ্যাবান। ১৬. অনাত্মীয়।
১৭. দর্শন, পর্যবেক্ষণ। ১৮. বাঁধন।

ওপর থেকে নিচে

১. ৩ সংখ্যা বা সংখ্যক। ২. বিষযুক্ত।
৩. পর্যাপ্ত হওয়ার অবস্থা।
৪. দ্যুতি। ৬. প্রধান প্রবেশদ্বার।
৭. খোঁজ। ১০. ভীতিপ্রদ।
১২. সংগীতের স্বরবিস্তার। ১৪. দুরবস্থা।
১৫. বাতাস। ১৭. দৃষ্টিহীন।

গত সমস্যার সমাধান

অ	তী	ত		স		ধা	প
	ব্র		হু	ং	কা	র	
আঁ	তা	ত		বা		ক	ম
টি		হ	লা	হ	ল		ক
	ক	বি		ক		ধা	র
কাঁ		ল	ক্ষ		দ	ম	
টা	ক		ম	গ্ন		নি	চু
	চি	র	তা		বাঁ	ক	

রিপলি’স বিলিভ ইট অর নট! • জন গ্র্যাজিয়ানো

রাশিয়ার আইস স্লাইডই মূলত দুনিয়ার প্রথম রোলার কোস্টার।

চুটকি

বন্ধুরা নতুন বই কিনলেই ধার নেওয়ার জন্য সিরিয়াল দেয়।
একদিন হাবু খবর পেল, লাবুর কাছে একটা ভালো বই আছে।
যথারীতি সিরিয়াল দেওয়ার জন্য ছুটল লাবুর কাছে, ‘দোস্ত, কথা দে, তোর পড়া শেষ হলেই আমাকে দিবি।’
হাবু বলল, ‘কিন্তু বইটা তো বাবুকে দেব বলে কথা দিয়ে ফেলেছি।’ লাবু বলল, ‘কথা দিলেই কথা রাখতে হবে নাকি!’ হাবু বলল, ‘তাহলে তোকেও কথা দিলাম!’

স্বাস্থ্যবটিকা • ব্রন স্মিথ

কোমরের ব্যথা কমাতে কী করব?

গাড়ি দুর্ঘটনার মতো কোনো ট্রমায় ভুগলে দ্রুত চিকিৎসকের শরণাপন্ন হোন।

বেশি বেশি পানি খান। কশেরুকার আরামের জন্য কোমরে পানির প্রয়োজন। বসা থেকে নিয়মিত বিরতি দরকার, তাই টানা বসে না থেকে হেঁটে আসুন। আদর্শ বিছানায় ঘুমান। কোমর বাঁকা না করে সোজা হয়ে বসুন।

‘স্বাস্থ্যবটিকা’র লক্ষ্য রোগনির্ণয় গোছের কিছু নয়

কথা অমৃত

তিনিই সেলিব্রিটি, যিনি সারাটা জীবন কঠোর পরিশ্রম করেন সুপরিচিত হওয়ার জন্য এবং তারপর কালো রোদচশমা পরে ঘোরাফেরা করেন, যাতে কেউ তাঁকে চিনতে না পারে।

ফ্রেড অ্যালেন
মার্কিন কমেডিয়ান (১৮৯৪-১৯৫৬)

সুডোকু

				9				5
1		8		7	5	9		
6							7	
5				6			3	
3		6	7	5	2	1		8
	8			3				4
	3							9
		7	5	2		3		1
9				1				

সমাধানের নিয়ম : এমনভাবে শূন্য ঘরগুলো পূরণ করতে হবে, যেন প্রতিটি সারি ও প্রতিটি কলামে ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে এবং প্রতিটি ৩x৩ বাক্সেও যেন ১ থেকে ৯ সংখ্যাগুলো মাত্র একবার থাকে।

গত সমস্যার সমাধান

8	7	1	4	5	3	6	9	2
9	2	3	6	1	7	8	5	4
5	6	4	9	2	8	3	1	7
4	3	5	2	8	1	9	7	6
7	9	6	3	4	5	1	2	8
2	1	8	7	9	6	4	3	5
3	4	2	8	7	9	5	6	1
6	5	7	1	3	4	2	8	9
1	8	9	5	6	2	7	4	3

পিনাটস • চার্লস শুলজ

জীবন নিয়ে আমার অনেক প্রশ্ন এবং কোনো প্রশ্নেরই আমি উত্তর পাই না।

২০৫টি ইয়াবাসহ দুজন গ্রেপ্তার | ময়মনসিংহের মুক্তাগাছায় ২০৫টি ইয়াবাসহ গত বুধবার রাতে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ডিবি পুলিশ। নিজস্ব প্রতিবেদক, ময়মনসিংহ

সংক্ষেপে

গাজীপুর

পুকুর ও জলাশয় পুনরুদ্ধারের দাবি

গাজীপুর মহানগরের পুকুর ও জলাশয় অপদখল থেকে পুনরুদ্ধার, দূষণমুক্ত ও সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি পালিত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন গাজীপুর মহানগর শাখার উদ্যোগে গাজীপুর জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে মানববন্ধন ও অবস্থান কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে নদী বাঁচাও আন্দোলন গাজীপুর মহানগর শাখার সভাপতি আবুল কালাম আজাদ সভাপতিত্ব ও সাধারণ সম্পাদক আহসান উল্লাহর সঞ্চালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক দিপু দেবনাথ, আনোয়ার হোসেন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাহবুবুল আলম, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মেরাজুল ইসলাম ভুঁইয়া, নির্বাহী সদস্য শামীম মোহাম্মদ, মিলন হাসান, ইসমাইল হোসেন, জুয়েল শেখ, রাকিব হাসান প্রমুখ। এ ছাড়া গাজীপুরের বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংগঠনের নেতারা।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

ঢাকার ইতিহাস নিয়ে স্মারকবক্তৃতা

বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস বহু শত বছরের প্রাচীন

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে আছে প্রাচীনকালের সমৃদ্ধ অনেক কিংবদন্তি। সেসব নিয়েই মনোজ্ঞ আলোচনা করলেন ঢাকা নিয়ে দীর্ঘকালব্যাপী গবেষণায় নিবেদিত হাশেম সূফী। তিনি বলেছেন, ভারতের এলাহাবাদ শিলালিপিতে উল্লিখিত সমুদ্র গুপ্তের পূর্বাঞ্চলীয় রাজ 'ডবাক' বা 'ঢাবাকা'ই আজকের ঢাকা শহর। তিনি বলেন, বাংলার স্বাধীনতার ইতিহাস কেবল ১৯৭১ থেকে শুরু হয়নি, স্বাধীনতার ইতিহাস বহু শত বছরের প্রাচীন। তিনি ঢাকার ইতিহাস নিয়ে আরও ব্যাপক গবেষণার জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে এশিয়াটিক সোসাইটি মিলনায়তনে সোসাইটির ফয়জুন্নেছা কবীরউদ্দিন রহমানী স্মারকবক্তৃতা করেছেন ঢাকা ইতিহাস গবেষণা কেন্দ্রের প্রধান নির্বাহী হাশেম সূফী। 'ঢাকার ইতিহাস: কিংবদন্তি, প্রচলিত ধারণা ও বাস্তবতা' শীর্ষক এই দীর্ঘ গবেষণা প্রবন্ধটি সোসাইটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশ করেছে। এর চুম্বক অংশ পাওয়ার পয়েন্টে বিভিন্ন মানচিত্র, আলোকচিত্র, বহু নিদর্শন উপস্থাপনার সঙ্গে আলোচনা করেছেন প্রবন্ধকার।

হাশেম সূফী বলেন, প্রাচীন ঢাবাক জনপদটি ছিল শত শত টিলা-টেক, ইতিহাসের প্রাচীন পাণ্ডু, নড়াই ও দোলাই নদসহ অর্ধশতাধিক খাল প্রবাহিত একটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি। শহরের নামকরণ নিয়ে অনেক মতপার্থক্য থাকলেও 'ঢাবাকা' থেকেই ঢাকা নামের উৎপত্তি বলে তিনি প্রচুর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সোসাইটির সভাপতি অধ্যাপক হারুনার রশীদ খান। স্বাগত বক্তব্য দেন সম্পাদক অধ্যাপক আবদুর রহিম। আরও বক্তব্য দেন ফয়জুন্নেছা কবীরউদ্দিন রহমানী ট্রাস্টের ট্রাস্টি অধ্যাপক হাফিজা খাতুন, এশিয়াটিক সোসাইটির সাবেক সভাপতি অধ্যাপক মাহফুজা খানম।

গাজীপুরে পরমাণু কেন্দ্রের ৫৪টি গাছ কাটা হচ্ছে

গতকাল সকাল থেকে গাছ কাটা শুরুও হয়েছে। তবে এতগুলো গাছ কেটে ফেলা নিয়ে আপত্তি করছেন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই।

প্রতিনিধি, *গাজীপুর*

গাজীপুরের পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের গাছ কাটা চলছে। গতকাল সদর উপজেলার শিরিরচালায়। ছবি : প্রথম আলো

গাজীপুর সদর উপজেলার ভাওয়ালগড় ইউনিয়নের শিরিরচালা এলাকায় পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক গবেষণা কেন্দ্রের ৪১টি কাঁঠালগাছসহ ৫৪টি গাছ কাটার উদ্যোগ নিয়েছে কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে গাছকাটা শুরুও হয়েছে। তবে পরিবেশ সুরক্ষার স্বার্থে এতগুলো গাছ কেটে ফেলা নিয়ে আপত্তি করছেন পরিবেশ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের শিরিরচালা আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাঠের বিভিন্ন জায়গায় গাছগুলো রয়েছে। সম্প্রতি ৪১টি কাঁঠালগাছসহ ওই ইনস্টিটিউটের আঞ্চলিক গবেষণা মাঠে থাকা একটি শিমুল, নয়টি আম ও তিনটি তালগাছ জ্বালানি কাঠ হিসেবে বিক্রি করে দেওয়ার জন্য নিলাম বিজ্ঞপ্তি দেয় সেখানকার কর্তৃপক্ষ।

প্রকাশিত নিলাম বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, ১০টি শর্ত সাপেক্ষে তারা গাছগুলো জ্বালানি কাঠ হিসেবে নিলামে বিক্রি করতে চায়। ওই বিজ্ঞপ্তিতে সেখানে গাছগুলো থেকে সম্ভাব্য জ্বালানি কাঠের পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। গত ১৬ অক্টোবর একটি স্মারকে প্রকাশিত ওই বিজ্ঞপ্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ইনস্টিটিউটের ভান্ডার কর্মকর্তা মো. সাইফুল ইসলাম।

স্থানীয় বাসিন্দা ও পরিবেশকর্মী মো. খোরশেদ আলম বলেন, 'রাষ্ট্র যেখানে সারা দেশে বৃক্ষরোপণের তাগিদ দিচ্ছে, সেখানে প্রায় শতবর্ষী গাছ বিক্রি করা হচ্ছে। কাঁঠাল, আম, শিমুল, তালগাছসহ ঐতিহ্য ও স্মৃতিবিজড়িত মোট ৫৪টি গাছ বিক্রি করে পরিবেশ নষ্টের পাশাপাশি অক্সিজেনের ঘাটতির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সারা দেশে তালগাছ রোপণ করার জন্য বলা হলেও এখানে পুরোনো তালগাছ নিধন করা হচ্ছে। আমরা এমন অন্যায় সিদ্ধান্ত বাতিল চাই। গাছ কেটে নয়, রোপণ করে পরিবেশ সুরক্ষা করতে হবে।'

সরেজমিনে দেখা যায়, পরমাণু কেন্দ্রের ভেতরে বিশাল মাঠ। সেখানে প্রতিবছরই বিভিন্ন সবজির চাষাবাদ করা হয়। এসব জমির আলসহ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে শতাধিক গাছ। এর মধ্যে বেশির ভাগই কাঁঠালগাছ। প্রতিবছরই এসব গাছে প্রচুর কাঁঠাল ধরে। রয়েছে বড় বড় তালগাছ। গাছপালা ও ফাঁকা ফসলের মাঠ থাকায় পরিবেশটাও অনেক সুন্দর। গতকাল সকালে কয়েকজন শ্রমিক বড় আকারের একটি কাঁঠালগাছ কাটতে শুরু করেন। গাছগুলো কেটে ফেললে এতে পরিবেশের ভারসাম্য যেমন নষ্ট হবে, তেমনি খোলা জায়গাটিও স্থাপনার জন্য সৌন্দর্য হারাবে।

গাছাকাটা শুরু হলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ নিয়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। অনেকে গাছগুলো রক্ষা করতে জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে যোগাযোগও করেছেন। পরিবেশ ও বৃক্ষরোপণের নানা কর্মসূচি নিয়ে কাজ করেন গাজীপুর সরকারি মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম। জানতে চাইলে তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, পরিবেশ বিপর্যয়ের এই সময়ে গাছকে বাঁচিয়ে স্থাপনা নির্মাণ করা গেলেই ভালো হয়। এতে সবার জন্যই মঙ্গল।

বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের শিরিরচালা আঞ্চলিক কেন্দ্রের ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ফরিদ আহাম্মেদ *প্রথম আলো*কে বলেন, 'আমাদের হেড অফিস থেকে গাছগুলো বিক্রির জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল। দরপত্রপ্রক্রিয়া শেষে যাঁরা গাছগুলো কিনেছেন, তাঁরা গতকাল থেকে সেগুলো কাটতে শুরু করেছেন। এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই।'

এ ব্যাপারে গাজীপুর সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মো. এরশাদ মিয়া মুঠোফোনে *প্রথম আলো*কে বলেন, 'গাছকাটার খবরটি শুনেছি। জানতে পেরেছি, এটি পরমাণু শক্তি কমিশনের প্রকল্প। তারা যেহেতু স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, তাই এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করার নেই। আপনি তাদের চ্যানেলে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন।'

সাবেক কাউন্সিলরের বাড়িতে হামলা

জড়িতদের গ্রেপ্তারের দাবি সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশনের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাসের বাড়িতে হামলার ঘটনায় মামলা গ্রহণ করে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চ। এ ছাড়া গত চার দিনেও মামলা গ্রহণ না করায় ক্ষোভ জানিয়েছে সংগঠনট।

গত রোববার দিবাগত রাত দেড়টার দিকে ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর রিয়াদ হাসান ও সংরক্ষিত (১৩, ১৪, ১৫) ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর শারমিন হাবিব বিন্নির নেতৃত্বে নারায়ণগঞ্জের সনাতন পাল লেন এলাকায় অসিত বরণ বিশ্বাসের বাড়িতে ওই হামলা হয়। ওই দিনের হামলার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে সন্ত্রাস নির্মূল ত্বকী মঞ্চের আহ্বায়ক রফিউর রাব্বি ও সদস্যসচিব হালিম আজাদ স্বাক্ষরিত প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই দাবি জানান।

সাবেক কাউন্সিলর অসিত বরণ বিশ্বাসের বাড়িতে সশস্ত্র হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'গত রোববার মধ্যরাতে সিটি করপোরেশনের ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের সাবেক কাউন্সিলর রিয়াদ হাসান ও সংরক্ষিত সাবেক কাউন্সিলর শারমিন হাবিব বিন্নির নেতৃত্বে ২০-৩০ জন সন্ত্রাসী বাসার দরজা ভেঙে হামলা চালান। এ হামলার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ দেওয়া হলেও গত চার দিনে পুলিশ মামলা গ্রহণ করেনি। এ ঘটনায় আমরা বিস্মিত হয়েছি। আমরা দেখেছি, বিগত শেখ হাসিনার শাসনামলে গত দেড় দশক এই পুলিশ কীভাবে জনগণের বিপক্ষে গিয়ে আইনের ব্যত্যয় ঘটিয়ে চলেছে। ছাত্র-জনতার এমনই রক্তক্ষয়ী গণ-অভ্যুত্থানের পরও পুলিশের সে ভূমিকা আমাদের কোনোভাবেই কাম্য নয়। আমরা চাই, দ্রুত মামলা গ্রহণ করে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে আইনের আওতায় এনে সুবিচার নিশ্চিত করা হবে। বিচারহীনতার সংস্কৃতি আমরা পরিবর্তিত বাংলাদেশে কোনোভাবেই সহ্য করব না।'

এ বিষয়ে জানতে চাইলে নারায়ণগঞ্জ সদর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নজরুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, অভিযোগ পাওয়া গেছে। অভিযোগে ত্রুটি ছিল, বাদী সেটি সংশোধন করে দেওয়ায় মামলা গ্রহণের বিষয়টির প্রক্রিয়া চলছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত আসামিদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনৈতিক সংগঠনের কার্যক্রম স্থগিত করে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ (জাকসু) কার্যকরের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি। গতকাল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। ছবি : প্রথম আলো

দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে কর্মসূচি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে 'গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলন'-এর ব্যানারে এই কর্মসূচি পালন করেন শিক্ষার্থীরা।

প্রতিনিধি, *জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*

অন্তর্বর্তীকালীন সব ধরনের দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে অবিলম্বে ছাত্র সংসদ (জাকসু) কার্যকরের দাবিতে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা আড়াইটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন প্রশাসনিক ভবনের সামনে 'গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলন'-এর ব্যানারে এই কর্মসূচি শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এ সময় একটি সমাবেশ করেন তাঁরা। সমাবেশে গণিত বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের শিক্ষার্থী আব্দুল হাই সঞ্চালনা করেন।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের শিক্ষার্থী জিয়া উদ্দিন আয়ান তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'এই উপাচার্যকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা এই চেয়ারে বসিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষার্থীদের দাবি তিনি এখনো মেনে নেননি। সাধারণ শিক্ষার্থীদের কথা না শুনে অংশীজনদের কথা বলছেন। ছাত্ররাজনীতি বন্ধের ব্যাপারে নানা টালবাহানা করে প্রশাসন গড়িমসি করছে। আপনাকে (উপাচার্য) আমরা হুঁশিয়ারি দিয়ে বলতে চাই, দ্রুত ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে জাকসু কার্যকর করুন। না হলে শিক্ষার্থীরা আপনাকে যেভাবে চেয়ারে বসিয়েছেন, ঠিক তেমনি আবার নামাতেও পারবে।'

গণ-অভ্যুত্থান রক্ষা আন্দোলনের আহ্বায়ক আব্দুর রশিদ বলেন, 'ছাত্র-জনতার আন্দোলনের যে ৯ দফা ছিল, তার মধ্যে ৭ নম্বর দফাটি ছিল সব ধরনের দলীয় লেজুড়বৃত্তিক রাজনীতি বন্ধ করতে হবে। আমরা এ বিষয়ে ক্যাম্পাসে নানা ধরনের কর্মসূচি দিয়েছি। সব ধরনের দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি বন্ধের জন্য ৫ হাজার শিক্ষার্থীর স্বাক্ষরসহ আমরা স্মারকলিপি দিয়েছি প্রশাসনকে। কিন্তু প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ দেখাচ্ছে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করছি। অতি দ্রুত দলীয় লেজুড়বৃত্তিক ছাত্ররাজনীতি নিষিদ্ধ করে জাকসু নির্বাচনের সব কার্যক্রম শুরু করতে হবে। না হলে আমরা কঠোর আন্দোলনে যেতে বাধ্য হব।'

প্রেসক্লাবে হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ

প্রতিনিধি, *নারায়ণগঞ্জ*

নারায়ণগঞ্জ প্রেসক্লাবে হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে হামলাকারীদের গ্রেপ্তার ও প্রেসক্লাবের সাংবাদিকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারে ৪৮ ঘণ্টার সময়সীমা বেঁধে দিয়েছেন সাংবাদিক নেতারা।

গতকাল প্রেসক্লাবের কনফারেন্স রুমে জরুরি যৌথ সভায় এ সময়সীমা বেঁধে দেন তাঁরা।

শহীদুজ্জামানের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর

বিএনপির কর্মী মকবুল হত্যা মামলায় সাবেক পরিকল্পনা প্রতিমন্ত্রী শহীদুজ্জামান সরকারের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

সংক্ষেপে

টিআইবি

নতুন দুদক গঠনের আহ্বান

রাজনৈতিক বিবেচনা ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাব থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) নতুন কমিশন নিয়োগের আহ্বান জানিয়েছে ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)। দুদকে বিদ্যমান আইন অনুযায়ী যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে দক্ষ ও উপযুক্ত ব্যক্তিদের নিয়োগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে সংগঠনটি। যাতে দুদক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে দুর্নীতি দমন করতে পারবে, আবার মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারে। গতকাল বৃহস্পতিবার গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে টিআইবি এ আহ্বান জানায়। গত মঙ্গলবার (২৯ অক্টোবর) দুদকের চেয়ারম্যান ও কমিশনারদের পদত্যাগের পর সংগঠনটি এই বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'চলমান রাষ্ট্র সংস্কার কার্যক্রমের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে দুদক অন্যতম। স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও কার্যকরভাবে দায়িত্ব পালন উপযোগী সুপারিশ তৈরি করাই দুদক সংস্কার কমিশনের প্রধান কাজ। এমন পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের প্রত্যাশা অনুযায়ী কমিশনের পদত্যাগের ফলে সরকার অবিলম্বে নতুন কমিশন গঠনের দায়িত্ব নিয়েছে।'
নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

হেফাজত

সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা

ঢাকায় জাতিসংঘের মানবাধিকার পরিষদের কার্যালয় স্থাপনের সরকারি সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ। সংগঠনটির আমির মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী ও মহাসচিব সাজেদুর রহমান বলেছেন, জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনারের কার্যালয় খুলতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত চরম আত্মঘাতী হবে। এর থেকে অন্তর্বর্তী সরকারকে সরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন হেফাজতের দুই শীর্ষ নেতা। গতকাল বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে তাঁরা এ আহ্বান জানান। হেফাজতে ইসলামের আমির ও মহাসচিব বিবৃতিতে বলেন, দেশে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার আমলজুড়ে অজস্র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটেছিল। গুম-খুন ছাড়াও বিডিআর হত্যা, ২০১৩ সালের ৫ মে শাপলা চত্বরের গণহত্যার পরেও নির্বিঘ্নে স্বৈরাচারী শাসন কায়েম রাখতে পেরেছিলেন শেখ হাসিনা। পর্যাপ্ত তথ্যপ্রমাণ থাকা সত্ত্বেও তাঁর সরকারের বিরুদ্ধে কোনো উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নিতে পারেনি জাতিসংঘ।
বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

জন্মনিবন্ধন সংশোধনে দেড় লাখের বেশি আবেদন

জন্মনিবন্ধন

৫,২৪৬টি নিবন্ধন কার্যালয়ের ১০,৪৯২ নিবন্ধক ও নিবন্ধন সহকারীর মাধ্যমে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের (ডিএনসিসি) ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা এম এ বিশ্বাস সবুজ। তিনি গত ২৭ জুলাই তাঁর ছেলের জন্মনিবন্ধন সনদ সংশোধনের জন্য ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে আবেদন করেন।

২০১৫ সালে ছেলে খালিদ শাহরিয়ারের জন্মনিবন্ধন করেছিলেন সবুজ। তখন ছেলের নাম শুধু 'খালিদ' লেখা হয়েছিল। এখন পাসপোর্ট করার জরুরি প্রয়োজনে সবুজ তাঁর ১৩ বছর বয়সী ছেলের জন্মসনদ দ্রুত সংশোধন করতে চান।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ১৮ জুলাই থেকে ১০ দিন দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ করে দেওয়া ছিল। গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন হয়। সরকার পতনের পর ডিএনসিসির ১১ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। ফলে সবুজের করা আবেদনটি আটকে যায়।

গত শুক্রবার সবুজ *প্রথম আলো*কে বলেন, আবেদনটি কী অবস্থায় আছে, তা জানার জন্য তিনি গত সেপ্টেম্বরে ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে যান। গিয়ে দেখেন সেখানে কাজ বন্ধ।

'রেজিস্ট্রার জেনারেলের কার্যালয়, জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন'-এর তথ্য অনুসারে, সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশে ও বিদেশে মোট ১ লাখ ৬৮ হাজার ৬০৭টি জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধন সনদ সংশোধনের আবেদন ঝুলে ছিল। এর মধ্যে ১৪২টি মৃত্যুনিবন্ধন সংশোধনের আবেদন। বাকিগুলো জন্মনিবন্ধন সংশোধনের আবেদন।

জন্মসনদ সংশোধনের আবেদনের মধ্যে ৬৪ জেলায় ঝুলে ছিল ২০ হাজার ১২৮টি। ৪৯৫টি উপজেলায় ১ লাখ ৪৮ হাজার ৩০৩টি। আর বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশের দূতাবাস-মিশনগুলোর মাধ্যমে এসে ঝুলে থাকা আবেদনের সংখ্যা ছিল ৩৪টি।

পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ডিএনসিসির ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হন এই সিটির অঞ্চল-৪-এর প্রশাসনিক কর্মকর্তা তুফানী লাল রবি দাস। তিনি *প্রথম আলো*কে বলেন, কিছু ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কার্যালয়ে হামলা ও ভাঙচুরের জন্য নিবন্ধনকাজ বন্ধ ছিল। নিবন্ধন পেতে সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের নতুন করে আবেদন করতে হবে বলে কোনো সিদ্ধান্ত এখন পর্যন্ত নেই। তবে কেউ যদি আবেদনের বিষয়ে খোঁজ পাচ্ছেন না বলে মনে করেন, তাহলে কার্যালয়ে এলেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়া হবে। ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের যেসব কার্যালয়ে জন্ম ও মৃত্যুনিবন্ধনের কাজ আগে হতো, সেখানেই এখন নাগরিকদের সেবা দেওয়া হচ্ছে।

সনাতন জাগরণ মঞ্চের সমন্বয়কদের বিরুদ্ধে মামলার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ। গতকাল বিকেলে চট্টগ্রাম নগরের চেরাগী পাহাড় মোড়ে। ছবি : জুয়েল শীল

বিজ্ঞানে নোবেল বক্তৃতা

পড়ন্ত বিকেলে বিজ্ঞানপ্রেমীদের মিলনমেলা

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ, *ঢাকা*

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তন। বক্তৃতা শুরু হবে বিকেল চারটায়। অথচ সময়ের আগেই মিলনায়তনটি প্রায় ভরে গেছে। যদিও দিনটি ছিল গতকাল বৃহস্পতিবার, কর্মদিবস। বক্তৃতা নিয়ে মানুষের এত আগ্রহের কারণ, বিজ্ঞানে নোবেল বক্তৃতা—নোবেল লেকচার। এর আয়োজক *বিজ্ঞানচিন্তা*।

প্রতিবছর নোবেল পুরস্কারের পরপর এই বক্তৃতার আয়োজন করে আসছে বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন *বিজ্ঞানচিন্তা*। প্রতিবারই দেখা যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী থেকে নানা শ্রেণি-পেশার মানুষ আগ্রহ বিজ্ঞানের কথা শোনেন।

কদিন আগেই এ বছরের নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। বিজ্ঞানের তিনটি বিষয়—পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও শারীরতত্ত্ব। এর মধ্যে এবার পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়নে প্রথমবারের মতো পুরস্কার দেওয়া হয়েছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তানির্ভর গবেষণার জন্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে *বিজ্ঞানচিন্তা*র সহসম্পাদক উচ্ছ্বাস তৌসিফ শুভেচ্ছা জানান সবাইকে। এরপর মঞ্চে আসার অনুরোধ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনপ্রকৌশল ও জৈবপ্রযুক্তি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মুশতাক ইবনে আয়ূবকে। তিনি বললেন চিকিৎসা ও শারীরতত্ত্বে নোবেলের খুঁটিনাটি। মুশতাক ইবনে আয়ূব বলেন, 'মাইক্রোআরএনএ ক্যানসার চিকিৎসার নতুন দুয়ার খুলে দিয়েছে।'

বুদ্ধিমত্তা এমন এক জিনিস, যেটা কৃত্রিম হলেও আমাদের মেনে নিতে হয় বলে উল্লেখ করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্যপ্রযুক্তি ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক বিএম মইনুল হোসেন। তিনি বলেন, 'এআই বা কম্পিউটার কিন্তু এই প্রথম মানুষের চেয়ে ভালো কাজ করছে, তা নয়। আগেও ক্যালকুলেটর মানুষের চেয়ে দ্রুত হিসাব করতে পারত। দিন শেষে এগুলোর সবই মানুষের সহযোগী। একে প্রতিপক্ষ না ভেবে সহযোগী ভেবে এগোতে হবে।'

গভর্নমেন্ট সায়েন্স কলেজের শিক্ষার্থী প্রত্যাশা জানতে চান, 'এআইয়ের নেতিবাচক দিক এড়িয়ে আমরা কীভাবে ভালো কাজে এটা ব্যবহার করতে পারি?' 'প্রম্পট দিলেই ছবি বানিয়ে দিচ্ছে। কীভাবে এ কাজ করছে এআই?', প্রশ্ন করেন সরকারি বাঙলা কলেজের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী নাজমুল। এআই নিয়ে আরও এমন প্রশ্ন করা হয়।

সভাপতির বক্তব্যে *বিজ্ঞানচিন্তা*র সম্পাদক আব্দুল কাইয়ুম বলেন, 'যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাদের তরুণেরা যেন এগোতে পারে, বাকি জীবন চলার পুঁজি যেন অর্জন করে নিতে পারে, সেই চেষ্টাটুকু আমরা করি। আমরা সবার মাঝে বিজ্ঞান ছড়িয়ে দিতে চাই।'

বিজ্ঞানচিন্তার আয়োজনে নোবেল বক্তৃতার শেষ পর্বে অতিথি ও বিজ্ঞানচিন্তা টিমের সঙ্গে কুইজ বিজয়ীরা। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে। ছবি : প্রথম আলো

সাবেক ভূমিমন্ত্রীর অর্থ পাচার অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু

সিআইডি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

সাবেক ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর বিরুদ্ধে বিদেশে অর্থ পাচারের অভিযোগের অনুসন্ধান শুরু করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। গতকাল বৃহস্পতিবার সিআইডির পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানানো হয়। এতে বলা হয়, ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ৪৮ লাখ ডলার (প্রায় ৫ হাজার ৭২৪ কোটি টাকা) ব্যয়ে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে ৬২০টি বাড়ি কেনেন।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও অভিযোগের ভিত্তিতে সাইফুজ্জামান চৌধুরী ও তাঁর স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র, লন্ডন, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচারের অনুসন্ধান শুরু করেছে সিআইডি। সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২০১৬ থেকে ২০২১ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও আরব আমিরাতে ৬২০টি বাড়ি কেনেন বলে সিআইডির বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়।

সনাতন জাগরণ মঞ্চ

মুখপাত্রসহ ১৯ জনের নামে মামলার প্রতিবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম*

সনাতন জাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ও পুণ্ডরীক ধামের অধ্যক্ষ চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের প্রতিবাদে আজ শুক্রবার বিকেলে ৬৪ জেলায় বিক্ষোভ সমাবেশ ডাকা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে নগরের চেরাগী পাহাড় মোড়ে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে সনাতন জাগরণ মঞ্চ এই কর্মসূচি ঘোষণা করে।

বুধবার রাতে নগরের কোতোয়ালি থানায় চিন্ময় কৃষ্ণ দাস প্রভুসহ ১৯ জনের বিরুদ্ধে একটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা করা হয়। মামলায় সনাতন জাগরণ মঞ্চের ২৫ অক্টোবর লালদীঘি মাঠে অনুষ্ঠিত সমাবেশ থেকে নিউমার্কেট মোড়ে অবস্থিত স্বাধীনতাস্তম্ভে জাতীয় পতাকা অবমাননার অভিযোগ করা হয়।

মোহরা এলাকার বাসিন্দা ফিরোজ খান নামের এক ব্যক্তি বাদী হয়ে এই মামলা করেন।

নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে দুর্বৃত্তদের হামলা, আটক ২

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানী দক্ষিণখানের কাওলা এলাকায় নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলার অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় দুজনকে আটক করে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, বৃহস্পতিবার সাড়ে ৯টায় নর্দান বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তাকর্মীদের একদল দুর্বৃত্ত মারধর করে। এরপর দুর্বৃত্তরা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে জোরপূর্বক ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং ভাঙচুর চালায়। ঘটনার সময় সেখানে উপস্থিত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা লুৎফর রহমান সানি ও বোরহান উদ্দিন নামে দুজনকে আটক করে ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল করেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে সেনাবাহিনী ও পুলিশ ছুটে আসে। সেনাবাহিনীর সদস্যদের আসার খবর পেয়ে অন্য দুর্বৃত্তরা পালিয়ে যায়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষক নাম প্রকাশ না করার শর্তে *প্রথম আলো*কে বলেন, একসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্ট্রি বোর্ডে ছিলেন এমন দু-একজন ব্যক্তি হামলাকারীদের পাঠিয়েছেন। বর্তমানে তাঁরা ট্রাস্টি বোর্ডে নেই। কিন্তু দেশের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁরা বিশ্ববিদ্যালয় জোরপূর্বক দখলে নিতে হামলাকারীদের পাঠিয়েছেন।

দক্ষিণখান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) তায়েফুর রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, হামলার ঘটনায় একটা মামলা হয়েছে। তদন্ত করে জড়িতদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিএসসির শেয়ারের সর্বোচ্চ মূল্যবৃদ্ধি | বাংলাদেশ শিপিং করপোরেশন বা বিএসসির শেয়ারের দাম গতকাল ১ দিনে ১৯% বেড়ে হয়েছে ৮১ টাকা। নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা

শেয়ারবাজার : তৃতীয় প্রান্তিক

ইবিএলের আয় কমেছে

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বরে ইষ্টার্ণ ব্যাংক লিমিটেডের (ইবিএল) শেয়ারপ্রতি আয় বা ইপিএস কমে ১ টাকা ৪ পয়সা হয়েছে। আগের অর্থবছরের একই সময়ে ব্যাংকটির ইপিএস ছিল ১ টাকা ৩৫ পয়সা। তবে বছরের প্রথম তিন প্রান্তিক মিলে (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর) ব্যাংকটির শেয়ারপ্রতি আয় বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩ টাকা ৪১ পয়সা, যা আগের বছরের একই সময় ছিল ৩ টাকা ১৪ পয়সা। আলোচ্য সময়ে ইবিএলের শেয়ারপ্রতি সম্পদ মূল্য দাঁড়িয়েছে ৩২ টাকা ৪ পয়সা।

গত ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের পর দেশের কয়েকটি দুর্বল ব্যাংককে বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যবস্থাপনায় ঋণ দেওয়া হয়েছে। সবল ব্যাংকগুলো বিশেষ ব্যবস্থায় এই ঋণ দিয়েছে। ঋণ দেওয়া ব্যাংকগুলোর মধ্যে ইবিএলও রয়েছে। এই ব্যবস্থার আওতায় গ্লোবাল ইসলামী ব্যাংককে ২৫ কোটি টাকা দিয়েছে ইবিএল।

ডেল্টা লাইফের নিট প্রিমিয়াম আয় কমল

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

এ বছরের তৃতীয় প্রান্তিক জুলাই-সেপ্টেম্বরে ডেল্টা লাইফ ইনস্যুরেন্স কোম্পানির নিট প্রিমিয়াম আয় কমেছে। একই সঙ্গে কোম্পানিটির লাইফ ফান্ড বা জীবনবিমা তহবিলও কমেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে প্রকাশিত কোম্পানিটির ঘোষণায় এ রকম তথ্য পাওয়া গেছে। তাতে দেখা যায়, চলতি তৃতীয় প্রান্তিকে ডেল্টা লাইফের নিট প্রিমিয়াম আয় হয়েছে ২০৯ কোটি ৪৩ লাখ টাকা, যা গত বছরের অর্থাৎ ২০২৩ সালের একই সময়ে ছিল ২১১ কোটি ৭৫ লাখ টাকা। তৃতীয় প্রান্তিকের শেষে ডেল্টা লাইফের লাইফ ফান্ড বা জীবনবিমা তহবিল দাঁড়ায় ৩ হাজার ৯০৫ কোটি টাকা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৩ হাজার ৯৬২ কোটি টাকা।

চলতি বছরের জুলাই-সেপ্টেম্বরে তিন মাসে ডেল্টা লাইফের মোট ব্যয় হয়েছে ৩৪৮ কোটি ৮১ লাখ টাকা, যা আগের বছরের একই সময়ে ছিল ২৫৬ কোটি ৪০ লাখ টাকা।

মুনাফা কমেছে গ্রিনডেল্টা ইনস্যুরেন্সের

অর্থ-বাণিজ্য ডেস্ক

চলতি বছরের তৃতীয় প্রান্তিকে (জুলাই-সেপ্টেম্বর) গ্রিনডেল্টা ইনস্যুরেন্স কোম্পানির শেয়ারপ্রতি আয় হয়েছে ৮৬ পয়সা, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ১ টাকা ২৭ পয়সা। আর প্রথম তিন প্রান্তিক বা জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর ৯ মাসে কোম্পানিটির শেয়ারপ্রতি আয় (ইপিএস) কমে ৩ টাকা ৭১ পয়সায় নেমেছে, যা গত বছরের একই সময়ে ছিল ৪ টাকা ১৪ পয়সা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) ওয়েবসাইটে গত বুধবার প্রকাশিত কোম্পানিটির ঘোষণায় এ তথ্য পাওয়া গেছে।

গ্রিনডেল্টা ইনস্যুরেন্স কোম্পানি ২০২৩ সালে ২৫ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ দিয়েছে।

দুর্নীতি বেশি হয়েছে চার খাতে

শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি

সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হওয়া চার খাত হচ্ছে ব্যাংক, জ্বালানি, সরকারি প্রকল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাত। অন্যান্য খাতের দুর্নীতি এ চার খাতের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

সরকার গঠিত শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির প্রধান দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেছেন, স্বেচ্ছাচারী রাজনীতি অনাচার অর্থনীতির জন্ম দিয়েছে। অবশ্য তিনি বলেন, এ দুটি পরস্পরের পরিপূরক। তবে প্রশ্ন করা যায়, স্বৈরাচারী বা স্বেচ্ছাচারী রাজনীতি অনাচার অর্থনীতিকে জন্ম দিয়েছে, নাকি উল্টোটা ঘটেছে। অর্থাৎ অনাচার অর্থনীতি স্বেচ্ছাচারী রাজনীতি তৈরি করেছে।

গবেষণা সংস্থা সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগের (সিপিডি) সম্মাননীয় ফেলো দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য আরও বলেন, শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি দেখছে যে বিগত সরকারের সময় চারটি খাতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হয়েছে। যেমন ব্যাংক, জ্বালানি, সরকারি প্রকল্প এবং তথ্যপ্রযুক্তি খাত। অন্যান্য খাতেও দুর্নীতি হয়েছে, তবে এই চার খাতের সঙ্গে তুলনীয় নয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের এক সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত এক মতবিনিময় সভায় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য এ কথা বলেন। অর্থনৈতিক সাংবাদিকদের সংগঠন ইকোনমিক রিপোর্টার্স ফোরামের (ইআরএফ) সদস্যদের সঙ্গে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনায় অংশ নেন কমিটির সদস্য জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক শরমিন্দ নীলোর্মি, জ্বালানি বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ম. তামিম, সিপিডির সম্মাননীয় ফেলো অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক এ কে এনামুল হক, বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্টের (বিল্ড) প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ফেরদৌস আরা বেগম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন অধ্যয়ন বিভাগের অধ্যাপক মোহাম্মদ আবু ইউসুফ, অর্থনীতিবিদ জাহিদ হোসেন, গবেষণা প্রতিষ্ঠান সানেমের নির্বাহী পরিচালক সেলিম রায়হান এবং কমিটিকে সহায়তা প্রদানকারী সিপিডির জ্যেষ্ঠ গবেষক তৌফিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ইআরএফ সভাপতি মোহাম্মদ রেফায়েত উল্লাহ এবং সাধারণ সম্পাদক আবুল কাশেমসহ অন্য সদস্যরা মতবিনিময় সভায় অংশ নেন।

শুরুতেই দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, ‘পুরোনো ভ্রান্তি থেকে আগামী দিনের পথ খুঁজতে চাচ্ছি। এ বিষয়ে কমিটি ৯০ দিনের মধ্যেই প্রতিবেদন জমা দেবে। তবে এখানে কোনো ব্যক্তি নিয়ে নয়, বরং প্রক্রিয়া নিয়ে কাজ করা হচ্ছে।’ তিনি আরও জানান, শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটি ৫টি জায়গায় মূলত কাজ করছে। যেমন অর্থনৈতিক অনাচার মেরামত করতে কোন কোন খাতে সংস্কার প্রয়োজন, তা বলা হবে। চারটি খাতে সবচেয়ে বেশি দুর্নীতি হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। কাজের দ্বিতীয় ক্ষেত্র হচ্ছে এ রকম এক পরিস্থিতিতে মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা কী হবে, তা বিশ্লেষণ করা। কেননা অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা স্থগিত করা হয়েছে। তৃতীয়ত, শ্বেতপত্র কমিটি স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কী কী করণীয়, তারও একটি রূপরেখার কথা বলবে। এরপরের বিষয় হচ্ছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের ঘাটতিগুলো কীভাবে পূরণ করা যায়। এখানে তথ্য-উপাত্তের বিশ্বাসযোগ্যতা একটি বড় বিষয়। এই তথ্য-উপাত্ত নিয়েও সন্দেহ-সংশয় আছে অনেক দিন ধরে। এ নিয়ে সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে কথা বললে তাঁরা নিজেদের অসহায়ত্ব ও সরকারের হস্তক্ষেপের কথা বলেছেন।

অর্থনৈতিক বিষয়ক সাংবাদিকদের সংগঠন ইআরএফ সদস্যদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে শ্বেতপত্র প্রণয়ন কমিটির সদস্যরা। গতকাল আগারগাঁওয়ে পরিকল্পনা কমিশনে কমিটির অস্থায়ী কার্যালয়ে। প্রথম আলো

শ্বেতপত্র কমিটির আরেকটি কাজ হবে স্বল্প মেয়াদে অর্থনীতিতে স্থিতি আনার জন্য কী কী করা যায়, সে বিষয়টি বিশ্লেষণ করা। এর মধ্যে আছে উচ্চ মূল্যস্ফীতি, টাকার মূল্যমান, আর্থিক ঘাটতি, ঋণের দায় পরিশোধ, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, খাদ্য উৎপাদন পরিস্থিতি, সরবরাহ ব্যবস্থা ঠিকঠাক করা ইত্যাদি।

অধ্যাপক মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, জনগণের করের টাকায় বড় বড় প্রকল্প হয়েছে। কিন্তু এসব প্রকল্পের সম্ভাব্যতা যাচাই সমীক্ষা কেউ কখনো চোখে দেখেনি। অথচ এসব বড় প্রকল্পের ঋণের দায় পরবর্তী প্রজন্মের ওপর চাপানো হয়েছে। সে সময় অর্থের অবৈধ প্রবাহও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। শুরুতে এসব অর্থ অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে ব্যবহার হলেও শেষের দিকে পাচার হয়েছে বেশি।

জাহিদ হোসেন বলেন, তথ্য-উপাত্ত নিয়ে একদিকে যেমন পদ্ধতিগত সমস্যা আছে, অন্যদিকে সরকারের হস্তক্ষেপ ঘটেছে। তথ্য-উপাত্ত সাজানোর প্রবণতা অনেক বেশি দেখা গিয়েছিল। তিনি বলেন, এখন বড় প্রশ্ন হচ্ছে সরকারের ভেতর জবাবদিহির জায়গাটা কীভাবে তৈরি করা যাবে। বর্তমানে সংস্কারের আলোচনা চলছে। তবে জবাবদিহির ব্যবস্থা কী হবে, তা শেষ বিচারে ঠিক করে দেবে রাজনীতি।

সেলিম রায়হান বলেন, প্রতিষ্ঠান দুই ধরনের, একটি রাজনৈতিক, অন্যটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান। দুই জায়গাতেই বড় ধরনের সমস্যা তৈরি হয়েছে। মোটা দাগে সমস্যাটি শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের অসম্ভব ত্রুটিযুক্ত নির্বাচনের পর থেকে। যেকোনো সরকারের টিকে থাকার জন্য তার রাজনৈতিক বৈধতা দরকার। সেই রাজনৈতিক বৈধতার সংকট শুরু হয়েছিল ২০১৪ সালের নির্বাচন থেকে। আর তখন থেকেই উন্নয়নের বয়ানটা আরও শক্তিশালীভাবে শুনতে পাওয়া গেছে। সেই উন্নয়নের বৈধতা দেওয়ার চেষ্টার মধ্যেই দেখা দিল ক্রনি ক্যাপিটালিজমের বড় রকমের উল্লম্ফন।

এ সময় দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, তিনি ক্রনি ক্যাপিটালিজমের বাংলা করেছেন, ‘চামচা পুঁজিবাদ’।

সেলিম রায়হান এ বিষয়ে বলেন : প্রকল্পনির্ভর যে দুর্নীতি, তারও বড় উল্লম্ফন হয়েছে গত এক দশকে। তখন দেখা গেছে মুষ্টিমেয় একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী রাষ্ট্রীয় নীতি থেকে লাভবান হচ্ছে। তাদের সঙ্গে ছিলেন ক্ষমতাসীন রাজনীতির কেন্দ্রে থাকা অভিজাতেরা, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে সামরিক-বেসামরিক আমলাদের একটি অংশ। এরা মিলে যে একটা গোষ্ঠী তৈরি করেছে, তারাই এই উন্নয়ন বয়ানকে একটা স্থায়ী রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছে।

তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সময়ে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কার করার চেষ্টার কথা বলা হয়েছিল। যেমন জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সংস্কার, ব্যাংক খাতের সংস্কার ইত্যাদি। এখন মৌলিক প্রশ্ন হচ্ছে কেন এসব সংস্কার শেষ পর্যন্ত হয়নি। কারণ, যে আঁতাতের কথা বলা হয়েছে, তারা সংস্কারবিরোধী একটি জোট তৈরি করে নিয়েছিল। তারা প্রতি পদে পদে সংস্কারকে বাধা দিয়েছে। কারণ, এই সংস্কার ছিল তাদের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

সবশেষে উপসংহার টেনে দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, দেশের ভেতরে সাম্প্রতিককালে একটি অনাচার অর্থনীতির সৃষ্টি হয়েছিল। এই অনাচার অর্থনীতির পেছনে একটি কলুষ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই কলুষ সম্পর্কের প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে উর্দি পরা ও উর্দি ছাড়া আমলারা যেমন ছিলেন, এদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন রাজনীতিবিদেরা এবং একটি ব্যবসায়ী গোষ্ঠী। এঁরা সবাই মিলে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলোকে কুক্ষিগত করে ফেলেছিলেন। সে সময় উন্নয়নের একটি বয়ানও সৃষ্টি করা হয়েছিল, সেই অনাচার অর্থনীতির ঘাটতিকে পূরণ করার জন্য। আর সেই উন্নয়নের বয়ানকে রক্ষা করার জন্য স্বৈরাচারী রাজনীতির প্রয়োজন পড়েছিল।

তিনি বলেন, শেষ বিচারের রাজনীতি ঠিক না হলে স্বচ্ছতা, দক্ষতা, জবাবদিহিতা, সুষম উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে। আর বর্তমান পরিস্থিতিতে যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, তার ওপরই আগামী দিনের রাজনীতি, অর্থনীতি, প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার নির্ভর করবে। এই সংস্কারগুলোর পরিধি, ধারাবাহিকতা ও গতি কী হবে তা নির্ভর করবে চলমান অর্থনীতিতে সরকার কতখানি আশ্বস্ত থাকবে, জনগণ কতখানি স্বস্তি পাবে, তার ওপর।

চালের মজুত বৃদ্ধির উদ্যোগ, আমদানি শুল্ক থাকছে না

প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে বৈঠক

চাল আমদানির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা। খাদ্য অধিদপ্তর বলেছে, জরুরি ভিত্তিতে ১০ লাখ টন আমদানি করতে হবে।

- দেশে চালের বার্ষিক চাহিদা ৩ কোটি ৭০ লাখ থেকে ৩ কোটি ৯০ লাখ টন।
- ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩ কোটি ৯০ লাখ ৩৫ হাজার টন চাল উৎপাদন হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১ হাজার ৯৫৭ টন চাল আমদানি হয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি, *ঢাকা*

চালের মজুত বাড়ানোর পাশাপাশি দাম সহনীয় রাখতে দ্রুততম সময়ে চাল আমদানির উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সরকারি পর্যায়ে আমদানির পাশাপাশি বেসরকারি পর্যায়েও চাল আমদানি উৎসাহিত করা হবে। এ জন্য চাল আমদানিতে শুল্ক পুরোপুরি তুলে নিতে যাচ্ছে সরকার।

গত বুধবার অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে চাল আমদানি ও দেশের চালের মজুত পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করে খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তর। গণভবনে অনুষ্ঠিত এ বৈঠকে খাদ্যসচিব মো. মাসুদুল হাসান এবং খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মো. আবদুল খালেক অংশ নেন।

খাদ্যসচিব মো. মাসুদুল হাসান গতকাল প্রথম আলোকে বলেন, ‘চাল আমাদের প্রধান খাদ্যপণ্য। বন্যায় উৎপাদন কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ জন্য মজুত বৃদ্ধি করা দরকার। প্রয়োজনীয় সংগ্রহ ও দাম সহনীয় রাখার জন্য যা যা করার দরকার সবই এ সরকার করবে।’

জানা গেছে, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয় চাল আমদানিতে নতুন উৎসদেশ খোঁজার পরামর্শ দিয়েছে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে। এ ছাড়া চালের ঋণপত্র (এলসি) খোলার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা যাতে না হয়, সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা চেয়ে অর্থ ও বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদের সঙ্গে আলোচনারও পরামর্শ দিয়েছে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়।

কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, দেশে চালের বার্ষিক চাহিদা ৩ কোটি ৭০ লাখ থেকে ৩ কোটি ৯০ লাখ টন। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৩ কোটি ৮৯ লাখ ৩৬ হাজার টন এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরে ৩ কোটি ৯০ লাখ ৩৫ হাজার টন চাল উৎপাদন হয়েছে।

খাদ্য অধিদপ্তর গত সোমবার এক চিঠি দিয়ে খাদ্য মন্ত্রণালয়কে জানিয়েছে, জরুরি ভিত্তিতে ১০ লাখ টন চাল আমদানির কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। অর্থবছরের বাকি সময়ে উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে এ বিপুল পরিমাণ চাল আমদানি করা কঠিন হতে পারে। তাই উন্মুক্ত দরপত্রের পাশাপাশি সরকার থেকে সরকার (জিটুজি) পর্যায়ে চাল আমদানির উদ্যোগ নেওয়া দরকার। শুধু তা-ই নয়, বেসরকারি পর্যায়েও চাল আমদানিতে উৎসাহিত করতে হবে।

এদিকে বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশনও (বিটিটিসি) সম্প্রতি চালের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছে। তাতে বলা হয়, থাইল্যান্ডের তুলনায় ভারত থেকে চাল আমদানিতে খরচ কম। মুনাফাসহ সব খরচ যোগ করার পর ভারতীয় চালের দাম পড়ে কেজিপ্রতি ৭৫ থেকে ৭৮ টাকা। আর থাইল্যান্ডের চালের দাম পড়ে ৯২ থেকে ৯৫ টাকা কেজি।

সরকারি হিসাবে, নিরাপত্তা মজুত হিসেবে ১১ লাখ টন চালের কথা বলা হয়ে থাকে। খাদ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি ২০২৪-২৫ অর্থবছরে ৩ লাখ ৫০ হাজার টন চাল আমদানির জন্য বাজেট বরাদ্দ রয়েছে ২ হাজার ৯০৮ কোটি টাকা। বাড়তি ৭ লাখ ৫০ হাজার টনের জন্য ৬ হাজার কোটি টাকা অতিরিক্ত বরাদ্দ লাগবে।

> **খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে এবং নিত্যপণ্যের মূল্য পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপই নিচ্ছি। চাল আমদানির ক্ষেত্রে সব ধরনের শুল্ক উঠিয়ে নেওয়ার প্রজ্ঞাপন আগামী রোববারই জারি হতে পারে।**
>
> **আবদুর রহমান খান**, চেয়ারম্যান, এনবিআর

অর্থ বিভাগের একজন দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানান, চালের জন্য সরকার সব সময়ই উদারহস্ত। তবে টাকা থাকলেই চাল আমদানি করা যায় না, এমন অভিজ্ঞতাও রয়েছে সরকারের। আবার উৎসদেশও গুরুত্বপূর্ণ। কোনো কোনো দেশ বাংলাদেশের প্রয়োজনের সময় চাল রপ্তানি বন্ধ করে দেয়।

চালে আমদানি শুল্ক, নিয়ন্ত্রণমূলক শুল্ক, অগ্রিম আয়কর এবং আগাম কর মিলে ৬২ দশমিক ৫০ শতাংশ শুল্ক-কর ছিল। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ২০ অক্টোবর তিন ধরনের শুল্ক কমিয়েছে। তবে বিটিটিসির গত মঙ্গলবারের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, শুল্ক কমানোর পরও আমদানিতে সাড়া কম। ভিয়েতনাম থেকে মাত্র ২৬ টন চাল আমদানির জন্য এলসি খোলা হয়েছে ২৭ অক্টোবর।

এনবিআরের তথ্য অনুযায়ী, চলতি অর্থবছরের ১ জুলাই থেকে ২৯ অক্টোবর পর্যন্ত ১ হাজার ৯৫৭ টন চাল আমদানি হয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ৯৩৪ দশমিক ১৮ টন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ১২ লাখ ৩৭ হাজার ১৬৮ টন এবং ২০২১-২২ অর্থবছরে শুধু ৪৮ টন চাল আমদানি হয়েছিল।

এনবিআর চেয়ারম্যান মো. আবদুর রহমান খান প্রথম আলোকে বলেন, ‘খাদ্যনিরাপত্তা বজায় রাখার স্বার্থে এবং নিত্যপণ্যের মূল্য পরিস্থিতি সহনীয় পর্যায়ে রাখতে সব ধরনের পদক্ষেপই নিচ্ছি। চাল আমদানির ক্ষেত্রে সব ধরনের শুল্ক উঠিয়ে নেওয়ার প্রজ্ঞাপন আগামী রোববারই জারি হতে পারে।’

সীমা প্রত্যাহার, কমতে পারে সুদহার

ডলার হিসাব

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

বিদেশফেরত বাংলাদেশিদের বৈদেশিক মুদ্রা বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট (আরএফসিডি) হিসাবের সুদের ওপর বেঁধে দেওয়া সীমা তুলে নেওয়া হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংক এক আদেশে আরএফসিডি হিসাবের সুদের সীমা তুলে নিয়েছে। আরএফসিডি হিসাব ডলার হিসাব নামেও সমধিক পরিচিত।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা বলছেন, মানুষের বিদেশ যাওয়ার চাহিদা কমায় নগদ ডলারের চাহিদা কিছুটা কমেছে। আবার ব্যাংকগুলোও বেশি দামে যে ডলার সংগ্রহ করছে, তা বিক্রি করতে পারছে না। ফলে অনেক ব্যাংক বাড়তি সুদ পরিশোধ করতে গিয়ে আরএফসিডি হিসাবে লোকসান দিচ্ছে। এ কারণে সুদহার বেঁধে দেওয়ার আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসেছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

গত বছর দেশে তীব্র ডলার-সংকট দেখা দেওয়ায় ঘরে রাখা ডলার ও অন্যান্য বিদেশি মুদ্রা ব্যাংকে ফিরিয়ে আনতে গত ডিসেম্বরে আরএফসিডি হিসাবের ওপর বাড়তি সুদসহ নানা সুবিধা দিয়েছিল বাংলাদেশ ব্যাংক। তখন থেকে ব্যাংকগুলো ডলার হিসাবের বিপরীতে সর্বোচ্চ ৭ শতাংশ পর্যন্ত সুদ দিচ্ছে। কিন্তু বেশি সুদ দিয়ে পাওয়া নগদ ডলার ব্যাংকগুলো ব্যবহার করতে পারছে না। আবার উল্টো সুদ দিতে হচ্ছে। ফলে অনেক ব্যাংক লোকসানের মুখে পড়েছে। এ অবস্থায় সুদহারের সীমা তুলে নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসাবে, দেশের বিভিন্ন ব্যাংকের আরএফসিডি হিসাবে বর্তমানে ৫ কোটি ডলারের বেশি জমা আছে। বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে, এখন থেকে ব্যাংকগুলো নিজেরা এই হিসাবের সুদহার নির্ধারণ করতে পারবে। এতে আরএফসিডি হিসাবের সুদহার কমতে পারে। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তারা এ-ও বলছেন, আগের সিদ্ধান্তটি ভুল ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চাপে পড়ে ব্যাংকগুলো উচ্চ সুদে নগদ ডলার সংগ্রহ করেছে।

গত ৩ ডিসেম্বর এ-সংক্রান্ত বাংলাদেশ ব্যাংকের আদেশে বলা হয়েছিল, মানুষের ঘরে রাখা ডলার ব্যাংকে আরএফসিডি হিসাবে জমা করলে বাড়তি সুদসহ বেশ কিছু সুবিধা পাওয়া যাবে। এরপরই বেসরকারি মালিকানাধীন সিটি ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক, ইস্টার্ণ ব্যাংক, ডাচ্-বাংলা ব্যাংক, প্রাইম ব্যাংক, পূবালী ব্যাংক, ইসলামী ব্যাংক এবং বহুজাতিক স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ও এইচএসবিসি ব্যাংকসহ আরও কয়েকটি ব্যাংক বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে নগদ ডলারের হিসাব খোলা শুরু করে।

এসব ব্যাংকের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নগদ ডলার জমা হয়েছে সিটি ব্যাংকের আরএফসিডি হিসাবে। জানতে চাইলে ব্যাংকটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক মাসরুর আরেফিন *প্রথম আলোকে* বলেন, সারা দেশের ব্যাংকগুলোর হাতে সব মিলিয়ে যখন ৮০ থেকে ৯০ লাখ ডলারের সমমূল্যের নগদ ডলার জমা ছিল, তখন সাড়ে ৬ শতাংশ সুদ দেওয়াটা সঠিক সিদ্ধান্ত ছিল। এখন ব্যাংকে ৭ কোটির ডলারের সমমূল্যের নগদ ডলার রয়েছে। এর মধ্যে সিটি ব্যাংকেই ২ কোটি ২০ লাখ ডলার জমা আছে। বর্তমানে দেশের বাইরে ভ্রমণ কমে যাওয়ায় নগদ ডলারের চাহিদাও কমে গেছে। সবকিছু এখন বাজারভিত্তিক হচ্ছে, তাই আরএফসিডির সুদও একইভাবে হওয়া উচিত।’

সাধারণত বিদেশফেরত ১৮ বছরের বেশি যেকোনো বাংলাদেশি নাগরিক ব্যাংকে গিয়ে আরএফসিডি হিসাব খুলতে পারেন। বিদেশে গেছেন, তার প্রমাণপত্র অর্থাৎ পাসপোর্ট ও ভিসার নথিপত্র ব্যাংকে জমা দিয়ে এই হিসাব খোলা যায়। এ ধরনের হিসাবের বিপরীতে ব্যাংকগুলো গ্রাহকদের কোনো চেকবই না দিয়ে ডেবিট কার্ড দেয়, যা থেকে খরচে কোনো অনুমোদন লাগে না।

শিল্পের নিরাপত্তা ও নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুতের দাবি

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

শিল্পকারখানার উৎপাদন সচল রাখতে সরকারের সহযোগিতা চাইলেন দেশের শীর্ষস্থানীয় শিল্পগোষ্ঠীর কর্তাব্যক্তিরা। তাঁরা শিল্পের নিরাপত্তার পাশাপাশি নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস-বিদ্যুৎ সরবরাহ, ব্যাংক থেকে ঋণপত্রের অর্থপ্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ ও চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম সহজ করার দাবি জানিয়েছেন।

রাজধানীর সচিবালয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সম্মেলনকক্ষে গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে অনুষ্ঠিত এক বিশেষ পর্যালোচনা সভায় এ কথা বলেন ব্যবসায়ীরা। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাণিজ্য উপদেষ্টা সালেহউদ্দিন আহমেদ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন বাণিজ্যসচিব মো. সেলিম উদ্দিন, স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী, ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালসের চেয়ারম্যান আবদুল মোক্তাদির, অ্যাপেক্স গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক সৈয়দ নাসিম মঞ্জুর, প্রাণ গ্রুপের পরিচালক উজমা চৌধুরী প্রমুখ। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের পাঠানো সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বিষয়টি জানানো হয়।

বৈঠকের বিষয়ে জানতে *প্রথম আলোর* পক্ষ থেকে যোগাযোগ করা হলে স্কয়ার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক তপন চৌধুরী বলেন, ‘তৈরি পোশাক ও বস্ত্র খাতের উৎপাদন সচল রাখতে সরকারের সহায়তা চেয়েছি, বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি যাতে করে ঠিকঠাক থাকে। গ্যাসের সংকট নিয়েও কথা বলেছি। উপদেষ্টা বলেছেন, গ্যাসের সরবরাহ বাড়ানো সরকারের অগ্রাধিকার তালিকায় আছে।’

বৈঠকের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রাণ গ্রুপের পরিচালক উজমা চৌধুরী *প্রথম আলোকে* জানান, বিডায় অনেক সেবার জন্য অনলাইনে আবেদন করার পর আবার সরাসরিও লোক পাঠাতে হয়। সে জন্য বিডার সেবা সহজ করতে অনুরোধ করেন তিনি।

করপোরেট সংবাদ

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংকের নতুন ক্যাম্পেইন শুরু

সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক ‘শক্তিশালী আগামীর পথে, এগিয়ে চলি একসাথে’ শীর্ষক একটি ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ে আয়োজিত এই ক্যাম্পেইনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্যাংকের চেয়ারম্যান এম সাদিকুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে ব্যাংকের ভাইস চেয়ারম্যান মাকসুদা বেগম, পরিচালক মো. মোরশেদ আলম খন্দকার, মো. আনোয়ার হোসেন; ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মুহাম্মদ ফোরকানুল্লাহ; উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আবদুল হান্নান খান, মো. নাজমুস সায়াদাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

বরিশাল সদরে ফার্নিচার কনসেপ্টের শোরুম উদ্বোধন

বরিশাল সদরে সম্প্রতি ফার্নিচার কনসেপ্ট অ্যান্ড ইন্টেরিয়র লিমিটেডের একটি শোরুম উদ্বোধন করা হয়েছে। শোরুমটির উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের চেয়ারম্যান মেহেদি হাসান; বিক্রয় মহাব্যবস্থাপক মো. মাহমুদ হোসেন; ডিলার মোহাম্মদ আতিকুল্লাহ, মুহা. আশরাফ আলী, মো. কামরুল হাসানসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন। **বিজ্ঞপ্তি**

বরখাস্ত পররাষ্ট্রমন্ত্রী

কিউবার ওপর মার্কিন নিষেধাজ্ঞার বিরোধিতা করায় আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডায়ানা মন্দিনোকে বরখাস্ত করেছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। বিবিসি

সংক্ষেপে

মেক্সিকো

দুই সাংবাদিককে গুলি করে হত্যা

মেক্সিকোর পশ্চিমাঞ্চলীয় দুটি প্রদেশে ২৪ ঘণ্টার কম সময়ের মধ্যে গুলি করে দুই সাংবাদিককে হত্যা করা হয়েছে। এর মধ্যে বুধবার বিকেলে কোলিমা প্রদেশে হত্যা করা হয় প্যাট্রিসিয়া রামিরেজ নামের এক নারী সাংবাদিককে। প্যাটি বুনবেরি নামে পরিচিত ওই সাংবাদিক কাজ করতেন বিনোদন প্রতিবেদক হিসেবে। এর আগের দিন মঙ্গলবার রাতে মিচোয়াকান প্রদেশে হত্যা করা হয় একটি অনলাইন পোর্টালের সাংবাদিক মাওরিসিও ক্রুজকে। দেশটির নতুন প্রেসিডেন্ট হিসেবে চলতি মাসে দায়িত্ব নিয়েছেন ক্লদিয়া শিনবাউম। তিনি ক্ষমতায় বসার পর প্রথম সাংবাদিক হত্যাকাণ্ড এটি। সাংবাদিকদের অধিকার নিয়ে কাজ করা বৈশ্বিক সংগঠনগুলোর মতে, সাংবাদিকদের সহিংসতার শিকার হওয়ার দিক থেকে মেক্সিকো অন্যতম।

রয়টার্স, *মেক্সিকো*

উত্তর কোরিয়া

দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা

একটি দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষা চালিয়েছে উত্তর কোরিয়া। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে এই পরীক্ষা চালানো হয়। ক্ষেপণাস্ত্রটি দেশটির পূর্ব উপকূলের সাগরে রাশিয়া-জাপানের মাঝামাঝি জায়গায় আছড়ে পড়ে। জাপান আর দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে এসব তথ্য জানানো হয়েছে। সিউলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, উত্তর কোরিয়া একটি আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রের পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর এক দিন পরই পরীক্ষার কথা জানানো হলো। উত্তর কোরিয়ার রাজধানী পিয়ংইয়ংয়ের পাশ থেকে স্থানীয় সময় গতকাল সকাল ৭টা ১০ মিনিটে ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোড়া হয়। জয়েন্ট চিফস অব স্টাফ এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে। পরে জাপান সরকারের তরফে জানানো হয়, সকাল ৮টা ৩৭ মিনিটে উত্তর কোরিয়ার ক্ষেপণাস্ত্রটি সাগরে পড়েছে।

রয়টার্স, *সিউল*

সিরিয়া

যুক্তরাষ্ট্রের হামলা, ৩৫ আইএস সদস্য নিহত

সিরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের বিমান হামলায় ইসলামিক স্টেটের (আইএস) ৩৫ সদস্য নিহত হয়েছেন। গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এ তথ্য জানিয়েছে। গত সোমবার হামলাটি চালানো হয়েছে। সিরিয়া ও ইরাকে অবস্থানকারী যুক্তরাষ্ট্রের সেনারা মাঝেমধ্যে আইএসের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। এসব অভিযানে কখনো কখনো ইরাক ও সিরিয়ার স্থানীয় বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরাও অংশ নেন। সেন্টকম জানায়, সিরিয়ার মরুভূমিতে আইএসআইএসের (আইএস) সদস্যদের অবস্থান লক্ষ্য করে একাধিক স্থানে হামলা চালানো হয়েছে। এসব হামলায় গোষ্ঠীটির কয়েকজন শীর্ষ নেতাকেও লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে। হামলায় কোনো সাধারণ মানুষ নিহত হয়নি। সেন্টকম আরও জানায়, এ হামলার পর আইএসের পরিকল্পনা করা ও সংগঠিত হওয়ার সক্ষমতা কমবে। পাশাপাশি ওই অঞ্চল ও অঞ্চলটির বাইরে সাধারণ মানুষ ও যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র ও অংশীদারদের ওপর গোষ্ঠীটির হামলা করার ক্ষমতাও কমবে।

এএফপি, *ওয়াশিংটন*

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

জেন-জিকে কাজে লাগাচ্ছেন কমলা

১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের ভেতর যাদের জন্ম, তারাই হলো জেন-জি বা জেনারেশন জেড।

দ্য গার্ডিয়ান

কমলা হ্যারিস

‘সময় দ্রুত ছুটে যাচ্ছে। দ্রুত ভোটকেন্দ্রে যান এবং আপনার ভোট দিয়ে ফেলুন। ম্যাডিসন, উইসকনসিন সবখানেই আগাম ভোট চলছে।’ গত বুধবার উইসকনসিনে নির্বাচনী সমাবেশে ভোটারদের উদ্দেশে এমনই বার্তা দিলেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস। এ সময় ডেমোক্র্যাট প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সঙ্গে ছিলেন রেমি উলফ, গ্রেসি আব্রামস, মামফোর্ড অ্যান্ড সন্সের মতো সেলিব্রিটি। এসব আয়োজন করা হয়েছে মূলত জেন-জি ভোটারদের লক্ষ্য করে।

১৯৯৭ থেকে ২০১২ সালের ভেতর যাদের জন্ম, তারাই হলো জেন-জি বা জেনারেশন জেড। বর্তমানে এই প্রজন্মের সদস্যদের বয়স ১২ থেকে ২৭ বছর। যুক্তরাষ্ট্রে ভোটার হতে গেলে সর্বনিম্ন ১৮ বছর বয়স হতে হয়। কমলা হ্যারিস ও ট্রাম্পের প্রচারশিবিরের লক্ষ্য এবার জেন-জি প্রজন্মকে কাছে টানা।

কমলার প্রচারশিবিরের পক্ষ থেকে জেন-জি প্রজন্মকে কাছে টানতে নানা কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে তাঁদের মধ্যে ভোটের প্রচারের দায়িত্ব থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে সমন্বয় করার দায়িত্বও দেওয়া হয়েছে। জেন-জির ওপর আস্থা রাখা এমন একটি অঙ্গরাজ্য হচ্ছে উইসকনসিন।

কমলার প্রচারশিবির থেকে জানানো হয়েছে, উইসকনসিনে সাতজনকে ক্যাম্পাস সংগঠক ও তরুণ সমন্বয়ক হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। গত বুধবার ব্যাপক করতালির মধ্যে প্রথমবারের মতো ভোটার হওয়া উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী টাই স্ক্যানহফার সামনে আসেন। তিনি কমলা হ্যারিসকে জেন-জি প্রজন্মের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। তিনি শিক্ষার্থীদের দ্রুত ভোট দেওয়ারও আহ্বান জানান।

কমলা হ্যারিস বলেন, ‘আমি তোমাদের প্রজন্মকে ভালোবাসি।’ কমলা হ্যারিস তাঁর নির্বাচনী প্রচারে তরুণ প্রজন্মকে পরিবর্তনের জন্য ধৈর্যচ্যুতি দেখানোর বিষয়টিকে সঠিক বলেও মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ‘আমি তোমাদের শক্তি দেখেছি। আমি তোমাদের নিয়ে গর্বিত।’

কমলার সমাবেশে জনপ্রিয় জেন-জি তারকা গ্রেসি আব্রহামস উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের নিজস্ব মূল্যবোধ ও ধারণা আছে, যার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম দরকার। আমাদের অংশগ্রহণ ও আমাদের ভোট আগে কখনোই এতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেনি।’

আবর্জনার ট্রাকে বসে ট্রাম্প

এদিকে রিপাবলিকান পার্টির সমর্থকদের সম্প্রতি ‘আবর্জনা’ বলে আখ্যায়িত করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পাল্টা জবাব দিতে গত বুধবার উইসকনসিনে একটি আবর্জনাবাহী ট্রাকে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন আসন্ন রিপাবলিকান পার্টির প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প।

আবর্জনাবাহী ট্রাকে বসে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছেন ট্রাম্প। গত বুধবার উইসকনসিনে। রয়টার্স

টুকরো খবর

শোয়ার্জেনেগার ভোট দেবেন কমলাকে

সিএনএন

শোয়ার্জেনেগার

যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া অঙ্গরাজ্যের সাবেক রিপাবলিকান গভর্নর আর্নল্ড শোয়ার্জেনেগার এবারের নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী কমলা হ্যারিস ও তাঁর রানিং মেট গভর্নর টিম ওয়ালজকে ভোট দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। গত বুধবার তিনি এ ঘোষণা দেন। একসময়ের বিশ্ব কাঁপানো এই হলিউড অভিনেতা এক্সে (সাবেক টুইটার) লিখেছেন, ‘আমি এবার কমলা হ্যারিস ও টিম ওয়ালজকে ভোট দেব।’

প্রায় ৬ কোটি আগাম ভোট গ্রহণ

দ্য গার্ডিয়ান

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের বাকি আর চার দিন। ৪০টির মতো অঙ্গরাজ্যে আগাম ভোট গ্রহণ চলছে। এর আগেই ৫ কোটি ৭৫ লাখ ভোটার আগাম ভোট দিয়ে ফেলেছেন। ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকশন ল্যাব এ তথ্য জানিয়েছে। ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে ভোট পড়েছিল, তার এক-তৃতীয়াংশ ভোট এবার আগাম নির্বাচনে দেওয়া হয়ে গেছে। ওই সময় করোনা মহামারির কারণে মানুষ ডাকযোগে বেশি ভোট দিয়েছিলেন। কিন্তু এবার অনেক রাজ্যে রিপাবলিকান পার্টির পক্ষ থেকে সমর্থকদের আগেভাগে ভোট দিতে বলার কারণে বেশি ভোট পড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

আদালতে ইলন মাস্ককে তলব

রয়টার্স

ইলন মাস্ক

মার্কিন প্রযুক্তি উদ্যোক্তা ধনকুবের ও রিপাবলিকান পার্টির সমর্থক ইলন মাস্ককে আদালতে হাজির হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ঘিরে নিবন্ধিত ভোটারদের মধ্যে লটারির মাধ্যমে ১০ লাখ মার্কিন ডলার উপহার দেওয়াকে কেন্দ্র করে গত বৃহস্পতিবার তাঁকে ফিলাডেলফিয়ার আদালতে উপস্থিত থাকার আদেশ দেওয়া হয়। ফিলাডেলফিয়া ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির কার্যালয় থেকে গত সোমবার এ নিয়ে মামলা হয়।

ভারতীয় সংস্থার বিরুদ্ধে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা

প্রতিনিধি, *নয়াদিল্লি*

ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করার অভিযোগে একাধিক দেশের ৩৯৮ সংস্থা ও ব্যক্তির বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে দুই ভারতীয় নাগরিক ও ১৯ ভারতীয় সংস্থা।

গত বুধবার যুক্তরাষ্ট্র এই নিষেধাজ্ঞার কথা ঘোষণা করেছে। রাশিয়া, চীন, তুরস্ক, হংকং, থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, সুইজারল্যান্ডের মতো ভারতের ১৯ সংস্থাও এই নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়েছে। অভিযোগ, এসব সংস্থা প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাঠিয়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে সাহায্য করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, তারা ১২০ ব্যক্তি ও সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। ট্রেজারি বিভাগ চিহ্নিত করেছে ২৭০ ব্যক্তি ও সংস্থাকে। এ ছাড়া বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ও ৪০টি সংস্থাকে নির্দিষ্ট করেছে।

ভারতীয় সংস্থাগুলোর মধ্যে একটি হলো ‘অ্যাসেন্ট এভিয়েশন ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড’। অভিযোগ, ২০২৩ সালের মার্চ থেকে ২০২৪ সালের মার্চ পর্যন্ত তারা রাশিয়াভিত্তিক সংস্থাকে ৭০০-র বেশিবার সামরিক যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন পণ্য সরবরাহ করেছে। সেগুলোর মধ্যে রয়েছে ২ লাখ ডলারের বেশি কমন হাই প্রায়োরিটি তালিকাভুক্ত (সিএইচপিএল) পণ্য। এসব পণ্য যুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে জরুরি।

এই একই পণ্য সরবরাহ করেছে আরেকটি ভারতীয় সংস্থা। নাম মাস্ক ট্রান্স। যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার আওতায় থাকা রাশিয়ার সংস্থাকে তারা ৩ লাখ ডলার মূল্যের সরঞ্জাম সরবরাহ করেছে। অন্য দুটি সংস্থা হলো ফিউট্রেভো এবং শ্রেয়া লাইফ সায়েন্সেস প্রাইভেট লিমিটেড। অভিযোগ, চার সংস্থাই বিভিন্নভাবে রাশিয়ার সামরিক কাজে সহায়তা করেছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, রাশিয়ায় ওই সংস্থাগুলোর প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের রপ্তানি আচমকাই বেড়ে গেছে। ফিউট্রেভো সরবরাহ করেছে ১৪ লাখের বেশি ডলারের বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম। প্রত্যেকের লেনদেনই হয়েছে নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে।

যুক্তরাষ্ট্র বলেছে, নিষেধাজ্ঞা এড়িয়ে আন্তর্জাতিক অর্থনীতিকে রাশিয়া ইচ্ছেমতো ব্যবহার করছে। ইউক্রেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ থেকেও তারা লাভ করে চলেছে। যেভাবে তারা প্রযুক্তিগত সহায়তা ও যন্ত্রাংশ আমদানি করছে, তা বন্ধ করতে যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় সৌদিতে সম্মেলন

এএফপি, *রিয়াদ*

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়েছে সৌদি আরব। এ জন্য গত বুধবার সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে দেশটি। সৌদি আরবের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স ফয়সাল বিন ফারহান বলেছেন, প্রায় ৯০টি দেশ ও আন্তর্জাতিক সংস্থা দুই দিনের এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছে। তিনি আরও বলেন, ফিলিস্তিনি জনগণকে নিজেদের ভূমি থেকে উৎখাতের জন্য সেখানে গণহত্যা চালানো হচ্ছে। সৌদি আরব এটি সমর্থন করে না। ফিলিস্তিনের মানবাধিকার পরিস্থিতিকে ভয়াবহ উল্লেখ করে উত্তর গাজায় ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়েছেন তিনি।

রিয়াদে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ফিলিস্তিনে মানবিক সহায়তা প্রবেশের সুযোগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে বলে ধারণা করা হয়েছিল। এ ছাড়া এ সম্মেলনে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক সমাধান ও ফিলিস্তিনি শরণার্থীদের সহায়তা করতে গিয়ে জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থার প্রতিবন্ধকতা নিয়েও আলোচনা হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যপ্রাচ্যবিষয়ক শান্তিপ্রক্রিয়ার বিশেষ প্রতিনিধি ইসভেন কুপম্যান এ সম্মেলনে উপস্থিত থাকার কথা। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের ফিলিস্তিনবিষয়ক বিশেষ প্রতিনিধি হাদি আমরও সম্মেলনে অংশ নিয়েছেন। গাজা যুদ্ধের কারণে দ্বিরাষ্ট্রভিত্তিক আলোচনা নতুন করে সামনে এসেছে। বিশ্লেষকেরা বলছেন, এর মাধ্যমে ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন দুটি আলাদা রাষ্ট্র হলে তারা শান্তিতে থাকতে পারবে।

লেবাননে শর্তে যুদ্ধবিরতি হতে পারে : হিজবুল্লাহপ্রধান

লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর নতুন প্রধান নাইম কাসেম বলেছেন, সুনির্দিষ্ট শর্ত পূরণের ভিত্তিতে তাঁরা ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধবিরতিতে রাজি হতে পারেন। হিজবুল্লাহর ঘাঁটি লক্ষ্য করে ক্রমাগত ইসরায়েলি বোমা হামলা চলার মধ্যে গত বুধবার এ কথা বলেছেন কাসেম।

নাইম কাসেম এমন সময়ে যুদ্ধবিরতির বিষয়ে নিজেদের অবস্থান ব্যক্ত করেছেন, যখন সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির বিষয়ে আলোচনা করতে ইসরায়েলের নিরাপত্তাবিষয়ক মন্ত্রিপরিষদে একটি বৈঠক হয়েছে।

পোলিও এখন যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে সীমাবদ্ধ অসুখ। এ ক্ষেত্রে আমাদের কি কোনো অজুহাত থাকতে পারে?

পোলিও নির্মূলে ব্যর্থতা নিয়ে পাকিস্তান সরকারের সমালোচনা করে দ্য ডন-এর সম্পাদকীয় মন্তব্য

সম্পাদকীয়

চালের বাজার

দ্রুত আমদানি নিশ্চিত করুন

চালের দাম যে বাড়ছে, সেটা জানতে পরিসংখ্যানের প্রয়োজন হয় না। রাস্তার মোড়ে টিসিবির ট্রাকের সামনের দীর্ঘ লাইন দেখলেই সেটা স্পষ্ট। আগে গরিব মানুষেরাই লাইনে দাঁড়াতেন। এখন নিম্নবিত্ত পরিবারের অনেক নারী-পুরুষকেও লাইনে দাঁড়াতে দেখা যাচ্ছে।

কয়েক মাস থেকেই অন্যান্য নিত্যপণ্যের দামের সঙ্গে চালের দামও বাড়ছে। গত বছর ধানের বাম্পার ফলন হয়, যাতে কৃষক ও ভোক্তা উভয়ই লাভবান হয়েছেন। আগের বছরের তুলনায় গত বছর চাল আমদানির পরিমাণ অনেক কম ছিল। কিন্তু এবার আমদানি বাড়বে বলে ধারণা করা যাচ্ছে। *প্রথম আলোর* খবর থেকে জানা যায়, সাম্প্রতিক অতিবৃষ্টি ও উজানের দেশগুলো থেকে আসা ঢলে আমনের উৎপাদন প্রায় ৮ লাখ ৩৯ হাজার টন কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। টিসিবি বলছে, গত ৮ আগস্ট নতুন অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নেওয়ার পর মোটা চালের সর্বনিম্ন দাম কেজিতে ২ টাকা, মাঝারি চাল ৪ টাকা এবং সরু চালের দাম ১২ টাকা বেড়েছে।

এ ক্ষেত্রে সরকারের উচিত ছিল নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় সাশ্রয়ী দামে চাল, আটা, চিনি ও ভোজ্যতেলের বিক্রি বাড়ানো, যাতে করে গরিব ও সীমিত আয়ের মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেতে পারেন। সংশ্লিষ্টদের নিশ্চয়ই এটা অজানা নয় যে দেশে কোনো মৌসুমে উৎপাদন ব্যাহত হলে চালের বাজার অস্থির হয়ে ওঠে। ২০১৭ সালে হাওরে আগাম বন্যায় বোরো মৌসুমের উৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তখন এক সপ্তাহে প্রতি কেজি মোটা চালের দাম ৭ থেকে ৯ টাকা বেড়ে গিয়েছিল। বিদেশ থেকে চাল আমদানির জন্য তৎকালীন সরকারকে বেশ দৌড়ঝাঁপ করতে হয়েছিল। এবার যাতে সেই পরিস্থিতি না হয়, সে জন্য সরকারকে আগেই প্রস্তুতি নিতে হবে।

উল্লেখ্য, গরিব মানুষের খাদ্যব্যয়ের একটি বড় অংশ যায় চালের পেছনে। চালের দাম এমন সময়ে বাড়ছে, যখন ভোজ্যতেল, চিনি, সবজি, ডিম, মুরগির মাংসসহ প্রায় সব নিত্যপণ্যের দাম চড়া। খাদ্য অধিদপ্তর বলছে, তাদের গুদামে এখন চালের মজুত ১০ লাখ টনের নিচে নেমেছে, যা গত ১৫ আগস্ট ছিল প্রায় সাড়ে ১৪ লাখ টন। সরকারিভাবে বিতরণ বাড়ানোয় মজুত কমছে। এ অবস্থায় চালের মজুত ও খোলাবাজারে বিক্রি দুটোই বাড়াতে হবে। বিশেষজ্ঞদের মতে, নিরাপত্তা মজুত ও সম্ভাব্য ঘাটতি বিবেচনায় ১০ লাখ টন চাল আমদানি করা দরকার।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক সেলিম রায়হান বলেছেন, বাজার নিয়ন্ত্রণে রাখতে ও কারসাজি ঠেকাতে সরবরাহ বাড়াতে হবে। ব্যবসায়ী ও চালকলমালিকদের কারসাজি নিয়ে মাঝেমধ্যেই কথা হয়। কিন্তু কথা হলো বিড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধবে কে? সব সময়ই কারসাজির বিরুদ্ধে কথা বলা হয়। এবার সরকার এই করসাজির সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিক।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ ট্রেড অ্যান্ড ট্যারিফ কমিশন (বিটিটিসি) সার্বিক পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে সরকারের কাছে দেওয়া একটি প্রতিবেদনে বলেছে, চাল আমদানি বাড়াতে শুল্ক-কর পুরোপুরি তুলে নেওয়া দরকার। সরকার ২০ অক্টোবর এক দফায় চালের শুল্ক-কর সাড়ে ৬২ শতাংশ থেকে কমিয়ে ২৫ শতাংশে নামিয়েছে।

এদিকে গতকাল রাতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে চাল আমদানিতে শুল্ক পুরোপুরি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এ সিদ্ধান্তে আমদানি বাড়বে বলে আশা করা যায়। তাতে বাজারেও চালের দামের ক্ষেত্রে ইতিবাচক প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। দ্রুততম সময়ে প্রয়োজনীয় পরিমাণে চাল আমদানির বিষয়টি নিশ্চিত করার পাশাপাশি বাজারেও সরকারের তদারকি ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে, যাতে শুল্ক তুলে নেওয়ার সুবিধা ভোক্তারা পান।

বান্দরবানে ছাত্রাবাস

প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করুন

পার্বত্য চট্টগ্রাম শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসুবিধায় পিছিয়ে আছে, তা সবার জানা। দুর্গম পাহাড়ে থাকা বাসিন্দাদের জন্য মৌলিক এসব সুবিধা একেবারেই অপ্রতুল। এর জন্য তাদের উপজেলা বা জেলা শহরে আসতে হলে সবার পক্ষে তা সম্ভব হয় না। শিক্ষাসুবিধা নিশ্চিত করতে পার্বত্য চট্টগ্রামের একটি জেলা বান্দরবানের সাতটি জেলায় আটটি সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ে একাডেমিক ও ছাত্রাবাস ভবন নির্মাণের প্রকল্প নেওয়া হলেও তা বাস্তবায়নে দীর্ঘসূত্রতা তৈরি হয়েছে। এসব ভবনের কাজ কবে শেষ হবে, কেউ জানেন না।

প্রথম আলোর প্রতিবেদন জানাচ্ছে, পাঁচ বছর আগে বান্দরবান উচ্চবিদ্যালয়, বান্দরবান সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, রুমা উচ্চবিদ্যালয়, থানচি উচ্চবিদ্যালয়, রোয়াংছড়ি উচ্চবিদ্যালয়, লামা উচ্চবিদ্যালয়, আলীকদম উচ্চবিদ্যালয় ও নাইক্ষ্যংছড়ি উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য আটটি ছয়তলা বিদ্যালয় ভবন, আটটি পাঁচতলাবিশিষ্ট ছাত্রাবাস এবং ছয়টি তিনতলার ঊর্ধ্বমুখী একাডেমিক ভবনসহ মোট ২২টি ভবন নির্মাণের কথা রয়েছে। এ জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৭৫ কোটি ২৪ লাখ টাকা। এর মধ্যে থানচি ও লামা উচ্চবিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনের কাজ শুরু হয়নি। শুরু হয়নি সাত উপজেলার আটটি বিদ্যালয়ের আটটি ছাত্রাবাসের কাজও।

প্রকল্প-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা জানাচ্ছেন, কাজের প্রাক্কলিত মেয়াদ আগামী জুনে শেষ হওয়ার কথা। এর মধ্যে দুটি বিদ্যালয় ও আটটি ছাত্রাবাসের ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করতে না পারায় মেয়াদ বাড়িয়ে কাজ শুরুর প্রক্রিয়া চলছে। জায়গার সমস্যা, পুরোনো ভবন অপসারণে জটিলতা, দুর্গমতা এবং অশান্ত পরিস্থিতির কারণে কাজের অগ্রগতি কম। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এসব কারণে পাঁচ বছর ধরে প্রকল্পটি ঝুলে থাকা কতটা যুক্তিসংগত?

পাহাড়ের দুর্গম এলাকা থেকে অনেক শিক্ষার্থী জেলা-উপজেলা শহরগুলোতে পড়তে আসে। আবাসন সুবিধা না থাকার কারণে বাধ্য হয়ে নিজ খরচে ভাড়া বাসায় থাকতে হয় তাদের। সবার সে সামর্থ্য না থাকায় অনেকে প্রাথমিক শিক্ষার পর ঝরে পড়ে। ফলে একাডেমিক ভবনসহ ছাত্রাবাসগুলো যথাসময়ে নির্মিত হওয়া জরুরি।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের নির্বাহী প্রকৌশলী মিজানুর রহমান বলেন, কাজে তাঁদের কোনো অবহেলা নেই। পুরোনো কাঠামো ভেঙে নতুন ভবন করতে অনেক দীর্ঘসূত্রতা, করোনা মহামারি, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনে সমস্যাসহ নানা কারণে কাজ বিলম্বিত হচ্ছে। তবে এবার একটা পর্যায়ে এসেছে এবং কাজের অগ্রগতি হবে। জুনের মধ্যে কয়েকটি বিদ্যালয় ভবন হস্তান্তর করা সম্ভব হবে।

আমরা কাজের অগ্রগতির বিষয়ে আশাবাদী হতে চাই। সব কটি ভবন আগামী জুন মাসের মধ্যে শেষ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হোক। প্রকল্পের মেয়াদ বাড়িয়ে আবারও প্রকল্পটি ঝুলে যাক, তা আমরা চাই না। সেই সঙ্গে ভবনগুলো হস্তান্তর করার পর যাতে পড়ে না থাকে অর্থাৎ দ্রুততম সময়ের মধ্যে চালু করা যায়, সে ব্যাপারেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে গুরুত্ব দিতে হবে।

চিঠিপত্র

কৃষি ও কৃষক

কৃষিনির্ভর দেশের উন্নয়ন নির্ভর করে সে দেশের কৃষির ওপর। আর কৃষি নির্ভর করে কৃষকদের শ্রম ও মেধার ওপর। আমাদের বেঁচে থাকার জন্য কৃষকেরা পরিশ্রম করে খাদ্য উৎপাদন করেন। কিন্তু তাঁরা এই পরিশ্রমের যথাযথ মূল্য পান না।

অর্থনৈতিক বৈষম্য, বাজারের অস্থিতিশীলতা ও সরকারি সহযোগিতার অভাবে কৃষকেরা প্রায়ই দুঃখ-দুর্দশায় দিন কাটান। রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে কৃষকদের প্রাপ্য সম্মান ও মর্যাদা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়। রাজনৈতিক নেতারা বা সমাজের উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষেরা কৃষকদের প্রতি উদাসীন, যা খুবই নিন্দনীয়। কৃষকেরা মাঠে কাজ করে যেসব পণ্য উৎপাদন করেন, সেই পণ্যগুলো তাঁদের কাছে যথাযথভাবে মূল্যায়িত হয় না।

বাজারে পণ্যের দামের অস্থিতিশীলতা, মধ্যস্বত্বভোগীদের অবৈধ মুনাফা এবং সঠিক সরকারি নীতিমালার অভাবে কৃষকদের জীবনযাত্রা দিন দিন জটিল হয়ে উঠছে। তাই কৃষকদের সহায়তা করার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যন্ত জরুরি। উন্নত মানের বীজ, সার ও আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করতে না পারার কারণে উৎপাদন কমে যাচ্ছে। পাশাপাশি পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ এবং বাজারের সুযোগ-সুবিধা না পাওয়ায় তাঁদের পণ্য ন্যায্য দামে বিক্রি হয় না। ফলে অনেক কৃষক অর্থনৈতিক সংকটে পড়ে কৃষি পেশা থেকে সরে আসতে বাধ্য হন, যা কৃষিক্ষেত্রে একটি বিরাট আঘাত।

শুধু সরকার নয়, আমাদের প্রত্যেকেরই কৃষকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। সমাজে কৃষকদের প্রাপ্য মর্যাদা দেওয়ার জন্য সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে।

মো. আবু রায়হান
শিক্ষার্থী, রাজশাহী কলেজ

ব্যাংক সংস্কার

কেমন হবে ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক ব্যাংক

মামুন রশীদ

ইদানীং বেশ কিছু বাণিজ্যিক ব্যাংকের যেমন ত্রাহি মধুসূদন অবস্থা, অন্যদিকে কিছু ব্যাংক, যাদের বেশির ভাগ প্রধান নির্বাহী আন্তর্জাতিক বা বিদেশি ব্যাংক থেকে এসেছেন এবং ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ সুশাসন ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে বেশ বিনিয়োগ করেছেন, তাদের অবস্থা বেশ ভালো বলে শোনা যাচ্ছে। দুর্বল ব্যাংক থেকে তাদের কাছে যেমন গ্রাহকের আমানত চলে আসছে, তেমনি তারাও ব্যবস্থাপনা দক্ষতা ও স্থিতিপত্রের সুচারু ব্যবস্থাপনায় নিরাপদ ইনস্ট্রুমেন্টে টাকা খাটিয়ে মুনাফার অঙ্ক অনেক বাড়াতে পেরেছে।

বাংলাদেশের বৃহৎ বাণিজ্যিক ব্যাংক দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড ব্যাপক সংস্কার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে গেছে ও যাচ্ছে। বাজার ও গ্রাহকের জীবনে আসা পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি ব্যাংকটি বেশ কিছুদিন আগেই অনুধাবন করতে পেরেছে। কয়েক বছর আগে বিশ্বব্যাংকের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আইএফসি ব্যাংকটিতে ইকুইটি পার্টনার হওয়ায় এই পরিবর্তনের গতি আরও বেড়েছে। তারা বাণিজ্য ও ঋণ পরিচালনাসংক্রান্ত প্রক্রিয়াগুলোতে জোর দিচ্ছে এবং একই সঙ্গে কাস্টমার রিলেশনশিপ ম্যানেজমেন্ট মডেলে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনার ওপরও গুরুত্ব দিচ্ছে।

বৃহৎ করপোরেট অ্যাকাউন্ট ব্যবস্থাপনা শাখাগুলো থেকে প্রধান কার্যালয়ে সরিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে ব্যাংকটি সংস্কারকাজ শুরু করেছিল। এরই মধ্যে বাণিজ্যিক ও রিটেইল ব্যাংকিং গ্রাহকদের অ্যাকাউন্টের বিষয়েও একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে। ব্যাংকটির জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তারা আমাকে জানিয়েছেন, এ পদক্ষেপ সার্বিক গ্রাহক সম্পর্ক ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতার উন্নতি ঘটিয়েছে, বিশেষ করে বড় গ্রাহকদের ক্ষেত্রে এবং গ্রাহকদের হকচকিত করে এমন বিষয়গুলো এড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে এবং ভবিষ্যতে গ্রাহকদের আরও ভালো পণ্য সেবা নিশ্চিত করা হবে।

আমরা জানি যে ইস্টার্ণ ব্যাংক, ব্র্যাক ব্যাংক এবং কিছু ক্ষেত্রে ঢাকা ব্যাংক ও প্রাইম ব্যাংকের মতো কিছু ব্যাংকে এরই মধ্যে ব্যবসা ও প্রক্রিয়া কেন্দ্রীয়করণ হয়েছে। ব্র্যাক ব্যাংক প্রযুক্তিসহ সামগ্রিক সক্ষমতা বৃদ্ধিতে ইতিমধ্যে বেশ বিনিয়োগ করেছে। আরও করতে যাচ্ছে বলে জানা গেছে। এই ব্যাংকগুলোর সম্মানিত গ্রাহকেরা প্রাথমিকভাবে কিছু সমস্যার সম্মুখীন হলেও এখন তারা সুবিধা উপভোগ করছে। ভালো কেন্দ্রীয়করণের সঙ্গে সার্বিক সুশাসনের উন্নতি ঘটেছে। একই সঙ্গে সেবার মানও বেড়েছে। বৃহৎ ক্লায়েন্ট গ্রুপের প্রতিটিকে অথবা গ্রাহকদের একটি অংশকে একজন রিলেশনশিপ ম্যানেজারের (আরএম) তত্ত্বাবধানে দেওয়া হয় এবং ওই আরএম গ্রাহকদের বাণিজ্য, ব্যাংকিং লেনদেন ও বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, এমনকি প্রয়োজনে তাদের নির্বাহীদের রিটেইল ব্যাংকিং চাহিদা সমন্বয় সাধন করবেন।

আরএমরা গ্রাহকদের আয়-সম্পদ সম্পর্কে আরও ভালো জানতে পারেন এবং এর ফলে ব্যাংকের জন্য আরও ভালো ব্যবসা ও রাজস্ব নিশ্চিত করতে পারেন।

ব্যাংকগুলো এখন বুঝতে পারছে সিসি (ক্যাশ ক্রেডিট) এবং হাইপো (প্ল্যান্ট ও মেশিনারিজের ওপর প্রাধিকার বা চার্জ) বা অঙ্গীকারের (ব্যাংক নিয়ন্ত্রিত গুদাম থেকে পণ্যের অঙ্গীকারের বিপরীতে ঋণ) দিন শেষ। তারা আরও বুঝতে পারছে যে দীর্ঘমেয়াদি আমানত থেকে সরে এসে তাদের রিটেইলে কারেন্ট ও সেভিংস ব্যাংক ডিপোজিটের মাধ্যমে কম ব্যয়বহুল (লো কস্ট) আমানতের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে এবং নজর দিতে হবে ভালো লেনদেন ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে করপোরেট ব্যাংকিংয়ে আরও ফ্লোট বা লেনদেন মুনাফা অর্জনের প্রতি। ভালো প্রাপ্য ও প্রদেয় ব্যবস্থাপনা ক্রমেই আরও ভালো পারফরম্যান্স ও আগামী দিনের কথা ভাবা ব্যাংকগুলোর জন্য 'মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু' হয়ে উঠছে। বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্কের (বিইএফটিএন) কল্যাণে পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। এখন আবার চলে এসেছে ব্যাংকের মাধ্যমে ইনস্যুরেন্স প্রোডাক্ট বিক্রির কথা কিংবা ব্যাংকের আরও অভিনব সেবার কথা।

দেখা যাচ্ছে, স্মার্ট ব্যাংকগুলো দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অর্থ সংগ্রহ করছে চোখের নিমেষে এবং এর ফলে তারা তাদের বড় গ্রাহকদের দ্রুত ঋণ দিতে বা সমন্বয় করতে পারছে। অন্যদিকে গ্রাহকেরা তাদের ঋণঝুঁকি (লোন এক্সপোজার) কমাতে পারছে এবং এর ফলে সার্বিক ব্যয়ও কমাতে পারছে।

কেন্দ্রীয়করণের ফলে ব্যাংকের জ্যেষ্ঠরা গ্রাহক ব্যবসা ও ক্রটির প্রতি বাড়তি নজর দেওয়ার পাশাপাশি আরও ভালো রিস্ক ম্যানেজমেন্ট বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে পারবেন। এ ব্যাংকগুলো যেহেতু ঐতিহ্যগত শাখাভিত্তিক মডেল থেকে সরে আসছে, তাই শাখার কর্মকর্তাদের হাতে এখন বেশি সময় থাকবে এবং তাঁরা এখন গ্রাহকসেবায় আরও বেশি সময় দিতে পারবেন। এ শাখাগুলো সম্পূর্ণরূপে বিক্রয় ও সেবাকেন্দ্র হয়ে উঠছে। নিজেদের গ্রাহকদের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট শাখার যে আয় হবে, তাতেও তাদের অংশ থাকবে। তাদের বড় গ্রাহকদের সহায়তা দেবে কেন্দ্রীভূত রিলেশনশিপ ম্যানেজার বা 'আরএম' টিম। ওপরে উল্লিখিত মানের কারণে গ্রাহকেরাও আরও ভালো পণ্য সহযোগিতা ও সেবা পাচ্ছে।

আমি বলব, শুধু কেন্দ্রীয়করণই উত্তর হতে পারে না। একটি সঠিকভাবে অঙ্কিত ক্রেডিট বা ঋণনীতির প্রয়োজন রয়েছে আমাদের। আমাদের বেশির ভাগ অর্থ কোথায় রাখব? ৫ বা ১০ বা ২৫ বছর পর কোন খাত বেশি করে বিনিয়োগকারীদের মনোযোগ আকর্ষণ করবে? সময়ের বিবর্তন ও গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে কীভাবে প্রোডাক্ট ডেভেলপমেন্টের রূপ পরিবর্তন করা উচিত? বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন দ্রুত আমাদের গ্রাহকদের জীবন পরিবর্তন করছে। এদের সঙ্গে তাল মেলানোর জন্য আমাদের দ্রুত পরিবর্তন আনতে হবে এবং সঠিক পণ্যের পরিকল্পনা করতে হবে।

বলা হয়, ব্যাংকের সুদ ও ফি আয়ের অনুপাত হওয়া উচিত ৫০-৫০। একটি স্মার্ট ব্যাংক সব সময় চেষ্টা করবে সুদের বদলে ফি আয় বৃদ্ধির এবং এভাবে ধীরে ধীরে ব্যালান্স শিট ঝুঁকি এড়াবে। একটি ভালো ব্যাংক সব সময় চেষ্টা করবে করপোরেট পরামর্শ, বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়, কাঠামোবদ্ধ অর্থায়ন বা সিন্ডিকেশন থেকে নিজেদের জন্য বেশির ভাগ অর্থ আয় করতে, যেখানে তারা অন্যদের সঙ্গে দায় শেয়ার করার মাধ্যমে ঝুঁকি কমাতে পারবে। ২০০১ সালে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক হাসপাতাল গড়ে তোলার লক্ষ্যে অর্থ সংগ্রহ করেছিল; কিন্তু কারও নিজ স্বার্থে ব্যবহারের জন্য সে অর্থ ঋণ দেয়নি। ব্যাংকটি শীর্ষ ব্যবস্থাপক হিসেবে সিন্ডিকেটেড অর্থায়নটিকে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং অন্যান্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এতে বিনিয়োগ করেছিল।

আমরা ব্যাংকগুলোকে মেয়াদি আমানত বা নিহিত সম্পদ অচল করার কথা বলছি না। একটা পর্যায় পর্যন্ত এটা রাখা যেতে পারে। তবে তাদের নজর সব সময় থাকা উচিত আরও ভালো রিস্ক বা ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মুনাফা বাড়ানোর প্রতি। বৃহদংশ ম্যাচিং ডিপোজিট ছাড়া নির্দিষ্ট সুদহারে মেয়াদি ঋণগুলো বিপজ্জনক হতে পারে। অন্যদিকে মেয়াদি আমানতের জন্য সুদহার নিয়ে অতিরিক্ত ইঁদুরদৌড় ব্যাংকগুলোকে তাদের পরিষেবা নিয়ে প্রতিযোগিতা করতে সহায়তা করবে না। পক্ষান্তরে কেউ যদি আন্তব্যাংক বা বাজার আমানতের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীল হয়ে থাকে, তবে সুদহারে যেকোনো অস্থিরতা তাদের বাজেভাবে বিপদগ্রস্ত করতে পারে।

আমার ট্রেজারির ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ক্লড লোবো বলতেন, পরিবর্তন হলো জীবনের সবচেয়ে নিশ্চিত বিষয়। যখন পুরো বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে, তখন তুমি যদি না হও, তবে প্রকৃতপক্ষে তুমি পেছনে হাঁটছ। কে জানে, আজকের বড় ব্যাংকগুলো হয়তো আগামী দিনে না-ও থাকতে পারে, যদি না তারা আমরা যেভাবে ব্যবসা করি বা বড় ব্যবসাগুলোতে যে পরিবর্তন আসবে, তার সঙ্গে যথেষ্ট গতিতে পরিবর্তন না আনতে পারে। 'আমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদের সেবা দিয়েছি'—এ কথা আগামী প্রজন্মের কাছে টিকবে না। আগামী প্রজন্ম স্বল্পতম সময়ে সরবরাহযোগ্য, আন্তর্জাতিক বাজারে পরীক্ষিত স্বল্পতর মূল্যের আরও ভালো পণ্যের দাবি করবে।

কেমন হবে একটি ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক ব্যাংক? এটি কি শুধু সুদের হার বাড়িয়ে মেয়াদি আমানত নিয়ে প্রতিযোগিতা করবে? শুধু পোশাকশিল্পের ঋণপত্র খোলা নিয়ে ব্যস্ত থাকবে? গ্রাহক কি শুধু মেয়াদি ঋণ নিতেই ব্যাংকে আসবে, নাকি চলে যাবে পুঁজিবাজারে? ব্যক্তি ধনীদের জন্য ব্যাংকের পণ্য সেবা কী হবে? কে হবেন অধিকতর প্রযুক্তিনির্ভর সেই ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী? তিনি কি আসবেন কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক থেকে, নাকি একটি 'ফিনটেক' কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা কিংবা চিফ টেকনোলজি অফিসার (সিটিও) হবেন আধুনিক এই ব্যাংকের প্রধান কর্মকর্তা? আমি যে ওপরে কিছু ভালো ব্যাংকের উদাহরণ টানলাম, তাদের সবই কি ৫০ বা ৭৫ বছর পর টিকে থাকবে? এসব প্রশ্নের উত্তরের অপেক্ষায় আছে আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম।

● **মামুন রশীদ** ব্যাংকার ও অর্থনীতি বিশ্লেষক

লিবিয়ার রাজনীতি

মৃত্যুর ১৩ বছর পরও যে কারণে গাদ্দাফি 'জীবন্ত'

মোস্তফা ফেতুরি

গত ২০ অক্টোবর লিবিয়ার প্রয়াত নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফির মৃত্যুর ১৩ বছর পূর্ণ হলো। ২০১১ সালের এই দিনে নিজের জন্মস্থান সির্তে শহর থেকে পালানোর সময় তিনি নিহত হন। শহরটি বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলেছিল। তারা প্রবল আক্রমণ করছিল। পাশাপাশি ন্যাটো বিমান থেকে অবিরাম বোমাবর্ষণ করছিল। ওই সময় শহরটিতে ঢোকা কঠিন ছিল। সেখান থেকে বের হওয়া ছিল প্রায় অসম্ভব। কারণ, গাদ্দাফিকে খুঁজতে তখন সবখানে তল্লাশি চলছিল। পরাশক্তি ড্রোন দিয়ে তাঁকে খুঁজছিল।

গাদ্দাফি নিহত হওয়ার আগমুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর দেহরক্ষী মোহাম্মাদ খলিফা তাঁর সঙ্গেই ছিলেন। গাদ্দাফি নিহত হওয়ার পর খলিফা মিসরে পালিয়ে যান। তিনি এখন সেখানেই বসবাস করছেন। ব্যাপকভাবে ধারণা করা হয়, গাদ্দাফি ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সঙ্গীরা ২০১১ সালের জুন মাসের শুরুতে ত্রিপোলি থেকে সির্তে শহরে পালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেই বহুল প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে মোহাম্মাদ খলিফা বলেছেন, আসলে গাদ্দাফি সির্তে পৌঁছান ওই বছরের ২৩ আগস্ট।

সির্তে শহরের ফ্রিল্যান্স ব্যবসায়ী ফারাজ ইব্রাহিম ওই দিনগুলোর বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছিলেন, তিনি ও তাঁর ভাইয়েরা গাদ্দাফির পক্ষ নিয়ে বিদ্রোহীদের সঙ্গে লড়াই করছিলেন। ওই সময় তাঁর দুই ভাই বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন। তিনি ভাইদের শোকে আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। এ রকম সময় একদিন ভোরে তাঁর এক পরিচিত লোক এসে তাঁকে তাঁর সঙ্গে যেতে বলেন। তিনি ওই ব্যক্তির সঙ্গে রওনা হন। কিন্তু তিনি বুঝতে পারছিলেন না তাঁকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

ফারাজ বলেন, তাঁকে একটি অ্যাপার্টমেন্টে নিয়ে যাওয়া হয়। ভবনটির তৃতীয় তলায় একটি ফ্ল্যাটে নেওয়ার পর তিনি দেখেন সেখানে স্বয়ং গাদ্দাফি বসে আছেন। ফারাজ উত্তেজিত কণ্ঠে বলছিলেন, 'আমি আমার নেতাকে চোখের সামনে এবং নিরাপদ দেখে যারপরনাই খুশি হয়েছিলাম।' এটি ছিল ২০১১ সালের ২৪ আগস্ট, অর্থাৎ গাদ্দাফি নিহত হওয়ার প্রায় দুই মাস আগের ঘটনা।

ওই বছরের এপ্রিল থেকে অক্টোবরের মধ্যে ফারাজের আপন ৪ ভাই এবং তাঁর ১৫ জন আত্মীয়স্বজন 'লিবিয়া ও শহীদ গাদ্দাফির' পক্ষে লড়াই করতে গিয়ে বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন।

ফারাজের দুই ধরনের ভূমিকা ছিল। প্রথমত, সির্তে ও বানি ওয়ালিদে যোদ্ধাদের কাছে গাদ্দাফির নির্দেশ পৌঁছে দেওয়া; দ্বিতীয়ত, সরকারি বাহিনীর খাবার, জ্বালানি, ওষুধসহ জরুরি জিনিসপত্রের সরবরাহ নিশ্চিত করা।

গাদ্দাফির পাশে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত থাকা এবং আজও তাঁকে সমর্থন করা হাজার হাজার মানুষের মতো ফারাজ তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য কোনো অনুশোচনা বোধ করেন না। তিনি বিশ্বাস করেন, তিনি যা করেছেন, তা 'ন্যাটো এবং বিদ্রোহীদের হাত থেকে লিবিয়াকে রক্ষা করার জন্য' করেছেন।

ফারাজের মতো মানুষের লিবিয়ার প্রতি গভীর টান এবং বহিরাগত ন্যাটোর আক্রমণ প্রত্যাখ্যানের প্রেক্ষাপট বিবেচনায় না নিলে গাদ্দাফির প্রতি তাঁদের এই স্তরের আনুগত্য এবং চূড়ান্ত ত্যাগস্বীকারের বিষয়টি সহজে ব্যাখ্যা করা বা বোঝা যাবে না।

কায়রোতে স্বেচ্ছায় নির্বাসনের জীবন বেছে নেওয়া ফারাজ আমাকে ফোনে এ কথা বলেছেন। কায়রোতে পৌঁছানোর আগে তিনি মিসরাতায় বিদ্রোহীদের হাতে ছয় বছরের বেশি সময় ধরে বন্দী ছিলেন। সেখানে বিদ্রোহীদের হাতে তিনি চরম নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন। আসলে মৃত্যুর ১৩ বছর পরেও গাদ্দাফি লিবিয়ায় একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব হিসেবে রয়ে গেছেন। অনেকের মতে, তিনি দেশটির বিভক্ত রাজনৈতিক অঙ্গনে সবচেয়ে জনপ্রিয় রাজনীতিবিদ।

মুয়াম্মার গাদ্দাফি

এই প্রয়াত নেতার প্রতি যে সমর্থন আজও টিকে আছে, তা প্রতিবছরের ১ সেপ্টেম্বর বোঝা যায়। ১৯৬৯ সালের এই দিনে তিনি ক্ষমতায় এসেছিলেন। দিনটি আজও গাদ্দাফি-ভক্তরা লিবিয়ায় উদ্‌যাপন করে থাকেন। ওই দিনটিতে তাঁকে স্মরণ করতে অনেক মানুষ পথে নামে।

এ বছরের উদ্‌যাপনগুলো বেশ বিশদ পরিসরের ছিল। অন্যবারের তুলনায় এ বছর মানুষের সমাগম অনেক বেশি হয়েছে। সির্তে, বনু ওয়ালিদ, দক্ষিণের সেবহা এবং আরও অনেক গ্রাম ও শহরে বহু মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। অনেক তরুণকে এবারের উৎসবে যোগ দিতে দেখা গেছে। তাদের অধিকাংশই ছিল শিশু বা কিশোর, যাদের গাদ্দাফির শাসনের সময়ের জীবন কেমন ছিল, সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই।

মূলধারার মিডিয়ায় গাদ্দাফিকে একজন নির্মম স্বৈরাচার হিসেবে চিহ্নিত করা হয় এবং বলা হয়, অচিরেই তাঁর নাম কেউ মনেও রাখবে না। কিন্তু বাস্তবে তা দেখা যাচ্ছে না। এ বছর বনু ওয়ালিদে বিপ্লব দিবস উদ্‌যাপনের র‍্যালিতে গাদ্দাফির মতো দেখতে এক ব্যক্তিকে গাদ্দাফির মতো পোশাক পরে একটি খোলা জিপে দেখা যায়। তাঁকে ঘিরে জনতার উল্লাস দেখা যায়।

লিবিয়ার বিশিষ্ট কবি, গীতিকার এবং সংগীতজ্ঞ আলী আল-কিলানি মনে করেন, গাদ্দাফি 'মারা যাননি'। কারণ, তিনি লিবিয়ার মানুষের মধ্যে সার্বভৌমত্ব ও মর্যাদার ধারণা সৃষ্টি করে গেছেন। মিসরে নির্বাসিত অবস্থায় থাকা আলী আল কিলানি আমাকে টেলিফোনে বলছিলেন, 'লিবিয়া আবার শত শত গাদ্দাফি সৃষ্টি করবে, যারা লিবিয়াকে গাদ্দাফির শাসনামলের মতোই স্বাধীন ও সার্বভৌম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে।'

এই উদ্‌যাপনগুলো নতুন প্রজন্মের মধ্যে গাদ্দাফির প্রতি একটি বিশেষ আগ্রহের ইঙ্গিত দেয়।

গাদ্দাফির সাবেক সহকারী ও লিবিয়ার সর্বজনশ্রদ্ধেয় প্লাস্টিক সার্জন মুস্তাফা এলজাইদি মনে করেন, 'পশ্চিমারা গাদ্দাফি-পরবর্তী লিবিয়া নিয়ে আগ্রহ দেখায়নি', তাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল গাদ্দাফিকে ক্ষমতা থেকে সরানো এবং এরপর যা-ই ঘটুক, সেটি তাদের কাছে 'ভালো'। তিনি মনে করেন, লিবিয়ায় এখন যে বিভাজন দেখা যাচ্ছে, তার প্রধান কারণ এই বিদেশি হস্তক্ষেপ।

২০১৪ সাল থেকে লিবিয়া দুটি প্রশাসনে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। একটি ত্রিপোলিতে এবং একটি পূর্বের বেনগাজিতে। এই বিভাজন স্থায়ী রূপ নিতে পারে এবং একসময় একক লিবিয়ার পরিবর্তে দুটি দেশে পরিণত হতে পারে। এখানে বলে রাখি, গাদ্দাফি বিদেশি হস্তক্ষেপ কোনোভাবে বরদাশত করতেন না। এটিও তাঁর মরণোত্তর জনপ্রিয়তার আরেকটি বড় কারণ। এখন এটি স্পষ্ট যে ২০১১ সালের ন্যাটোর হস্তক্ষেপ যদি গাদ্দাফির সবকিছু মুছে ফেলার জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে তারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।

● **মুস্তফা ফেতুরি** একজন লিবিয়ান শিক্ষাবিদ এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক

মিডল ইস্ট মনিটর থেকে নেওয়া, ইংরেজি থেকে সংক্ষিপ্ত আকারে অনুবাদ : **সারফুদ্দিন আহমেদ**

ধর্ম

গুজব ও মিথ্যা রটনার ভয়ানক পরিণাম

শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী

ইসলাম সত্য ধর্ম। সত্যতা ও সততা এর মূল চালিকা শক্তি। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নামগুলো ও গুণাবলির একটি হলো 'হক'। হক অর্থ সত্য। অর্থাৎ আল্লাহ সত্য, ইসলাম সত্য।

মুমিন বা মুসলিম হলো সত্যের অনুসারী। জীবনের সব ক্ষেত্রে সব সময় সত্যের অনুসরণ করাই হলো ইমান ও ইসলাম। আল্লাহ তাআলা কোরআন মজিদে বলেন, 'তুমি বলো : সত্য এসেছে, মিথ্যা অপসৃত হয়েছে; নিশ্চয় মিথ্যা দূরীভূত হবেই।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত : ৮১) 'তোমরা সত্যকে মিথ্যার সঙ্গে সংমিশ্রণ করো না এবং জেনেশুনে সত্য গোপন করো না।' (সুরা-২ বাকারা, আয়াত : ৪২)

সত্য সঠিক তথ্য বা সংবাদ জ্ঞানের উৎস। তাই কোনো বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার আগে তথ্য যাচাই করা প্রয়োজন।

কারণ, ভুল তথ্যের ওপর নেওয়া সিদ্ধান্তও ভুল হবে এবং এর পরিণতি দুনিয়া ও আখিরাতে ভয়াবহ হবে। এই বিষয়ে বিশ্বাসী মুমিনদের সতর্ক করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, 'হে মুমিনগণ! যদি তোমাদের কাছে কোনো ফাসিক ব্যক্তি কোনো সংবাদ নিয়ে আসে, তখন তোমরা তা যাচাই-বাছাই করো (তথ্যানুসন্ধান ও সঠিক সূত্র সন্ধান করো), না হলে তোমরা (এ অসত্য তথ্যের ভিত্তিতে) অজ্ঞতাবশত কারও প্রতি আক্রমণ করে বসবে (যা যথাযথ নয়), ফলে তোমরা পরে তোমাদের স্বীয় কর্মের জন্য লজ্জিত হবে।' (সুরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত : ৬)

সত্য সুন্দর হলো ইসলাম। মিথ্যা হলো কুফর এবং জাহেলিয়াত বা মূর্খতা হলো অন্ধকার। মিথ্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে হাদিসে আছে, 'মিথ্যা সব পাপের জননী।' (বুখারি : ৬০৯৪, মুসলিম : ২৬০৭)

স্বরচিত মিথ্যাকে 'ইফতিরা' বলা হয়। মিথ্যা অভিযোগকে 'তুহমত' বলা হয়। তথ্যপ্রমাণ যাচাই-বাছাই না করে অসত্য বা ভুল সংবাদ প্রচার করাও মিথ্যার শামিল এবং অনুরূপ ব্যক্তি মিথ্যাবাদী হিসেবে পরিগণিত।

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কোনো মানুষ মিথ্যাবাদী হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে সে যা শুনে (সত্যাসত্য যাচাই না করে) তাই বলতে বা প্রচার করতে থাকে।' (বুখারি : খণ্ড : ২, পৃষ্ঠা : ৩৪৭, মুসলিম : ৫)

রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'কিয়ামতের আগে ইলম উঠিয়ে নেওয়া হবে, ভূমিকম্প বেশি হবে, সময় সংকীর্ণ হয়ে যাবে, ফিতনা প্রকাশ হবে, হত্যাকাণ্ড-খুনখারাবি বেড়ে যাবে, সম্পদের আধিক্য হবে।' (বুখারি : ১০৩৬)

সাহাবায়ে কিরাম বলেন, সুবহানাল্লাহ! তখন কি মানুষের বুদ্ধিবিবেক থাকবে না? নবীজি (সা.) বলেন,

> প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও জবানের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে ও শান্তি লাভ করে।' (বুখারি : ৯, মুসলিম : ১৬১; মুত্তাফাক আলাইহি)

'না। সে সময় মানুষ বিবেকশূন্য হয়ে যাবে এবং মনে করবে সে-ই সঠিক, আসলে তা নয়।' (মুসনাদে আহমাদ : ৩২: ৪০৯)

নবীজি (সা.) বলেন, 'যারা প্রতারণা করে, তারা আমার উম্মত নয়।' (মুসলিম : ১৪৭) তিনি আরও বলেন, 'প্রকৃত মুমিন একই বিষয়ে দুবার প্রতারিত হয় না।' (বুখারি : ৬১৩৩, মুসলিম : ২৯৯৮; মুত্তাফাকুন আলাইহি)

সঠিক তথ্য-উপাত্তবিহীন ধারণা এবং ভুল ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ গুজব সৃষ্টি করে ও ভুল সিদ্ধান্ত নিতে প্রভাবিত করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান করা থেকে বিরত থাকো। কারণ, অনুমান অনেক ক্ষেত্রেই পাপ।' (সুরা-৪৯ হুজুরাত, আয়াত : ১২)

'যে বিষয়ে তোমার সঠিক জ্ঞান নেই, তা অনুসরণ করো না; নিশ্চয় কান, চোখ, অন্তর—এসবের প্রতিটি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে।' (সুরা-১৭ ইসরা, আয়াত : ৩৬)

রাসুল (সা.) বলেন, 'সাবধান! তোমরা ধারণা করবে না, নিশ্চয় ধারণা করা চরম মিথ্যা।' (বুখারি : ৬০৬৪, মুসলিম : ২৫৬৩; মুত্তাফাক আলাইহি)

রোজ কিয়ামতে হাশরের ময়দানে সব মানুষকে পাঁচটি বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। যথা জীবন, যৌবন, আয়, ব্যয়, জ্ঞান। দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা এবং পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য আমাদের জ্ঞানের অনুসরণ করতে হবে।

বাছবিচার করে সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। বিনা প্রমাণে কাউকে অভিযুক্ত করা তুহমত, যা কবিরা গুনাহ বা মহাপাপ। প্রিয় নবীজি (সা.) বলেন, 'প্রকৃত মুসলমান ওই ব্যক্তি, যার হাত ও জবানের অনিষ্ট হতে অন্য মুসলমান নিরাপদ থাকে ও শান্তি লাভ করে।' (বুখারি : ৯, মুসলিম : ১৬১; মুত্তাফাক আলাইহি)

● **মুফতি মাওলানা শাঈখ মুহাম্মাদ উছমান গনী**
যুগ্ম মহাসচিব, বাংলাদেশ জাতীয় ইমাম সমিতি; সহকারী অধ্যাপক, আহ্ছানিয়া ইনস্টিটিউট অব সুফিজম
smusmangonee@gmail.com

প্রথম আলো
রেজি. নং ডিএ ১৮৮০

সম্পাদক ও প্রকাশক : মতিউর রহমান
মিডিয়াস্টার লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক কর্তৃক গুলশান টাওয়ার (ষষ্ঠ তলা), প্লট ৩১, রোড ৫৩, গুলশান নর্থ বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা-১২১২ থেকে প্রকাশিত

নির্বাহী সম্পাদক : সাজ্জাদ শরিফ
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক : আনিসুল হক

ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা ১২০৮, ১২-১৩ কালুরঘাট ভারী শিল্প এলাকা চট্টগ্রাম ৪২০৮ এবং ফুলদীঘি, বগুড়া ৫৮০০ থেকে মুদ্রিত

প্রধান কার্যালয় : প্রথম আলো ভবন
১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা ১২১৫।
ফোন : ৫৫০১৩৪৩০-৩৩, ০৯৬১৩১১৩৩৬৬

বার্তা বিভাগ ফ্যাক্স : ৫৫০১২২০০, ৫৫০১২২১১
ই-মেইল : news@prothomalo.com
সম্পাদকীয় ই-মেইল : editorial@prothomalo.com

বিজ্ঞাপন : ৫৫০১২২১২
ই-মেইল : ad@prothomalo.com

রাজনৈতিক সাম্য — রাষ্ট্রীয় কাজে সব নাগরিকের মতামত প্রকাশসহ অংশগ্রহণের সুযোগ-সুবিধা থাকাকেই ‘রাজনৈতিক সাম্য’ বলে।

৯ম শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা : শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি

বাংলা | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

আমিনুল ইসলাম, *প্রভাষক*
উত্তরা মডেল স্কুল, ঢাকা

অধ্যায় ২

 # এক কথায় উত্তর

প্রশ্ন : বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে স-এর উচ্চারণ সাধারণত কেমন হয়ে থাকে?
উত্তর : দন্তমূলীয়
প্রশ্ন : ‘অনুষ্ঠান’ শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : ‘ওনুশ্‌ঠান
প্রশ্ন : ‘কথোপকথন’ শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : কথোপোকথোন
প্রশ্ন : ‘অনুগ্রহ’ শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : ওনুগ্‌গ্রোহো
প্রশ্ন : ‘মসৃণ’ শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : মোসস্রিন্
প্রশ্ন : ‘নির্দিষ্ট’ শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : নির্‌দিশ্‌টো
প্রশ্ন : ‘যান্ত্রিক’ শব্দটির প্রমিত উচ্চারণ কী?
উত্তর : জান্‌ত্রিক
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার লিখিত রূপে ব্যবহৃত লিপিটি কোন লিপি থেকে উদ্ভূত?
উত্তর : ব্রাহ্মী
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার প্রাচীন লিখিত রূপের নিদর্শন পাওয়া যায় কবে?
উত্তর : ১৯০৭ সালে।
প্রশ্ন : উনিশ শতকে বাংলার লিখিত রূপ হিসেবে কোন রীতি গড়ে ওঠে?
উত্তর : সাধু রীতি।
প্রশ্ন : সাধু রীতিতে কোন শব্দের ব্যবহার বেশি?
উত্তর : তৎসম বা সংস্কৃত।
প্রশ্ন : চর্যাপদ কোন সময়ে রচিত?
উত্তর : ৬৫০-১২০০ খ্রিষ্টাব্দ।
প্রশ্ন : কোন রীতিতে কেবল লেখ্য রূপ রয়েছে?
উত্তর : সাধু রীতিতে।
প্রশ্ন : কোন রীতিতে বাগ্‌ধারা, ধন্যাত্মক শব্দ ইত্যাদি ব্যবহার কম?
উত্তর : সাধু রীতিতে।
প্রশ্ন : বাংলা ভাষার সংস্কৃত ঘেঁষা লৈখিক রীতিকে কী বলা হয়?
উত্তর : সাধু রীতি।
প্রশ্ন : শিক্ষিত বাঙালি সমাজে সর্বজনমান্য যে বাংলা ভাষা বর্তমানে প্রচলিত রয়েছে, তাকে আমরা কী বাংলা বলি?
উত্তর : প্রমিত বাংলা।
প্রশ্ন : বর্তমানে কোন ভাষা লৈখিক ভাষা হিসেবে সাধু ভাষার জায়গায় নিজের আসন পাকা করে নিয়েছে?
উত্তর : প্রমিত ভাষা।
প্রশ্ন : কোন ভাষারীতি সর্বজনগ্রাহ্য, মার্জিত ও গতিশীল?
উত্তর : চলিত ভাষা।
প্রশ্ন : ভাষার আদর্শ রূপ কোনটি?
উত্তর : প্রমিত ভাষা।

ডিজিটাল প্রযুক্তি
নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

প্রকাশ কুমার দাস, *সহকারী অধ্যাপক*
মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

শিখন অভিজ্ঞতা ৩, সেশন ২

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে নাগরিক সেবায় স্বচ্ছ ও জবাবদিহি নিশ্চিত হচ্ছে?
ক. অ্যানালগ খ. ডিজিটাল
গ. ব্লুটুথ ঘ. ওয়াই-ফাই
২. ডিজিটাল প্রযুক্তির ব্যবহারের কারণে নাগরিক সেবায় কী নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে?
ক. স্বচ্ছতা খ. জবাবদিহি
গ. স্বচ্ছতা ও দায়িত্বশীলতা
ঘ. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি
৩. তথ্য জানার অধিকার উন্মুক্ত করা কিসের মাধ্যমে সহজ?
ক. স্বচ্ছতা খ. দায়িত্বশীলতা
গ. জবাবদিহি ঘ. নাগরিকত্ব
৪. সব নাগরিকের কাছে সব সেবা পৌঁছানোর জন্য মাধ্যম কোনটি?
ক. অ্যানালগ খ. ডিজিটাল
গ. মডেম ঘ. রাউটার
৫. সার্বিকভাবে জনসাধারণের কাছে কাজকর্মের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে কোনটি?
ক. সব প্রতিষ্ঠান খ. সরকার
গ. আইসিটি ঘ. মন্ত্রীপরিষদ
৬. কোন ধরনের পাসপোর্টের জন্য অনলাইনে আবেদন করতে হয়?
ক. ই-পাসপোর্ট খ. পাসপোর্ট
গ. সাধারণ পাসপোর্ট ঘ. গভ-পাসপোর্ট
৭. ই-পেমেন্ট মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে পাসপোর্ট ফি কখন জমা দিতে হয়?
ক. ব্যাংকিং সময়ে খ. ৯টা-৫টা
গ. অফিস সময়ে ঘ. ২৪ ঘণ্টা
৮. অনলাইনে আবেদন জমা দেওয়ার সব তথ্য যাচাই-বাছাই করার পর কী ধরনের তথ্য দিতে হয়?
ক. ইনফরমেট্রিকস খ. বায়োমেট্রিক
গ. বায়োইনফরমেট্রিকস
ঘ. ন্যানোটেকনোলজি
৯. পাসপোর্ট অফিসে আবেদন জমার রসিদ জমা দিলে কী পাওয়া যায়?
ক. পাসপোর্ট খ. নামের লিস্ট
গ. সিরিয়ালের টোকেন
ঘ. ই-ব্যাংকিং
১০. বাংলাদেশের সব নাগরিক এখন কী ধরনের পাসপোর্ট পাচ্ছে?
ক. অ্যানালগ পাসপোর্ট খ. লাল পাসপোর্ট
গ. ই-পাসপোর্ট ঘ. মেয়াদি পাসপোর্ট

সঠিক উত্তর
সেশন ২ : ১. খ ২. ঘ ৩. ক ৪. খ ৫. ক ৬. ক ৭. ঘ ৮. খ ৯. গ ১০. গ

ষষ্ঠ শ্রেণি : বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

বিজ্ঞান | নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন

মেজবাহউদ্দিন আহমেদ, *প্রভাষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৩ ও ৯

 # বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

৩৪. যদি ঘর্ষণ কমানোর জন্য পৃষ্ঠকে মসৃণ করা হয়, তাহলে কী ঘটবে?
ক. তাপ বাড়বে খ. গতি বৃদ্ধি হবে
গ. চাপ কমবে ঘ. স্পর্শতল বাড়বে
৩৫. জাহাজ ও সমুদ্রের পানির মধ্যে ঘর্ষণ কমানোর জন্য কী করা হয়?
ক. পানির তাপমাত্রা বাড়ানো হয়
খ. জাহাজের পৃষ্ঠ মসৃণ করা হয়
গ. জাহাজের ওজন বাড়ানো হয়
ঘ. জাহাজের ওজন হ্রাস করা হয়
৩৬. প্যারাস্যুট ব্যবহারকারীরা কীভাবে নিচে নামেন?
ক. বাতাসের ঘর্ষণ ব্যবহার করে
খ. পৃথিবীর চুম্বকশক্তি ব্যবহার করে
গ. বাতাসের তাপমাত্রা ব্যবহার করে
ঘ. পৃথিবীর ঘূর্ণন ব্যবহার করে
৩৭. কোনো বস্তুর ক্ষমতা বেশি হলে এর শক্তি কী হবে?
ক. বেশি হবে খ. কম হবে
গ. সমান হবে ঘ. শক্তি থাকবে না
৩৮. কোনো বস্তুর কাজ করার সামর্থ্যকে কী বলে?
ক. ক্ষমতা খ. বল
গ. শক্তি ঘ. ভরবেগ
৩৯. কোনো বস্তুকে গতিশীল করলে এর মধ্যে যে শক্তি উদ্ভব হয়, তাকে কী বলা হয়?
ক. বিভবশক্তি খ. যান্ত্রিক শক্তি
গ. গতিশক্তি ঘ. রাসায়নিক শক্তি
৪০. কোনো বস্তুর গতি দ্বিগুণ করলে এর গতিশক্তি কত গুণ হবে?
ক. দ্বিগুণ খ. তিন গুণ
গ. চার গুণ ঘ. পাঁচ গুণ
৪১. ব্যাটারি চার্জ করার সময় বিদ্যুৎশক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
ক. তাপশক্তি খ. রাসায়নিক শক্তি
গ. গতিশক্তি ঘ. আলোকশক্তি
৪২. টেলিভিশনের মধ্যে বৈদ্যুতিক শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
ক. তাপে খ. আলোকশক্তিতে
গ. স্থিতিশক্তিতে ঘ. গতিশক্তিতে
৪৩. একটি বাতিতে বৈদ্যুতিক শক্তি কিসে রূপান্তরিত হয়?
ক. বিভবশক্তি খ. শব্দ শক্তি
গ. আলোতে ঘ. গতিশক্তিতে
৪৪. একটি হিটারে বৈদ্যুতিক শক্তি কোন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়?
ক. তাপশক্তিতে খ. আলোশক্তিতে
গ. শব্দশক্তিতে ঘ. গতিশক্তিতে
৪৫. যখন আমরা বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে পানি গরম করি, তখন বৈদ্যুতিক শক্তির কোন শক্তিতে রূপান্তর ঘটে?
ক. তাপশক্তিতে খ. আলোকশক্তিতে
গ. শব্দশক্তিতে ঘ. গতিশক্তিতে

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৩ ও ৯ : ৩৪. খ ৩৫. খ ৩৬. ক ৩৭. ক ৩৮. গ ৩৯. গ ৪০. গ ৪১. খ ৪২. খ ৪৩. গ ৪৪. ক ৪৫. ক

ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি-১২

ইংরেজি

মো. আফলাতুন, *সহযোগী অধ্যাপক*
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

4. Join the following sentences with the word given in the brackets.
a. This is the pen. I lost it yesterday (which)
b. I was there. There was autumn then. (when)
c. I did the work. I was not satisfied. (but)
d. The boy came yesterday. He is my brother. (who)
e. I will miss you. Anwar will miss you too. (both ___ and)

Answers
a. This is the pen which I lost yesterday.
b. It was autumn when I was there.
c. I did the work but was not satisfied.
d. The boy who came yesterday is my brother.
e. Both Anwar and I will miss you.

5. Fill in the gaps with appropriate words.
a. One who cooks is a ___.
b. One who sells milk is a ___.
c. One who makes furniture is a ___.
d. A man who mend shoes is a ___.
e. A place where sick people are kept is a ___.

Answers
a. chef b. milkman c. carpenter
d. cobbler e. hospital.

6. Transform the following.
a. He is too weak to walk. (Complex)
b. He is the oldest man in the village. (Comparative)
c. In spite of his poverty, he is happy. (Complex)
d. We must obey our parents. (Negative)
e. We eat to live. (Compound)

Answers
a. He is so weak that he cannot walk.
b. He is older than any other man in the village.
c. Although he is poor, he is happy.
d. We cannot but obey our parents.
e. We eat and live.

এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫ : পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস

বাংলা ১ম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মোস্তাফিজুর রহমান, *শিক্ষক*
বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা

প্রবন্ধ : পল্লিসাহিত্য

১০. ‘কেবলি ভুয়া, কেবলি ফক্কিকার’—কোনটি?
ক. সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা
খ. উদ্যম ব্যতীত লোকসাহিত্যবিষয়ক আলোচনা
গ. লোকসাহিত্যের পরিচিতি
ঘ. লোকসাহিত্যের মূল্যায়ন
১১. পল্লিসাহিত্য বলতে আমরা কী বুঝব?
ক. এর উপাদান পল্লির জীবন ও প্রকৃতিকেন্দ্রিক
খ. এ সাহিত্যের অর্ধেক বাস্তব অর্ধেক অবাস্তব
গ. এখানে শহুরে জীবন পুরোপুরি অনুপস্থিত
ঘ. এ সাহিত্য পল্লির চাষাভুষাদের রচনা
১২. ‘পিঁড়েয় বসে পেঁড়োর খবর’—এর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোনটি?
ক. ঘরকা মুরগি ডাল বরাবর
খ. ফেন দিয়ে ভাত খায় গল্পে মারে দৈ
গ. আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবর
ঘ. দুই দিনের বৈরাগী ভাতেরে কয় অন্ন
১৩. নাগরিক সাহিত্যে নেই—
i. কৃষকের কথা, জেলেদের কথা
ii. বাবুদের কথা, সাহেবদের কথা
iii. মুটে-মজুরের কথা, মাঝিদের কথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii
১৪. প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত নারী জ্যোতিষী কে?
ক. মদিনা বিবি খ. রোমাঁ রোলাঁ
গ. বিসমার্ক ঘ. খনা
১৫. ‘ফক্কিকার’ অর্থ কী?
ক. কৌশলী খ. বুদ্ধিজীবী
গ. চতুরতা ঘ. ফাঁকিবাজি
১৬. ‘মৈমনসিংহ গীতিকা’ কে সংগ্রহ করেছেন?
ক. মাইকেল মধুসূদন দত্ত
খ. চন্দ্রকুমার দে
গ. ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন
ঘ. ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ
১৭. ‘পল্লিসাহিত্য’ প্রবন্ধে কোনটি প্রকাশ পেয়েছে?
ক. নাগরিক সাহিত্যের প্রতি তাচ্ছিল্য
খ. লোকসাহিত্যের প্রতি গুরুত্বারোপ
গ. লোকসাহিত্য সংগঠনের আকাঙ্ক্ষা
ঘ. জাতীয় সাহিত্যের বনিয়াদ গঠনের অভিপ্রায়

সঠিক উত্তর
১০. খ ১১. ক ১২. গ ১৩. খ ১৪. ঘ ১৫. ঘ ১৬. খ ১৭. খ

ইংরেজি ২য় পত্র | Prefixes and Suffixes

মো. জসিম উদ্দীন বিশ্বাস, *সহকারী অধ্যাপক*
ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা

 # Complete the text adding suffixes, prefixes or the both with the root words given in the parenthesis.

10.

Education is essential for any kind of (a) ___ (develop) ___. The poor socio-economic condition of our country can be (b) ___ (large) ___ attributed to many people's (c) ___ (accessibility) ___ to education. Many (d) ___ (literate) ___ people do not have any knowledge of health, sanitation and (e) ___ (populate) ___ control. It (f) ___ (able) ___ us to perform our duties (g) ___ (proper) ___. It enhances our (h) ___ (able) ___ to raise crops, store food and protect the (i) ___ (environ) ___. Education helps us to adopt a (j) ___ (ration) ___ attitude. It provides us with an (k) ___ (lightened) ___ awareness about things and this awareness is a (l) ___ (requisite) ___ for social development. So, we should make people aware of the (m) ___ (import) ___ of education so that the country can make progress (n) ___ (rapid) ___.

Answer: a. development; b. largely; c. inaccessibility; d. illiterate; e. population; f. enables; g. properly; h. ability; i. environment; j. rational; k. enlightened; 1. prerequisite; m. importance; n. rapidly.

11.

A (a) ___ (west) ___ survey was conducted on this (b) ___ (quest) ___, "Are social (c) ___ (work) ___ making us social?" The participants are mainly the (d) ___ (net) ___ users of the west 81% opined (e) ___ (affirm) ___. One commented that (f) ___ (smart) ___ detach you from your family and (g) ___ (company) ___ in exchange of an addition to fun. Another comment was that many (h) ___ (virtue) ___ relations are maintained at a time and so they (i) ___ (hard) ___ become deep and reliable. Another (j) ___ (remark) ___ comment was that direct (k) ___ (action) ___ has no alternative for a safe (l) ___ (relate) ___. So it is clear that social networks are often (m) ___ (harm) to our normal (n) ___ (social) ___.

Answer : a. western; b. question; c. networks; d. Internet; e. affirmatively; f. smart phones; g. companions; h. virtual; i. hardly; j. remarkable; k. interaction; 1. relation; m. harmful; n. socialization.

12.

In ancient time, text book was the most (a) ___ (resource) ___ thing for the students. Teachers were the only guides and source of information. The students had to collect all the (b) ___ (inform) ___ from the lecture of their (c) ___ (teach) ___. There was no guidebook or other (d) ___ (refer) ___ books in the market. During that period, a teacher had to deliver a lecture by (e) ___ (study) ___ the textbook. Because of the (f) ___ (situate) ___, the students used to depend on the teachers (g) ___ (complete) ___. As a result, there was a great (h) ___ (relate) ___ between a (i) ___ (teach) ___ and a student. Their (j) ___ (popular) ___ existed among the students in the society. But now students' (k) ___ (depend) ___ on them is little. Nowadays, many (l) ___ (inform) ___ guide books are (m) ___ (avail) ___ in the market. Moreover, private tutors play an important role in their (n) ___ (educate) ___.

Answer : a. resourceful; b. information; c. teachers; d. reference; e. studying; f. situation; g. completely; h. relation; i. teacher; j. popularity; k. dependence; l. informative; m. available; n. education.

পৌরনীতি ও নাগরিকতা
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

মিজানুর রহমান, *শিক্ষক*
ধানমন্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

অধ্যায় ৪

১. রাষ্ট্রের মুখপাত্র হিসেবে ‘দেশ পরিচালনা’ করেন কে?
ক. সরকার খ. জনগণ
গ. সুশীল সমাজ ঘ. বিচার বিভাগ
২. কোনটি ‘সার্বভৌম ও সর্বোচ্চ’ ক্ষমতার অধিকারী?
ক. আমলাতন্ত্র খ. রাষ্ট্র
গ. চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী
ঘ. রাজনৈতিক দল
৩. একটি দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করে কে?
ক. সরকার খ. জনগণ
গ. সেনাবাহিনী ঘ. সচিব
৪. কিসের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র ও সরকারের পরিবর্তন হয়?
ক. সময়ের খ. মন্ত্রিসভার
গ. সংবিধানের ঘ. ক্ষমতার
৫. অর্থনীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রকে কোন দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক. পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক
খ. রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র
গ. সংসদীয় ও রাষ্ট্রপতি শাসিত
ঘ. গণতান্ত্রিক ও একনায়কতান্ত্রিক
৬. কোন ধরনের রাষ্ট্রে নাগরিকেরা সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন?
ক. পুঁজিবাদী খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. একনায়কতান্ত্রিক ঘ. সামরিক
৭. রাষ্ট্র কোন ধরনের প্রতিষ্ঠান?
ক. গণতান্ত্রিক খ. পূর্ণাঙ্গ ও স্থায়ী
গ. ত্রুটিপূর্ণ ঘ. সামাজিক
৮. বিরোধী মত প্রকাশের সুযোগ থাকে না কোন রাষ্ট্রব্যবস্থায়?
ক. পুঁজিবাদী খ. সমাজতান্ত্রিক
গ. গণতান্ত্রিক ঘ. ধনতান্ত্রিক

সঠিক উত্তর
অধ্যায় ৪ : ১. ক ২. খ ৩. ক ৪. ক ৫. ক ৬. ক ৭. খ ৮. খ

আগামীকাল থাকবে

- **নবম শ্রেণি** : বাংলা, ডিজিটাল প্রযুক্তি
- **ষষ্ঠ শ্রেণি** : বিজ্ঞান
- **এসএসসি পরীক্ষা-২০২৫** : বাংলা ১ম পত্র, ইংরেজি ২য় পত্র, পৌরনীতি ও নাগরিকতা
- **ক্যাডেট কলেজে ভর্তি পরীক্ষা** : ইংরেজি
- **নোটিশ বোর্ড** : জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএড ও এমএড প্রোগ্রাম, যশোর শিক্ষাবোর্ডের বিদেশগামী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে সনদ যাচাই

নোটিশ বোর্ড

আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে ভর্তি

■ আদমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুলে ২০২৫ সালে ছাত্র ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
প্রভাতি শাখা : বাংলা মাধ্যম : ১ম শ্রেণি, ইংরেজি ভার্সন : ১ম শ্রেণি।
দিবা শাখা : বাংলা মাধ্যম : ১ম শ্রেণি।
ভর্তির আবেদনের তারিখ : ১-৩০ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত www.acps.edu.bd এর মাধ্যমে অনলাইনে ভর্তি আবেদন করা যাবে।
সাক্ষাৎকারের তারিখ : ৪, ৫ ও ৭ ডিসেম্বর ২০২৪ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যাচাই করা হবে। সাক্ষাৎকারের সময়সূচি স্কুলের ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে।
লটারির তারিখ : ৯ ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখ স্কুল ক্যাম্পাসে লটারি অনুষ্ঠিত হবে।
১ম শ্রেণি ব্যতীত অন্য কোনো শ্রেণিতে ছাত্র ভর্তি করা হবে না। লটারির মাধ্যমে ১ম শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।
বিস্তারিত তথ্য জানতে ওয়েবসাইট : www.acps.edu.bd

বিএএফ শাহীন কলেজে শিশু শ্রেণিতে ভর্তি

■ বিএএফ শাহীন কলেজে শিশু (কেজি) শ্রেণিতে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। প্রভাতি ও দিবা শাখায় (বাংলা ও ইংরেজি ভার্সন)। অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ২৩ নভেম্বর ২০২৪। অনলাইন ভেরিফাইড জন্মসনদ অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে শিক্ষার্থীর বয়স ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে হতে হবে। আবেদনের জন্য www.bafsd.edu.bd ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bafsd.edu.bd

শহিদ বীরউত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে ভর্তি

■ শহিদ বীরউত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে ছাত্রী ভর্তি করা হবে।
প্রভাতি শাখা : বাংলা মাধ্যম- নার্সারি শ্রেণি, ইংলিশ মিডিয়াম- নার্সারি শ্রেণি।
দিবা শাখা : বাংলা মাধ্যম- নার্সারি শ্রেণি। অনলাইনে আবেদন শুরু হয়েছে। আবেদনের জন্য www.bsagc.edu.bd ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে।
আবেদনের শেষ তারিখ : ৯ নভেম্বর ২০২৪।
বিস্তারিত তথ্যের জন্য ওয়েবসাইট : www.bsagc.edu.bd

শুক্রবার, ১ নভেম্বর ২০২৪, ১৬ কার্তিক ১৪৩১
ই-মেইল : chakribakri@prothom-alo.info
ফেসবুক : facebook.com/ChakriBakriZone

প্রাথমিকের তৃতীয় ধাপে উত্তীর্ণ ৬৫৩১

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক পদে তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া) চূড়ান্ত ফল প্রকাশ করা হয়েছে। এতে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ হাজার ৫৩১ জন। গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে এ ফল প্রকাশ করা হয়।

গত ২৮ মে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের জেলাগুলোর (তিন পার্বত্য জেলা ছাড়া) মৌখিক পরীক্ষাসহ নিয়োগপ্রক্রিয়া ছয় মাসের জন্য স্থগিত করেছিলেন হাইকোর্ট। এরপর মৌখিক পরীক্ষা গ্রহণসংক্রান্ত হাইকোর্ট যে স্থগিতাদেশ দিয়েছিলেন, আপিল বিভাগ তা খারিজ করে দেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে মৌখিক পরীক্ষা নেয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর। তবে এই নিয়োগের জন্য লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে গণমাধ্যমে আসা অভিযোগ অনুসন্ধান করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন আদালত। অনুসন্ধান করে তিন মাসের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দিতেও বলা হয়। ২০২৩ সালের ১৪ জুন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। গত ২৯ মার্চ এই দুই বিভাগের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক পদে তৃতীয় ধাপে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের লিখিত (এমসিকিউ) পরীক্ষার ফল গত ২১ এপ্রিল প্রকাশ করা হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী শিক্ষক নিয়োগ পরীক্ষার তৃতীয় ধাপের (৩টি পার্বত্য জেলা ছাড়া ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের ২১টি জেলা) লিখিত পরীক্ষার সংশোধিত ফল পরদিন প্রকাশ করা হয়।

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ জনবল নিয়োগে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তিন ক্যাটাগরির পদে ৯ম থেকে ১৫তম গ্রেডে আটজন কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে।

মেডিকেল অফিসার পদে দুজন নেওয়া হবে। এ পদে বেতন স্কেল ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা। নার্স পদে নিয়োগ পাবেন দুজন। এ পদে বেতন স্কেল ১১,০০০-২৬,৫৯০ টাকা। ড্রাইভার (ভারী) পদে নেওয়া হবে চারজন। এ পদে বেতন স্কেল ৯,৭০০-২৩,৪৯০ টাকা।

যেভাবে আবেদন

আবেদনের শর্ত ও আবেদন ফরম রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর রেজিস্ট্রার কার্যালয় এবং রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ-এর ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়

১০ নভেম্বর, ২০২৪।

পুলিশে এসআই নিয়োগ

প্রার্থী বাছাইয়ের ধাপ ও প্রস্তুতির জন্য করণীয়

আব্দুর রাজ্জাক সরকার, *ঢাকা*

বাংলাদেশ পুলিশে ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর (এসআই-নিরস্ত্র) পদে একটি নিয়োগ চলমান অবস্থায় নতুন আরেকটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে চাকরিপ্রার্থীদের জন্য সুযোগ আরও বেড়েছে। নতুন নিয়ম অনুসারে গত কয়েকটি ব্যাচ থেকে প্রার্থীদের কয়েকটি ধাপে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। সব ধাপে উত্তীর্ণ হতে হলে ভালোভাবে প্রস্তুতি নিতে হবে।

প্রার্থী বাছাইয়ের ধাপগুলো

প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিং

আবেদনকারী প্রার্থীদের মধ্য থেকে এসএসসি, এইচএসসি, ডিগ্রি/স্নাতক/সমমান পরীক্ষার ফলাফল এবং উচ্চতার ওপর ভিত্তি করে নির্ধারিত নিয়োগবিধি অনুযায়ী ওয়েবেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিংয়ের মাধ্যমে নির্দিষ্টসংখ্যক যোগ্য প্রার্থী শারীরিক মাপ, কাগজপত্র যাচাইকরণসহ শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা হবে।

শারীরিক মাপ ও সহনশীলতা পরীক্ষা

ওয়েবেজড প্রিলিমিনারি স্ক্রিনিংয়ে বাছাই করা প্রার্থীদের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা তারিখ, সময় ও স্থানে শারীরিক মাপ, কাগজপত্র যাচাইকরণসহ শারীরিক সহনশীলতা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ ধাপে প্রার্থীকে সাতটি ইভেন্টে অংশ নিতে হবে। ইভেন্টগুলো হলো দৌড়, লংজাম্প, হাইজাম্প, পুশআপ, সিটআপ, ড্র্যাগিং ও রোপ ক্লাইম্বিং। এ ধাপে মোট তিন দিন প্রার্থীর যোগ্যতা যাচাই করা হবে।

লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষা

শারীরিক সক্ষমতা যাচাই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ৩টি বিষয়ে ২৫০ নম্বরের লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। ইংরেজি, বাংলা রচনা ও কম্পোজিশন বিষয়ে ১০০ নম্বর, সাধারণ জ্ঞান ও গণিত বিষয়ে ১০০ নম্বর এবং মনস্তত্ত্ব বিষয়ে ৫০ নম্বরের পরীক্ষা হবে।

কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষা

লিখিত ও মনস্তত্ত্ব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের নির্ধারিত স্থান, তারিখ ও সময়সূচি অনুযায়ী কম্পিউটার দক্ষতা পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। এ পরীক্ষায় মাইক্রোসফট অফিস, ওয়েব ব্রাউজিং ও ট্রাবলস্যুটিং বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।

বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষা

এ ধাপে প্রার্থীদের ৫০ নম্বরের বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। লিখিত, মনস্তত্ত্বসহ বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে নিয়োগবিধি মোতাবেক উত্তীর্ণ প্রার্থীদের ফলাফল প্রকাশ করা হবে।

বাকি অংশ ১৪ পৃষ্ঠায়

প্রার্থী বাছাইয়ের ধাপ

১৩ পৃষ্ঠার পর

স্বাস্থ্য পরীক্ষা
লিখিত, মনস্তত্ত্ব, বুদ্ধিমত্তা ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের কেন্দ্রীয় পুলিশ হাসপাতাল, ঢাকায় নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। স্বাস্থ্য পরীক্ষায় কোনো প্রার্থী একবার অযোগ্য হলে সেই প্রার্থীর আর পরীক্ষা নেওয়া হবে না।

পুলিশ ভেরিফিকেশন
স্বাস্থ্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সময় পূরণ করা পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরম দাখিল করতে হবে। পুলিশ ভেরিফিকেশনে কোনো প্রার্থী সন্তোষজনক বিবেচিত হলেই কেবল প্রশিক্ষণের জন্য প্রাথমিকভাবে মনোনীত করা হবে।

মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্ত মনোনয়ন
মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য মনোনয়ন সিলেকশন বোর্ড কর্তৃক সুপারিশ করা প্রার্থীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষায় যোগ্য ঘোষণা ও পুলিশ ভেরিফিকেশন সম্পন্নের পর সন্তোষজনক বিবেচনায় মৌলিক প্রশিক্ষণের জন্য চূড়ান্তভাবে মনোনীত করা হবে। এ ক্ষেত্রে পুলিশ ভেরিফিকেশন ফরমে প্রার্থী কোনো তথ্য গোপন করলে বা অসম্পূর্ণ, ভুল কিংবা মিথ্যা তথ্য দিলে প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। ক্যাডেট সাব-ইন্সপেক্টর অব পুলিশ (নিরস্ত্র) হিসেবে নির্বাচিত প্রার্থীদের বাংলাদেশ পুলিশ একাডেমি, সারদা, রাজশাহীতে এক বছর মেয়াদি মৌলিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করতে হবে।

প্রস্তুতির জন্য করণীয়
এসআই পদে ৩৯তম ব্যাচে সুপারিশ পাওয়া মো. নাহিদুল ইসলাম *প্রথম আলো*কে বলেন, ১ হাজার ৬০০ মিটার দৌড়ের প্রস্তুতির জন্যে সহনশীলতা বাড়াতে হালকা ওজন নিয়ে দৌড়ানোর চর্চা করতে হবে, শ্বাসপ্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের জন্য নিয়মিত দম চর্চা করতে হবে। হাইজাম্পে লাফানোর ক্ষমতা বাড়াতে স্কোয়াট কৌশলগুলো শিখতে হবে। পুশআপের জন্য প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫টি পুশআপ দিয়ে শুরু করে ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়াতে হবে। সিটআপের জন্য পেটের পেশি শক্তিশালী করতে প্রতিদিন ২০ থেকে ২৫টি সিটআপ দিয়ে শুরু করতে হবে। ওজন টেনে আনার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য ওজন বহন করার কৌশল চর্চা করতে হবে। পুলিশের উপপরিদর্শক মাহফুজার রহমান *প্রথম আলো*কে বলেন, বাংলাদেশ পুলিশের একজন গর্বিত অফিসার হতে হলে প্রার্থীকে অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে দক্ষ হতে হবে। লিখিত পরীক্ষার আগে মাঠের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। এ জন্য একজন প্রার্থীকে কঠোর অনুশীলন করতে হবে। নতুন নিয়মে সাতটি ধাপে মাঠে পরীক্ষা হয়ে থাকে। প্রার্থীকে অবশ্যই মনে রাখতে হবে প্রতিটি ধাপে আলাদা করে পাস করতে হবে। এ জন্য নিয়মিত অনুশীলনের বিকল্প নেই। আবেদন করার সঙ্গে সঙ্গে বাসার আশপাশে মাঠে নিয়মিত দৌড়াতে হবে। এসআই নিয়োগের ভিডিও টিউটরিয়াল ইউটিউবে দেখে লংজাম্প, হাইজাম্প, পুশআপ, সিটআপ, ড্র্যাগিং ও রোপ ক্লাইম্বিং অনুশীলন করতে হবে।

লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির বিষয়ে মো. নাহিদুল ইসলাম বলেন, লিখিত পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং, বানান ঠিক রাখা ও প্রাসঙ্গিক লেখা গুরুত্বপূর্ণ। কল্পনাশক্তি ব্যবহার করে নিজের ভাষায় লেখা এবং নির্ভুল তথ্য ও পরিসংখ্যান দিলে ভালো নম্বর পাওয়া যাবে। প্রতিটি বিষয় আলাদা করে পরিকল্পনা করে প্রস্তুতি নিলে পরীক্ষার দিন ভালো ফল করা সম্ভব। নিয়মিত চর্চা, সঠিক সময় ব্যবস্থাপনা ও মডেল টেস্টের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করতে হবে। ইংরেজি পরীক্ষায় প্রধানত বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময় ধরে বাংলা থেকে ইংরেজি অনুবাদ অনুশীলন করতে হবে। প্রতিদিন এক থেকে দুটি রচনা বা ভাবসম্প্রসারণ লেখার চর্চা করতে হবে। গণিত পরীক্ষায় ভালো করার জন্য মৌলিক গণিতে জোর দিতে হবে। মাধ্যমিক পর্যায়ের বোর্ড বইগুলো থেকে গণিতের মূল বিষয়গুলো ভালোভাবে আয়ত্ত করতে হবে। সাধারণ জ্ঞান অংশের জন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বের চলতি বিষয়গুলো সম্পর্কে ভালো ধারণা রাখা প্রয়োজন। এ ছাড়া নিয়মিত পত্রিকা পড়তে হবে।

জরুরী নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

একটি রিয়েল এস্টেট কোম্পানীতে অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ দেওয়া হবে।

যোগাযোগ ঃ 01733 166838
এএএ এন্টারপ্রাইজ, ২৮/১ টয়েনবী সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি

চাকরি-বাকরি প্রতিবেদক

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় একাধিক পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। এই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৯ ক্যাটাগরির পদে ৩৫ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে।

৩৫ পদের মধ্যে ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক পদে একজন, দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক পদে একজন, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক দুজন, ইতিহাস বিভাগ বিভাগে সহকারী অধ্যাপক একজন, ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ ও ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক দুজন নেওয়া হবে।

এ ছাড়া পেশ ইমাম একজন, কম্পিউটার অপারেটর একজন, অফিস সহকারী কাম ডাটা প্রসেসর একজন, ড্রাইভার (হেভি) একজন, অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার টাইপিস্ট দুজন, স্টোর কিপার একজন, লাইব্রেরি অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন, মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট একজন, প্যাথলজি টেকনিশিয়ান একজন, ড্রাইভার (হালকা) পদে তিনজন, মেকানিক একজন, অফিস সহায়ক পাঁচজন, সিক বয়/সিক গার্ল চারজন ও বাস হেলপার তিনজন নিয়োগ দেওয়া হবে।

যেভাবে আবেদন
আবেদনকারীদের বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত ফরমে আট সেট আবেদনপত্র পাঠাতে হবে।

আবেদনের শেষ সময়
১৭ নভেম্বর, ২০২৪।

ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

মৌখিক পরীক্ষা শুরু ৩ নভেম্বর

বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তরের ১৮ ক্যাটাগরির পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ফটোজিওলজিক টেকনিশিয়ান, সার্ভেয়ার, পরীক্ষাগার সহকারী, ফটোগ্রাফার, ভূপদার্থিক সহকারী, হিসাব সহকারী, গাড তত্ত্বাবধায়ক, অ্যাসিস্ট্যান্ট লাইব্রেরিয়ান, অটো ইলেকট্রিশিয়ান, বই বাঁধাইকার, পরীক্ষাগার পরিচারক, ফিটারমেট, স্টোর সাহায্যকারী, সেকশন কাটার, গেসটেটনার অপারেটর/ফটোকপি অপারেটর, গ্রিজার, অফিস সহায়ক ও নিরাপত্তা প্রহরী পদে লিখিত উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে।

গেসটেটনার অপারেটর/ফটোকপি অপারেটর, বই বাঁধাইকার ও সেকশন কাটার পদের মৌখিক পরীক্ষা ৩ নভেম্বর হবে।

স্টোর সাহায্যকারী ও হিসাব সহকারী পদের পরীক্ষা ৪ নভেম্বর। অফিস সহায়ক পদের পরীক্ষা হবে ৫ নভেম্বর থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত। নিরাপত্তা প্রহরী পদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১৯ ও ২০ নভেম্বর।

EAST WEST UNIVERSITY

Progoti Foundation for Education and Development

Permanent Sanad Holder

Join East West University: Be a Mentor for Future Leaders

Vacancy Announcement
Department of Media Communications and International Affairs

East West University, a leading private university, and an equal opportunity employer invites applications for the following ful-time administrative positions:

Position : Director, Media and Communications

Number of Position: 01

A Director of Media and Communications is a senior leader who promotes and advances the reputation of the University at home and abroad by leading, developing, and enhancing the brand positioning through Communication and PR strategy across the target audience. S/he will work under the guidance of the Vice Chancellor and will be responsible for the smooth functioning of the department and the staff under him/her. Key duties and responsibilities will include:

- Formulate and lead the overall Brand, Communication, and PR Strategy of the University.
- Evaluate, develop, and implement a strategic communication plan to enhance the reputation of the University, nationally and internationally.
- Lead and supervise all PR campaigns and activities.
- Act as the University spokesperson in the print and electronic media.
- Lead and supervise production and design of all visual content in print, electronic, and web media.
- Oversees communication team's expenditure and budgeting process.
- Develop a close working relationship with the Government agencies especially UGC and the Ministry of Education.
- Liaise with other Universities, and educational and research institutions to create positive branding of the University.

Qualifications and Experience:
Master's degree from a reputable university with no third class/division in any examinations. S/he should have at least 15 (fifteen) years of experience in a senior-level administrative position in Universities/Govt/Semi Govt or Private organizations. In addition, s/he should possess excellent interpersonal and communication skills in English and Bangla. and IT knowledge with proficiency in modern computer applications. Professional courses in Advertising, Marketing, Communications, and Business Development will be considered an added advantage.

Age Limit:
Maximum 50 (fifty) years. The age limit may be relaxed in the case of exceptionally qualified candidates.

Position: Content Manager

Number of Position : 01

A Content Manager is a mid-level officer who works under the Director of Media and Communication at the University. S/he is responsible for overseeing the creation of multiple forms of content to enhance the University's visibility to its students, guardians, faculty members, and others in society. His/her duties include creating content to be published in the print and electronic media, websites, and blogs that showcase the University's vision and mission, successes and achievements, it's programs and projects, at present and in future.

Duties and Responsibilities:
A Content Manager's main duty is to maintain the content and ensure that the University's website is updated regularly with relevant and exciting material. Apart from this, s/he should also be able to perform the following daily functions under the supervision of the Director of Media and Communications:

- Overseeing content creation for the university's website and always keeping it up to date.
- Researching and sourcing content from various departments for the university's website and updating the main website of the University.
- Writing, editing, and publishing content pieces to be published in print and electronic media.
- Designing and producing video production on websites, TV and other social media.
- Updating content to ensure that it's current and relevant.

Necessary Skills:
- Proficient in Graphics Design.
- Create Content via blogs, videos, and photos.
- Be able to edit images and videos.
- Optimize copy and landing pages.
- Develop and implement link-building strategy.
- Work closely with various media including social media for suggesting change of contents.
- Recommend changes to website architecture, content, linking, and other factors for improving own position.

Qualifications and Experience:
Bachelor/Master degree from a reputable university with no third class/division/CGPA 3 out of 5 or 2.5 out of 4 in any examinations. S/he should have at least 5 (five) years of experience in a mid-level administrative position in Universities/ Private organizations/ Govt./Semi Govt. In addition, s/he should be able to produce good content for print and electronic media that positively reflects the mission and vision of the University. S/he must possess excellent interpersonal and communication skills in English and Bangla. IT knowledge with proficiency in modern computer applications is essential.

Age Limit:
Maximum 35 (thirty five) years. The age limit may be relaxed in the case of exceptionally qualified candidates.

Salary and benefits commensurate with qualification and experience. Only short-listed candidates will be invited for the next selection process.

Please apply attaching all academic documents, copies of academic & experience certificates through East West University website link **jobs.ewubd.edu** or send your application with a complete cv including all academic documents, copies of academic & experience certificates to the **Chief of HR & Logistics, East West University, Plot: A/2, Jahurul Islam Avenue, Jahurul Islam City, Aftabnagar, Dhaka-1212.**

Application Deadline: 25 November 2024

JOB OPPORTUNITY

A Leading Trading House selling Sewing, Knitting, Dyeing, Finishing Machineries is looking for **Commercial Officer/Executive.**

Education: Commerce graduate from any recognized university/college.

Experience: Letter of Credit related banking works, Amendment, Acceptance, Maturity, Foreign Payment of the Letter of Credit, Shipment, Shipping documents, capable to deal with Bank officials, having fluency in English etc.

Gender: Male, **Age limit:** 30-40 years.

Competent candidates who are professionally dedicated requested to submit/send their application with CV along with supporting documents, one copy of PP-size photograph within **15th November 2024** to the following address.

Any solicitation will immediate disqualification of the respective candidate.

PACIFIC ASSOCIATES LTD.
Human Resource & Admin Department
City Heart (6th floor), 67 NayaPaltan VIP Road, Dhaka-1000, Bangladesh.

International Medical College

Gushulia, Sataish, Tongi, Gazipur.
Phone: 01927873906, 01715244190, E-mail: hra@imchbd.com

REVISED VACANCY ANNOUNCEMENT

International Medicare Limited invites application from competent candidates having drive and initiative for immediate appointment in the following posts with attractive remuneration and fringe benefits.

Sl.	Position	Department	Qualifications
01.	Professor	Pathology, Microbiology & Virology, Medicine, Paediatrics, Gastroenterology, Nephrology, Cardiology, Surgery, Urology, ENT & Head Neck Surgery, Orthopaedics, Ophthalmology, Dermatology & Venereology, Paediatric Surgery, Neuro Surgery, Radiology & Imaging.	MD/MS/FCPS.
02.	Associate Professor		
03.	Assistant Professor		
04.	Registrar	Medicine, Surgery, Gynae & Obs., Ophthalmology, Orthopaedics.	MBBS, Diploma.
		Experience: As per BMDC and Dhaka University rules.	

Interest candidates should apply with full CV, attested copy of all educational qualifications, Updated BM&DC Registration and experience certificates, copy of National Identity Card and 2 recent attested passport size photographs to the **Principal, IMC** Gusulia, Satish, Tongi, Gazipur or e-mail: **hra@imchbd.com** with the name of the post within **14th November, 2024.**

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজ

পিলখানা, ঢাকা-১২০৫

স্মারক নং-বিএমএআরপিসি/১৪৪১/২৪ — **নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি** — তারিখ : ২২/১০/২০২৪

বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ পাবলিক কলেজে নিম্নোক্ত পদসমূহে নিয়োগের জন্য অনলাইনে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে :

ক্রমিক	পদের নাম ও সংখ্যা	বেতন স্কেল	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা
১	প্রভাষক-বাংলা-০১, ভূগোল-০১, পদার্থ-০১, সমাজকর্ম/কল্যাণ-০১, পরিসংখ্যান-০১, মনোবিজ্ঞান-০১	গ্রেড-৯ম ২২০০০-৫৩০৬০	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণির স্নাতক সম্মানসহ স্নাতকোত্তর/ সমমানের ডিগ্রি।
২	প্রদর্শক-পদার্থ-০১, জীববিজ্ঞান-০১	গ্রেড-১০ম ১৬০০০-৩৮৬৪০	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণির স্নাতক/স্নাতকোত্তর/সমমানের ডিগ্রি
৩	সিনিয়র শিক্ষক-রসায়ন-০১, পদার্থ-০১, গণিত-০১, বিজিএস-০১ (ইংরেজি ভার্শন)	গ্রেড-১০ম ১৬০০০-৩৮৬৪০	স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংশ্লিষ্ট বিষয়সহ ২য় শ্রেণির স্নাতক ও বিএড/ স্নাতকোত্তর/ সমমানের ডিগ্রি। বিজিএস বিষয়ে ইংরেজিতে পাঠদানে পারদর্শী হতে হবে।
	সিনিয়র শিক্ষক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি-০১		তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কম্পিউটার বিজ্ঞান/আইটিতে সম্মান অথবা বিজ্ঞানে স্নাতকোত্তরসহ কমপিউটার বিজ্ঞান/ আইটিতে পোস্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা।
৪	হিসাব সহকারী-০১	গ্রেড-১১শ ১২৫০০-৩০২৩০	হিসাব বিজ্ঞান/ ফিন্যান্স/ ম্যানেজমেন্ট বিষয়ে ২য় শ্রেণির স্নাতক/ স্নাতকোত্তর/ সমমানের ডিগ্রি। মাইক্রোসফ্ট অফিস ব্যবহারের দক্ষতা থাকতে হবে
৫	ড্রাইভার-০১	গ্রেড-১৪শ ১০২০০-২৪৬৮০	অষ্টম শ্রেণি পাশ ও সংশ্লিষ্ট কাজের বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। লাইট ও হেভি ভেহিক্যল (বাস চালনায়) ড্রাইভিং-এ বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।
৬	খণ্ডকালীন পরিবেশ সহায়ক-০১	মাসিক সর্বসাকুল্যে ১২,০০০/-	৮ম শ্রেণি পাশ। সংশ্লিষ্ট পদে কাজের অভিজ্ঞতা অগ্রগণ্য।

আবেদনের নিয়মাবলী :
- লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার তারিখ SMS এর মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হবে।
  বিস্তারিত তথ্যাবলির জন্য www.abdurroufcollege.ac.bd এ ভিজিট করুন। আবেদন ফি বাবদ ক্রমিক নং-০১ থেকে ০৪ এর জন্য ৫০০ টাকা ও ক্রমিক নং-০৫ ও ০৬ এর জন্য ৩০০ টাকা এবং সকল পদের অনলাইন সার্ভিস চার্জ বাবদ ৩০/- টাকা পরিশোধ করতে হবে।
- হেল্পডেস্ক নং- ০১৭৯১৩৫০২৬৮, ০২-৫৮৬১৬৪৪৮।
- সকল পদে ০৩/১১/২০২৪ হতে ১৯/১১/২০২৪ পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
- প্রতিষ্ঠানের নিয়মানুযায়ী বাড়িভাড়া ভাতা, চিকিৎসা ভাতা, কন্ট্রিবিউটরি প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুয়িটি ও অন্যান্য সুবিধা দেয়া হবে।
- শিক্ষা জীবনের সকল স্তরে কমপক্ষে ২য় বিভাগ/ শ্রেণি থাকতে হবে।
- শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে।
- অবেদনের সাথে জীবন বৃত্তান্ত, নম্বরপত্রসহ অবশ্যই সকল প্রকার একাডেমিক কাগজপত্র সংযোজন করতে হবে।
- কোন রকম তদবির/ সুপারিশ প্রার্থীর অযোগ্যতা বলে বিবেচিত হবে।
- কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনবোধে নিয়োগ কার্যক্রম বাতিল, পদ সংখ্যা কম/বেশি এবং পদ পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারবেন।

অধ্যক্ষ

Aristopharma is a leading pharmaceutical company in Bangladesh having business operation both in Bangladesh & around 33 foreign countries. We manufacture diversified dosage forms in our two plants located at Shampur, Dhaka & Gachha, Gazipur. Our continuous expansion program has opened some job opportunities for the following position:

Medical Information Officer

Eligibility
- Masters/Graduate
- Male in sex with age limit **upto 32 years**
- Willing to work anywhere in Bangladesh
- Candidates having 1 to 2 years relevant experience can also apply

Key Responsibility
- To visit doctors with product information & generate prescriptions from them
- To collect orders from chemist shops & achieve the sales target

Benefits Offered
- **Highest salary** in the industry with additional TA/DA
- Yearly 4 bonuses
- Foreign tour & extra incentives against achievement
- Employee assistance fund & group life insurance
- Marriage allowance, child's birth & school admission allowance
- Smartphone, motorcycle, leave encashment, provident fund, gratuity, profit participation fund and many more.

Interview Schedule

November 04, 05 & 06, 2024
(Between 9 am to 4 pm)

Dhaka
Aristopharma Principal Office
7, Purana Paltan Line,
Dhaka-1000

November 05, 2024
(Between 9 am to 4 pm)

Mymensingh
Matree Saya,
Digarkanda (Kadur More)
Amritola (Shikarikanda),
Mymensingh Sadar, Mymensingh

Jashore
House # 132, Ghope
(Western Side Of Govt. Graveyard),
Jashore

Bogura
C/O. Alhaj Ataur Rahman Khan
Ground Floor, Holding # 1457-00
Chowdhury Lane, Khander
Thanthania, P/S: Sadar, Bogura

Rangpur
House # 161 (New)
Islambagh, R. K. Road, Rangpur

Interested candidates are invited to come and appear at **Walk-in-Interview** in any of our 5 offices as per given address, date & time with updated CV, 2 recent PP size photographs, National ID card & all academic certificates (Original & Photocopy).

People selected in the primary interview, have to attend a comprehensive training program from **7 November 2024.**

ARISTOPHARMA LTD.

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

দ্রুত সম্প্রসারণশীল আন্তর্জাতিক মানের জিএমপি সার্টিফাইড ন্যাচারাল ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান **নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ** এর সমগ্র দেশব্যাপী বিপণন কার্যক্রমকে আরো গতিশীল ও ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত পদে উদ্যমী, আত্মপ্রত্যয়ী ও পরিশ্রমী প্রার্থীদের আকর্ষণীয় বেতন ভাতাদি প্রদানের ভিত্তিতে দরখাস্ত আহবান করা হচ্ছে।

পদ ঃ মেডিকেল প্রতিনিধি

যোগ্যতা ঃ স্নাতক/এইচ.এস.সি/সমমান (যে কোন বিভাগ)। (অধ্যয়নরত ছাত্রদের আবেদন গ্রহণযোগ্য নয়)।

- প্রার্থীকে নিজ উপজেলায় পোস্টিং দেওয়া হবে (পদ শূন্য থাকা সাপেক্ষে) এবং বয়স সর্বোচ্চ ৪০ বছর।
- প্রার্থীদের সৎ, স্মার্ট ও পরিশ্রমী হতে হবে।

পদ ঃ এরিয়া ম্যানেজার

যোগ্যতা ঃ স্নাতক (যে কোন বিভাগ)।
অভিজ্ঞতা ঃ কোন প্রেসক্রিপশন ওরিয়েন্টেড ঔষধ কোম্পানীতে এরিয়া ম্যানেজার অথবা সিনিয়র এমপিও হিসাবে ৪-৫ বৎসরের কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

পদ ঃ রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার

যোগ্যতা ঃ স্নাতকোত্তর/স্নাতক। (যে কোন বিষয়)
অভিজ্ঞতা ঃ কোন প্রেসক্রিপশন ওরিয়েন্টেড ঔষধ কোম্পানীতে রিজিওনাল সেলস ম্যানেজার অথবা সিনিয়র এরিয়া ম্যানেজার হিসাবে ৪-৫টি এরিয়ায় কাজ করার বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

আগ্রহী প্রার্থীদের ব্যবস্থাপনা পরিচালক বরাবর স্ব-হস্তে লিখিত আবেদনপত্র, পূর্ণ জীবন-বৃত্তান্ত, সদ্য তোলা দুই কপি ছবি, জাতীয় পরিচয়পত্র, সকল শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদের ফটোকপিসহ মেডিকেল প্রতিনিধি, এরিয়া ম্যানেজার ও রিজিওনাল সেলস ম্যানেজারগণ আগামী ০২/১১/২০২৪ ইং থেকে ০৭/১১/২০২৪ ইং তারিখের মধ্যে সকাল ১০টা হতে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত নিম্নলিখিত ঠিকানায় সরাসরি অথবা কুরিয়ার সার্ভিস বা ই-মেইল hrd@neptune.com.bd মাধ্যমে আবেদন পত্র পাঠাতে পারবেন।

ঢাকা ঃ ২/৫, ব্লক-ডি, লালমাটিয়া (খেলার মাঠ সংলগ্ন), মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭। মোবা ঃ ০১৯৩৮৮৮৫২১১
গাজীপুর ঃ ময়মনসিংহ রোড, নিগাত কমপ্লেক্স (এপেক্স হসপিটাল), গাজীপুর। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫০১৭
টাঙ্গাইল ঃ নূর প্লাজা, মেইন রোড, টাঙ্গাইল। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৩৭
নারায়ণগঞ্জ ঃ ১০৩, সিরাজউদ্দৌলা রোড, (মেট্রো সিনেমা হলের পাশ্বে), নারায়ণগঞ্জ। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৪৩
ময়মনসিংহ ঃ ৩৩, সি. কে ঘোষ রোড (মহিলা কলেজের পাশে), ময়মনসিংহ। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫০৬৫
কিশোরগঞ্জ ঃ সিদ্দিক টাওয়ার, (২য় তলা) স্টেশন রোড, কিশোরগঞ্জ। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৪৭
বি. বাড়ীয়া ঃ স্টেশন রোড, বি. বাড়ীয়া। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৮০
সিলেট ঃ সুফিয়া ম্যানশন (নীচ তলা), তালতলা, সিলেট। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৮১
কুমিল্লা ঃ খোরশেদ আলম পৌর মার্কেট (২য় তলা), রামঘাটলা লাকসাম রোড, কান্দির পাড়, কুমিল্লা। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৭৯
নোয়াখালী ঃ অন্তর ভিলা, উজ্জলপুর, নোয়াখালী। মোবা: ০১৬৭১৩১৫৯৭০
চট্টগ্রাম ঃ বি. সি. ডি এস ভবন, ৩৫৮/এ. জে. এম সেন রোড, চট্টগ্রাম। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৭৫
বগুড়া ঃ শেরপুর রোড (ইয়াকুবিয়া স্কুলের দক্ষিণ পার্শ্বে এস. এ পরিবহন সংলগ্ন), সূত্রাপুর, বগুড়া। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫৩৩৮
সিরাজগঞ্জ ঃ এস. এস রোড, সিরাজগঞ্জ। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৫১
রাজশাহী ঃ গৌরহাঙ্গা, গ্রেটার রোড, রাজশাহী। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৫৪
নওগাঁ ঃ দারুস সালাম ভবন, হাসপাতাল রোড, নওগাঁ। মোবা: ০১৭১৬৭২৬৫২৫
পাবনা ঃ সেন্ট্রাল গার্লস হাইস্কুল মার্কেট, স্কয়ার রোড, পাবনা। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৫৫
রংপুর ঃ স্টেশন রোড, শাপলা চত্বর, রংপুর। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৫৯
দিনাজপুর ঃ মডার্ন মোড়, গণেশতলা (পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন), দিনাজপুর। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৫৭
খুলনা ঃ পাওয়ার হাউজ মোড়ের পূর্ব পার্শ্বে, সিটি কর্পোরেশন মার্কেটের ২য় তলা, খুলনা। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৬৩
বরিশাল ঃ সদর হাসপাতাল মসজিদের পাশে, হাসপাতাল রোড, বরিশাল। মোবা: ০১৯৩৮৮৮৫২৭২

নির্বাচিত প্রার্থীদের ঢাকায় দুই সপ্তাহ প্রশিক্ষণে অংশ গ্রহণ করতে হবে এবং প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে থাকা ও খাওয়ার সম্পূর্ণ ব্যয় কোম্পানী বহন করবে।

বি. দ্র. কোন প্রকার আর্থিক জামানত নেওয়া হয় না।

নেপচুন ল্যাবরেটরীজ লিঃ
প্রধান কার্যালয় : নেপচুন হাব: ২/৫, ব্লক - ডি, লালমাটিয়া (খেলার মাঠ সংলগ্ন), মোহাম্মদপুর, ঢাকা - ১২০৭। website: www.neptune.com.bd

পাঠাও তোমার লেখা-আঁকা

গল্প, ছড়া, আঁকাসহ যেকোনো কিছু পাঠাতে ই-মেইল করো এখানে—gollachut@prothomalo.com

ছড়া

মেয়েরা করল জয়

নিভাননা রঙ্গিয়া
তৃতীয় শ্রেণি, নালন্দা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

একের পিঠে দুই
গোলাপ, চাঁপা, জুঁই।

দুইয়ের পিঠে তিন
নাচছি তাধিন ধিন।

তিনের পিঠে চার
বইটা বলো কার?

চারের পিঠে পাঁচ
হলো সোনার গাছ।

পাঁচের পিঠে ছয়
ঘুচল ভূতের ভয়।

ছয়ের পিঠে সাত
হলাম কুপোকাত!

সাতের পিঠে আট
ছোট পুতুলার খাট।

আটের পিঠে নয়
মেয়েরা করল জয়।

নয়ের পিঠে দশ
সাফ ফাইনাল বশ!

অলংকরণ : আরাফাত করিম

আঁকা : **স্বপ্নীল কুমার দাস**
চতুর্থ শ্রেণি, বনফুল আদিবাসী গ্রিন হার্ট কলেজ, ঢাকা

আঁকা : **অতন্দ্রিতা দত্ত**
তৃতীয় শ্রেণি, হলি ক্রস গার্লস হাইস্কুল, ঢাকা

আঁকা : **শারদীন সাফওয়ানা**
দ্বিতীয় শ্রেণি, ওয়াইডব্লিউসিএ হায়ার সেকেন্ডারি গার্লস স্কুল, ঢাকা

আঁকা : **তাহনিয়াত বিনতে মাহাবুব**
দ্বিতীয় শ্রেণি, হাবিপ্রবি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, দিনাজপুর

আমার কথা

ভালোবাসি লাল ইটের দালানটাকে

লেখা ও আঁকা : **রামিসা কামাল**
নবম শ্রেণি, শেরেবাংলা নগর সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, ঢাকা

২ আগস্ট ২০২২। প্রথমবার লাল ইটের দালানটায় পা রাখলাম। নতুন জায়গা, নতুন মানুষ। ভয় ভয় লাগছিল। নতুন স্কুলে যাওয়ার কোনো ইচ্ছাই ছিল না। মন পড়ে ছিল আগের স্কুলে। তবু যেতে তো হবেই। ক্লাসে সেদিন অনেকেই আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল। কোনো কথা না বলে মুখে হাসি হাসি ভাব ধরে রেখেছিলাম। সারাটা দিন বসে ছিলাম মন খারাপ করে।

সেদিন আবার আমার জন্মদিন ছিল। কারও কাছ থেকে শুভেচ্ছা পাইনি। অবশ্য নতুন সহপাঠীদেরই-বা কী দোষ! ওরা তো আমার জন্মদিন জানে না। কেউ তো আমাকে চিনতই না। মনে সেদিন অনেক প্রশ্নই উঁকি দিচ্ছিল। নতুন স্কুলের মেয়েরা কি আমার বন্ধু হবে? আমাকে কি ওদের ভালো লাগবে?

কিন্তু আমার আশঙ্কাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে কিছুদিনের মধ্যেই ওদের সঙ্গে আমার খুব ভালো বন্ধুত্ব হয়ে গেল। যে আমি আগে স্কুলেই যেতে চাইতাম না, সেই আমি যা-ই হোক, স্কুল কামাই করি না।

কড়া রোদে অ্যাসেম্বলি, টিফিনের সময় তেঁতুলতলায় বসে গল্প, টিফিন নিয়ে কাড়াকাড়ি, ক্লাস ফাঁকি দিয়ে করিডর ধরে হাঁটা, স্বাস্থ্য সুরক্ষা ক্লাসে মাঠে যাওয়ার জন্য আপার কাছে বায়না, বাড়ির কাজ না আনলে কান ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা—স্কুলটার আনাচকানাচে কত স্মৃতি!

হয়তো অনেক বছর পর কোনো এক পুনর্মিলনীতে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। কিন্তু তখন সরজিকা আপা দুই বেণি না করার জন্য বকবেন না, নাজমুন নাহার আপা বলবেন না, 'এই মেয়েগুলো এত দুষ্টু কেন!' স্কুলের কোনো এক কোনায় পড়ে থাকা আমাদের হাজিরা খাতাটার ওপর হয়তো ধুলা জমে যাবে। বেঞ্চ ও দেয়ালে লেখা নামগুলো হয়তো অন্য নামের ভিড়ে হারিয়ে যাবে। আর মাত্র একটা বছর, তারপর স্কুল নামক প্রিয় জায়গাটা থেকে বিদায় নিতে হবে।

তাই ঠিক করেছি, যে কটা দিন স্কুলে আছি, অনেক মজা করব। কারণ, এই সুন্দর সময় চাইলেও আর ফিরে পাব না।

সবশেষে বলতে চাই, লাল ইটের দালান, তোমায় বড্ড ভালোবাসি!

বাঁচল একটি ফড়িংয়ের প্রাণ

আফরা ইবনাত
তৃতীয় শ্রেণি
সরকারি বালিকা উচ্চবিদ্যালয়, চুয়াডাঙ্গা

বর্ষাকাল।
একটু পরপর ঝমঝম করে বৃষ্টি হচ্ছে। সেই বৃষ্টির মধ্যে দিলাম অর্ধবার্ষিক পরীক্ষা। রাস্তাঘাট পানিতে একাকার। পরীক্ষার পর কিছুদিনের ছুটি। সেই ছুটিতে আমরা সবাই গিয়েছি নানুবাড়ি। একদিন দুপুর বারোটা নাগাদ আমি, ভাইয়ুনি আর আমাদের গ্রামের বন্ধুরা খেলছিলাম। বাইরে তখন তখন ঝিরঝির বৃষ্টি। তাই আমাদের খেলার মাঠ তখন বারান্দা। হঠাৎ ভাইয়ুনি খেলা ছেড়ে বেডরুমের দিকে গেল। ও ওখানে একটি ফড়িং দেখতে পেল। ভাইয়ুনি ফড়িংটা ধরতে গেল। কিন্তু ফড়িংটা না উড়ে খাটের নিচে চলে গেল। ভাইয়ুনি তখন ফড়িংটাকে খাটের নিচ থেকে ধরে এনে উড়িয়ে দিল। কিন্তু ফড়িংটা উড়তে না পেরে উঠানে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে একটা মুরগি ফড়িংটিকে খেতে দৌড়ে আসতে লাগল। ভাইয়ুনিও কম যায় না। দৌড়ে ফড়িংটিকে বাঁচাতে গেল সে, তাই মুরগিটি পালিয়ে গেল। ফড়িংটির কাছে গিয়ে ভাইয়ুনি লক্ষ্য করল যে তার পাখা দুটি মাকড়শার জালে আটকে আছে। সঙ্গে সঙ্গে জালটি ছাড়িয়ে দিল ভাইয়ুনি। মুহূর্তেই ফড়িংটি ভাইয়ুনিকে ধন্যবাদ জানিয়ে আকাশে উড়ে চলে গেল।

ছবির ধাঁধা

ছবি দুটির মধ্যে ১০টি পার্থক্য খুঁজে পেয়েছি, তুমি কয়টি পাও, দেখো তো…

কোলাজ : আরাফাত করিম

‘বিষের বাঁশী’ ও ‘ভাঙার গান’

নিষিদ্ধের শতবর্ষ

এমরান কবির

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের দুই কাব্যগ্রন্থ *বিষের বাঁশী* ও *ভাঙার গান* নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯২৪ সালের অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে। সে হিসাবে এখন বই দুটি নিষিদ্ধের শতবর্ষ

‘কোনো বইয়ের প্রচার নিষিদ্ধ না করে তাকে বরং জনমতের সঙ্গে সংগ্রাম করে টিকে থাকার সুযোগ দেওয়া উচিত,’ বলেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের বিচারক কুটিক রক। ১৯৪৮ সালে অশ্লীলতার প্রশ্নে একটি মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ালে রায় দিতে গিয়ে কথাটি উল্লেখ করেন তিনি। কথা সত্যও বটে! বই আসলে জনমতের সঙ্গে সংগ্রাম করেই টিকে থাকে। যেমন আজ থেকে শতবর্ষ আগে কাজী নজরুল ইসলামের *বিষের বাঁশী* ও *ভাঙার গান* বই দুটি নিষিদ্ধ করেছিল ব্রিটিশ সরকার। বই ও লেখালেখি নিয়ে ব্রিটিশদের মনোভাব ছিল কঠোর। ব্রিটিশ শাসনামলে বাজেয়াপ্ত বই নিয়ে গবেষণা করেছেন বিষ্ণু বসু, অশোক কুমার মিত্র প্রমুখ। শিশির কর এ ক্ষেত্রে এক কিংবদন্তি। *নিষিদ্ধ নজরুল* আর *ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা বই* নামের দুই গ্রন্থ লিখে সাহিত্যের ইতিহাসে প্রণম্য হয়ে আছেন তিনি। *ব্রিটিশ শাসনে বাজেয়াপ্ত বাংলা* বইয়ে তিনি জানাচ্ছেন, ‘ইংরেজ আমলে ভারতের প্রায় সব প্রাদেশিক ভাষার গ্রন্থই রাজরোষে পড়েছে।’ এ কথা থেকে প্রমাণিত হয় যে ব্রিটিশ সরকার বই ও তার প্রভাব নিয়ে কতটা চিন্তিত ছিল। বই আর লেখালেখি নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা প্রণয়ন করেছিল কয়েকটি আইন। ইন্ডিয়ান প্রেস অ্যাক্ট ১৯১০, নিউজপেপার অ্যাক্ট ১৯০৮, সেডিশিয়াস পাবলিকেশন্স অ্যাক্ট ১৮৮২, ইন্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সি পাওয়ার অ্যাক্ট ১৯৩০ প্রভৃতি।

এই বাস্তবতায় ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয় নজরুলের দুটি বই *বিষের বাঁশী* ও *ভাঙার গান*। বই দুটি নিষিদ্ধও হয়েছিল একই বছর ফৌজদারি বিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে। *বিষের বাঁশী* নিষিদ্ধ হয় ২২ অক্টোবর আর *ভাঙার গান* এর তিন সপ্তাহের মধ্যেই—১১ নভেম্বর ১৯২৪। সেই হিসাবে নজরুলের বই দুটি নিষিদ্ধের এখন শতবর্ষ। তবে শতাব্দী পেরিয়ে জনতার মধ্যে আদৃত হতে হতে কালজয়ী হয়ে গেছে এসব বই। বই দুটি শুধু প্রভাব বিস্তারকারীই নয়, প্রবল আলোচিতও। আর এই ১০০ বছরেও বই দুটির প্রাসঙ্গিকতা একবিন্দু কমেনি। কিন্তু গোরা আমলে বই দুটিকে কেন নিষিদ্ধ করেছিল শাসক? কী ছিল তার পরিপ্রক্ষিত?

‘বিষের বাঁশী’র বিষ

কাজী নজরুল ইসলামের বাজেয়াপ্ত পাঁচটি বইয়ের মধ্যে অন্যতম *বিষের বাঁশী*। বইটি ১৯২৪ সালের আগস্টে প্রকাশিত হয়। প্রকাশক ছিলেন স্বয়ং কবি। প্রচ্ছদ করেছিলেন *কল্লোল*-এর সম্পাদক দীনেশরঞ্জন দাশ। নজরুল তাঁর সম্পর্কে বলেছিলেন, ‘আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু।’ এ বইয়ের ‘কৈফিয়ত’ শিরোনামে ভূমিকায় কবি জানান, ‘“অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড” নাম দিয়ে তাতে যেসব কবিতা ও গান দেব বলে এতকাল ধরে বিজ্ঞাপন দিচ্ছিলাম, সেই সব কবিতা ও গান দিয়ে এই *বিষের বাঁশী* প্রকাশ করলাম। নানা কারণে “অগ্নিবীণা দ্বিতীয় খণ্ড” নাম বদলে *বিষের বাঁশী* নামকরণ করলাম। এ *বিষের বাঁশী*র বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার ওপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।’

ভূমিকার এ অংশ থেকে জানা যাচ্ছে, *অগ্নিবীণার* পরিবর্ধিত রূপ *বিষের বাঁশী*। আর কবির স্বীকারোক্তির মধ্যেই রয়েছে এই কাব্যের বিশেষ উদ্দেশ্যপূর্ণ শিল্পিত মনোভাব। বইটি প্রকাশের পর প্রভাবশালী সাময়িকী *প্রবাসী*তে বলা হয়েছিল, ‘কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ে রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপীড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।’

এই যে ‘নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ’ করা, এটি আমাদের দেশমাতার জন্য শুভকর হলেও ব্রিটিশ শাসকের জন্য মোটেও শুভকর ছিল না। দেশবাসী লুফে নিলেও কেউ কেউ বৈরী হয়ে উঠলেন। এমন একজন অক্ষয় কুমার দত্ত গুপ্ত। পেশায় তিনি ছিলেন বেঙ্গল লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান। ১৯২৪ সালের ২১ আগস্ট বইটি নিয়ে সরকারের পাবলিক ইনস্ট্রাকশন বিভাগকে চিঠি লেখেন তিনি। সে চিঠির কিছু অংশ এ রকম, ‘অস্বচ্ছ ধারণার ওপর ভয়াবহ উদ্দেশ্য সাধন করতে বারংবার যেসব উত্তেজক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে রক্ত, স্বৈরাচার, মৃত্যু, আগুন, নরক, দানব ও ব্রজের মতো শব্দ।’ অক্ষয়বাবুর আবেদন বিফলে যায়নি। কয়েক দফা চিঠি-চালাচালির পর একই বছরের ২২ অক্টোবর চিফ সেক্রেটারি এ এস মোবারলের স্বাক্ষরে *বিষের বাঁশী* বাজেয়াপ্ত করার আদেশ জারি হয় এবং তা প্রজ্ঞাপন আকারে ছাপা হয়।

এ আদেশের পর বই আটকাতে নেমে পড়ে পুলিশ। কলকাতার চিফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিস্ট্রেট কাজী নজরুল ইসলামকে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।

তবে কী আছে বইটিতে, যে জন্য *প্রবাসী* থেকে লাইব্রেরিয়ান হয়ে বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তা মারফত শেষ পর্যন্ত এটি বাজেয়াপ্ত হলো? *বিষের বাঁশী*র প্রথম কবিতা ‘অভিশাপ’-এর প্রথম লাইন ‘আমি বিধির বিধান ভাঙিয়াছি, আমি এমনি শক্তিমান!’ বলা ভালো, নজরুলের ‘বিধি’ কোনো একক অর্থের প্রতিনিধি নয়। শব্দটি নানান অর্থ তুলে ধরে। ব্রিটিশরাজের কাছে এই ‘বিধি’ নিশ্চয়ই তাদের প্রতি নির্দেশ করা হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। বিধির বিধান ভাঙতে যে নিজের শক্তিমত্তার প্রকাশ করবে, সে তো আসলেই ভয়ানক! একই কাব্যগ্রন্থের ‘চরকার গান’-এ কবি লিখেছেন, ‘ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চরকা ঘোর/ ওই স্বরাজ রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর।’ নজরুল চরকার শব্দে স্বরাজ রথের আগমনী শুনতে পান বলেই এ কবিতায় বলেন— ‘ঘুচুক ঘুমের ঘোর’। আবার ‘ঝড়’ নামের দীর্ঘ কবিতার এক জায়গায় আছে— ‘ঝড় কোথা? কই?—/ বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ওই ডাকে ওই—’।

বিপ্লবের লাল-ঘোড়া ডাকার কথা যিনি বলেন, তিনি আর যা-ই হোন, নিরাপদ হবেন না।

‘ভাঙার গান’-এর ভয়াল সুর

ভাঙার গান প্রকাশিত হয় ১৯২৪ সালের আগস্ট মাসে (১৩৩১ বঙ্গাব্দের শ্রাবণে)। প্রকাশক ছিলেন কলকাতার ডি এম লাইব্রেরি এবং *যুগবাণী* পত্রিকার আর্য পাবলিশিং হাউস। একই বছর ১১ নভেম্বর তৎকালীন বঙ্গীয় সরকার বইটি নিষিদ্ধ করে। চমকপ্রদ ব্যাপার হলো, এই নিষেধাজ্ঞা এখনো বলবৎ থাকলেও বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৪৯ সালে।

ভাঙার গান-এর সবচেয়ে বিখ্যাত গান—‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’। এই গান রচনার প্রেক্ষাপটও ঐতিহাসিক। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সম্পাদনায় বের হয় *বাঙ্গালার কথা* পত্রিকা। এ সময় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সংহতি জানিয়ে একের পর এক কারারুদ্ধ হচ্ছেন ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামীরা। চিত্তরঞ্জন দাশও কারারুদ্ধ হলেন। তাঁর স্ত্রী বাসন্তী দেবী দ্বারস্থ হলেন ২২ বছর বয়সী কাজী নজরুল ইসলামের। এ বিষয়ে নজরুলের বাল্যবন্ধু কমরেড মুজাফফর আহমদ তাঁর *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* বইয়ে লিখেছেন, ‘আমার সামনেই দাশ পরিবারের শ্রী সুকুমাররঞ্জন দাশ *বাঙ্গালার কথার* জন্য একটি কবিতা চাইতে এসেছিলেন। অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নজরুল তখনই কবিতা লেখা শুরু করে দিল। সুকুমাররঞ্জন ও আমি আস্তে আস্তে কথা বলতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পরে নজরুল আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে তার সেই মুহূর্তে রচিত কবিতাটি পড়ে শোনাতে লাগল।’ হুগলির জেলে দেশবন্ধুর সঙ্গে অন্য বন্দীরাও গাইতেন এই ‘কারার ঐ লৌহ-কবাট’।

শতাব্দী পেরিয়ে জনতার মধ্যে আদৃত হতে হতে কালজয়ী হয়ে গেছে এসব বই। বই দুটি শুধু প্রভাব বিস্তারকারীই নয়, প্রবল আলোচিতও। আর এই ১০০ বছরেও বই দুটির প্রাসঙ্গিকতা একবিন্দু কমেনি। কিন্তু গোরা আমলে বই দুটিকে কেন নিষিদ্ধ করেছিল শাসক?

ব্রিটিশ শৃঙ্খল থেকে দেশকে মুক্ত করতে তখন আন্দোলন শুরু হয়েছে দিকে দিকে। বিপ্লবীদের বন্দী করে পাঠানো হচ্ছে জেলে। এভাবে পুরো দেশটাই যেন হয়ে উঠেছিল কারাগার। এমন এক সময় বের হয় নজরুলের *ভাঙার গান*। বইটি ব্রিটিশ শাসনের মর্মমূলে আঘাত হেনেছিল। এই কাব্যগ্রন্থে কবি যখন বলেন, ‘বাঙলার শের বাঙলার শির/ বাঙলার বাণী বাঙলার বীর’ কিংবা ‘দুঃশাসনের রক্ত চাই।/ দুঃশাসনের রক্ত চাই।/ অত্যাচারী সে দুঃশাসন/ চাই খুন তার চাই শাসন’ কিংবা ‘আয় ভীম আয় হিংস্র বীর’, তখন ব্রিটিশরাজের সিংহাসন কি টলে ওঠে না? বাংলা তো শোষণের ক্ষেত্র, তারা বীর হবে কেন? এরা দুঃশাসনের রক্ত চায় কীভাবে! আবার ভীমকে ডাকে! পাগলা ভোলাকে আহ্বান করে প্রলয়ের টানে সব গারদের আগল ভেঙে দেওয়ার জন্য! সবচেয়ে বড় কথা, সবকিছুকে পায়ের ভৃত্য করে বন্দী বিপ্লবীদের সব কারাগারের তালা লাথি মেরে ভেঙে ফেলার কথা বলা হয় এখানে।

স্বভাবতই ব্রিটিশরা এগুলো ভালোভাবে নেয়নি। *ভাঙার গান*-এর প্রভাব ছিল গভীরতর। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর বন্ধু দিলীপকুমার রায়কে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘জেলে যখন ওয়ার্ডাররা লোহার দরজা বন্ধ করে, তখন মন যে কী আকুলি-বিকুলি করে, কী বলব। তখন বারবার মনে পড়ে কাজীর সেই গান—“কারার ঐ লোহ-কবাট”।’

পরাধীন ভারতে গানটির প্রভাব বুঝতে ওপরের ঘটনাটিই যথেষ্ট।

‘কারার ঐ লোহ-কবাট’-এর বহিরাঙ্গিকে কবাট ভাঙার কথা থাকলেও আদতে এতে বলা হয়েছে বৈষম্য ভাঙার কথা। সাম্প্রতিক কালের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানেও এই গানের প্রবল উপস্থিতি লক্ষ করা গেছে। গ্রাফিতিতে এখনো গানটির কথা ও ভাব-চিত্র দৃশ্যমান। শতবর্ষ পরে বৈষম্যহীন সমাজের জন্য ছাত্র-জনতা আজ যে নিজের রক্ত ঝরাচ্ছে, জীবন বিলিয়ে দিচ্ছে, তার শুরুটা তো করেছিলেন নজরুল নিজেই। কারাবন্দী অবস্থায় কবি যখন গানটি গাইতেন, তখন বন্দীদের জমানো ক্ষোভ গর্জে উঠত। একই দৃশ্য যেন দৃশ্যায়িত হলো শতবর্ষ পর। সেখানে কেবল শারীরিকভাবেই নজরুল অনুপস্থিত। বাকি সব আগের মতোই। আদতে ইতিহাস বারবার ফিরে আসে। হয়তো সে কারণেই নজরুলকে দিয়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের যে সূচনা, শতবর্ষ পরেও তা চলমান।

ভাঙার গান মূলত গানের বই। এসব গানে আছে সব ধরনের অচলায়তন-দুর্বৃত্তপনা ও বৈষম্য ভাঙার কথা। ব্রিটিশরাজের ভয় ছিল যে এসব ভাঙলে তাদের সিংহাসনও ভেঙে যাবে। তাই তো আটকে দেওয়া হয়েছিল এ গানের সুর। কিন্তু যা শাশ্বত অধিকারের অংশ, তাকে কি নিষেধের বাধা দিয়ে আটকানো যায়! আটকানো যায়নি *ভাঙার গান*-এর সুরকেও। কোথাও কোনো অন্যায়-নিপীড়ন হলেই ওই সুর এখন আরও তীব্রভাবে বাজে।

বই কি কখনো নিষিদ্ধ করা যায়? এই প্রশ্নের এক জুতসই উত্তর দিয়েছেন রুশ লেখক মিখাইল বুলগাকভ তাঁর বই *মাস্টার অ্যান্ড মার্গেরিটার* মধ্যে, ‘পাণ্ডুলিপি কখনোই পোড়ে না।’ বই নিষিদ্ধ নিয়ে এর চেয়ে সত্য আর নেই।

বিশ্বব্যাপী নিষিদ্ধ গ্রন্থের ইতিহাস ও পরিণতি পর্যালোচনা করে দেখা যায়, সেগুলোর প্রচার, প্রসার, পঠন, সংরক্ষণ কোনোটাই শেষ পর্যন্ত রহিত করা যায়নি; বরং নিষিদ্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলোর বেশির ভাগই পেয়েছে ব্যাপক প্রচার। *বিষের বাঁশী* বা *ভাঙার গান*-এর ক্ষেত্রেও এটি সমসত্য। আর এই দুই বইয়ের মধ্যে শৈল্পীর সৌকর্যের পাশাপাশি বিদ্রোহ ও বিপ্লবের যে চিরায়ত উপাদান, সেটিই একে কালোত্তীর্ণ করে তুলেছে। শিকল পরে শিকলকে বিকল করার কথা আছে নজরুলের গানে। এই বই দুটিও যেন নিষিদ্ধ হওয়ার ‘শিকল’ পরে প্রকারান্তরে কর্তৃত্ববাদী শাসকের ‘শিকল’ ভেঙে ফেলতে উৎসাহ জুগিয়েছে কালে কালে, বারবার।

● গল্প

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

কাষ্ঠের পুতুলি নাচে না কুহকে

গোলাম শফিক

খেলতে খেলতে পুতুলকন্যা নিজেও পুতুল বনে। কে নেবে তারে বান্নির আসরে এই খেলা দেখাতে। হয়তো ছোট কাকু কিংবা ভাই-বেরাদর কেউ থাকলে, এই নাচ যদিও ছেলেমেয়ে উভয়কেই টানে। মাইশার মনে পড়ে, পুতুলের ঘর সাজানো সংসার তার কত বড় ছিল! হরেক রকম পুতুল যেমন ছিল, ছিল সোনালি-রুপালি কত না হাড়ি-পাতিল, দা, ছেনা, নারকেল কোরানি, ঢেঁকি, ছোরতা, পানের বাটা, জাঁতি কত কী! কেউ তখন কি ভাবত, এ যে আলতামিরার গুহাচিত্র।

এই পুতুল কী করে নাচে, তা-ই দেখতে সে উৎসুক ছিল, ‘পুতুল নাচ’ কথাটি কানে যখন আসে বারবার। নাচের চেয়ে তার চোখ-কান কম ধাঁধায়নি জরি-পুঁতির পোশাক কিংবা মিহি সুরে পুতুলের কথা বলার ঢং।

অনেকে যেমন বুঝতে পারে না, তারও তেমনি কিছু ঘটনা সময়ের অভিঘাতে বোঝা সাধ্যাতীত হয়ে যায়। কষ্ট করে চালাতে হচ্ছে পড়াশোনা, তেমন আর্থিক অনটন না থাকলেও জন্মায়নি তো সোনার চামচ মুখে নিয়ে। ‘এই মেয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াও’—এই সব কথাকে আমলে নেয় কেমন করে? অসময়ে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হলে কত বাঁকাত্যাড়া পথ ধরতে হয়, এসব মাইশার ভাল্লাগে না। সে দেখেছে, সকাল ৭টা ৪০ মিনিটের পর থেকেই স্কুল-কলেজের ছেলেমেয়েরা মুঠোফোন নিয়ে বসে থাকে। এতে মেয়ের সংখ্যা যে অর্ধেক। বেকার ছেলেমেয়েরা উন্নত সফটওয়্যার ব্যবহার করে অনলাইনে সব টিকিট কেটে নেয়। অতঃপর ৫০ টাকা লাভে ব্ল্যাকারের কাছে বিক্রি করে, ব্ল্যাকার আরও ৫০ কি ১০০ টাকা লাভে যাত্রীর হাতে ছেড়ে দিলে এত হাত বদল হয়ে টিকিটের দাম দ্বিগুণ হয়ে যায়। যখন এক দুপুরে সচরাচর স্টেশনে নিজেই টিকিট কিনতে গিয়ে নাকাল হয়ে রোদ-ঝাঁজালো দুপুরে ফিরছিল, তখন সে সিগন্যাল ঘরটার পাশে জামগাছটার নিচে পাখির ঠোঁটের আঁচড় লাগা জাম দেখতে পেল অগণন, আর রেললাইনের একপাশের পাটগাছের পাতাগুলো রোদের দাপটে মিইয়ে এসেছে, আর মেথরবাড়িটার কাছে দেখল শাঁস খাওয়া কিছু তালের খোসা ছড়িয়ে আছে। পুরো চরাচর তার কাছে মনে হলো, শূন্যতার আস্তরণ বিছিয়ে রেখেছে। কোনো মহাপুরুষ কিংবা মহীয়সীর কথা মনে করতে পারে না, কিন্তু কথাটা আবার কানে বাজল, ‘এই মেয়ে, নিজের পায়ে দাঁড়াও!’ নিজের পায়ে দাঁড়ানোর মানে কি দাঁড়িয়ে থাকা? আমি দাঁড়িয়ে থাকব কেন? আমি তো হাঁটছি। আমি কখনো দাঁড়াব না। তার ভাবনা বহুগামী হয়ে ভিন্ন অর্থ তৈরি করে ফেলে। সে হেঁটেই যাচ্ছে। রোদের ঝাঁজ সইতে না পেরে মাথার ওড়নাটা আঙুল দিয়ে আঁটসাঁট করে দেয়। সে চিন্তা করে, এইভাবে বা অন্যভাবে—কোনোভাবেই নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দরকার নেই। তার চেয়ে আমি যে এখনো প্রৌঢ়াদের স্মৃতিকে স্মরণ করে পাখা বুনি, নকশিকাঁথা সেলাই করি আর সময় পেলে কাপড়ের ওপর করি কারচুপির কাজ, সে ঢের ভালো। এই বয়সের মেয়েরা এখন এসব করে নাকি? এ জন্য ছোটদের কেউ কেউ ওকে কটাক্ষ করে দাদি-নানিও বলে। তবে প্রতিবেশিনী সালমার কথা ওর মনে ধরেছে। সে বলেছিল, ‘মাইশা আপু, তুমি যে এত এত জিনিস বানাইয়া ঘর ভইরা রাখতেছ, কয়দিন পরে তো একটা গুডাউন লাগব। তার চাইতে এইগুলা মেলায় পাঠাইয়া বিক্রি কইরা দেও। কুরিখাই, কামালপুর, ভাগলপুর...। কোনো খরচা নাই, যেখানেই পাঠাও, অটোভাড়া বিশ টেকা। খালি আমরার গ্রামের একটা ছেরা দরকার, কয়দিন বন্দে রাখালি না কইরা তুমার পাংখা-রুমালের পাহারাদার হোক।’ সালমার কথাটা মাইশার মনে থাকে। সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কথা সত্যিই ভাবে, তবে তার কোনো তাড়াহুড়া নেই।

মা-বাবা আর কী ভাবে, সবাই যেমন। মেয়ের একটা বিয়ে দিতে পারলেই বাঁচে। উদ্যোগী ছেলেমেয়েরা যখন ভাবে পড়ালেখার বিষয় নির্বাচন কিংবা কেউ কর্মমুখী হওয়ার তালিমটা একাডেমিক ডিসিপ্লিনের মাধ্যমে নিতে থাকে, গ্রামে থেকেও এখন যেমন কেউ কেউ বিদেশে পড়াশোনার কথা ভাবে, কিংবা কান ভারী হতে হতে ভাবে ইমিগ্র্যান্ট হওয়ার কথা, তখন মা-বাবার এই একটাই কথা কিংবা স্বপ্ন, মেয়ের একটা ভালো বিয়ে হওয়া দরকার। এই রকম বিয়ের প্রসঙ্গ একদিন ওঠায় মাইশা তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে। সে বড় ভাই বকুলকে বলে, ‘বাবা যে বলল, এলাকার অবস্থা ভালো নয়, কী হয়েছে এলাকার?’

‘হয়তো গুন্ডা-মাস্তানের সংখ্যা বাড়ছে।’

‘তাতে আমার কী?’

‘হয়তো ড্রাগির সংখ্যাও নেহায়েত কম হচ্ছে না।’

‘তাতে কার কী বয়ে গেছে?’

‘আরে বুঝলি না, এক অসিলায় বিদায় করা। তবে তুই তো গ্র্যাজুয়েশন করেছিস, এবার বিয়ের কথা একটু করে হলেও ভাবতে হবে।’

‘এখনই আমি বোঝা কাঁধে চাপাতে চাই না।’

‘কেন? সেই কত আগে থেকেই বিয়ের পরও তো মেয়েরা লেখাপড়া চালাচ্ছে। গ্রামে বিবাহিত ছাত্রীর সংখ্যা এখন অনেক।’

‘শুধু এই জন্য বলছি না। সবকিছুরই একটা সময় আছে।’

‘ঠিক আছে, তবে প্রস্তুতি তোকে নিতেই হবে। এটাও যে পরীক্ষা রে পাগলি!’

‘বুঝলাম। কিন্তু এলাকার অবস্থা ভালো নয়, এই অজুহাতে মেয়েকে বিদায় করতে চায়, এ কেমন কথা?’

‘আরে, এটা একটা কথার কথা। তবে এলাকার অবস্থা তো আসলেই ভালো নয়। এনভায়রনমেন্ট হ্যাজার্ড তো আছেই, এটা কি এলাকার বাইরে? এই ধর আমাদের গ্রামে এখন আশপাশের গ্রামের সাতটা ইটখোলা থেকে ধোঁয়া আসে। এই গ্রামে বেশি দিন থাকলে তো তুই একদিন শ্বাসকষ্টে ভুগবি। তার চেয়ে শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মুক্ত হাওয়ায় শ্বাস নে, যা ভাগ্!’

‘ভাইয়ার যে কথা! তুমি এক হাস্যকর, খোঁড়া যুক্তি দিলে। তা ছাড়া এত দিন শরৎ-রবীন্দ্র সাহিত্যে কী পড়লাম, মেয়েরা তো স্বামীর বাড়িতে গিয়ে সাধারণত দমবন্ধ অবস্থায়ই থাকে, নাকি?’

‘ক্ল্যাসিক এখন আর কেউ পড়ে না, তুই সেকেলে। তাই এসব বলছিস।’

‘মেনে তো নিলাম সব। কিন্তু বিয়েটা এখনই মানতে পারছি না।’

হাজার কথার মধ্যে মাইশা চাকরির প্রস্তুতি নিতে থাকে জোরেশোরে। কোনো কথাই সে কানে তোলে না। তবু একদিন অলক্ষ্যে তার বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। সে বুঝতেই পারেনি, প্রতিবাদ বা ভাঙনের সুর তোলার আগেই দিন-তারিখ ঠিক করা সারা। ভাইকে সে বলেছিল, ‘তোমরা এ বিয়ে ভেঙে দাও। না হলে আমি প্রশাসনে খবর দেব। বলব, নিজের অমতে বিয়ে দেওয়া হচ্ছে।’ বকুল কিছুটা কটাক্ষের সুরেই বলেছিল, ‘তাতে কোনোই কাজ হবে না রে। ইহা নয় বাল্যবিবাহ!’ তবে বোনের রুদ্রমূর্তি দেখে বকুলের স্বর কিছুটা নরম হয়ে আসে। অনেক বুঝিয়েসুঝিয়ে বলে, ‘অলরেডি আমরা কথা দিয়ে ফেলেছি, বাড়ির একটা ইজ্জত আছে, কথাটা তোর মাথায় রাখা দরকার।’

মাইশাও যেনতেন মেয়ে নয়, বদনকেতাবে সহস্র ঘাঁটাঘাঁটি করে মাতাফ সম্পর্কে ভালোভাবে জেনে, একটা প্রারম্ভিক জানাশোনা তৈরি করে এতে সে সম্মতি দেয়। ভাবে, একদিন না একদিন তো বিয়ের পিঁড়িতে বসতেই হবে, যদিও জীবনটাকে এখনো অসম্পূর্ণই মনে করে। অবস্থাদৃষ্টে মনে হয়, তার পূর্বশর্ত পূরণ হচ্ছে, হয়তো সে মনের মতো একটা স্বামী পেতে যাচ্ছে, যৌতুকের গন্ধ যেমন থাকবে না, থাকবে না উটকো অন্য কিছুও। তার থাকবে পূর্ণ স্বাধীনতা। তবু এইভাবে মেনে নেওয়াটাকে নিজের কাছে মনে হচ্ছে, কাষ্ঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচে!

অবশেষে প্রত্যাশাপূরক বিয়েটা হয়ে গেল মহা ধুমধামে। নিয়তির বরপ্রাপ্ত কতশত বরযাত্রী! নিয়ে এসেছে উনচল্লিশটা মাইক্রোবাস, সাতানব্বইখানা মোটরবাইক। তাদের শোডাউনের কোনোই কমতি নেই। এ অঞ্চলের মানুষ এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হলেও অতগুলো যন্ত্রযানের একত্র উপস্থিতির চমকে তারা চমকে যায়। যানগুলো পার্কিং করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছে ম্যানেজমেন্টের লোকজন। বরের দল কী মনে করে কজন নিরাপত্তারক্ষী ভাড়া নিয়ে এসেছিল। পাকা রাস্তার বাইরে বাড়ির আঙিনা পর্যন্ত কেবল এক জোড়া প্রাইভেট কার নেওয়া সম্ভব হয়েছে। গাড়িগুলোর পার্কিংয়ের লেজ অন্য লাগোয়া গাঁ পর্যন্ত গিয়ে ঠেকে। তবু কেউ কেউ বলছে, ‘অ্যাহ্ দেখা আছে, আমাদের গ্রামের সদরুল আলম তো হেলিকাপ্টারে কইরা বউ আনছিল, তোমাদের দেড় শ গাড়ি মিলাইয়াও একটা হেলিকাপ্টারের সমান না।’ কিন্তু যাত্রীরা হুঁশিয়ার, কোনো কথাই কানে তুলবে না—এ রকম একটা সিদ্ধান্ত আগেভাগেই নিয়ে রেখেছিল। তবে কনের বাড়ির লোকেরা যে মহা খুশি, তা তাদের আচার-আচরণেই বুঝে গেছে জামাইযাত্রীর দল।

ঘরভর্তি মানুষ কত কথা বলছে, এরা তো সব কথারই ব্যাপারী। বলে কিনা, ‘মেয়েকে এইভাবে কেউ খালি হাতে শ্বশুরবাড়িতে পাঠায়?’

সারা দিনের কোলাহলের পর গাড়ির বহর বউ নিয়ে চলে গেলে যে শূন্যতা তৈরি হয়, তা পুরো গ্রামকেই গ্রাস করে। কোলাহল গিয়ে ভর করে মাতাফদের গ্রামে। মধ্যরাতে যানবাহনের আলোর ঝলকানি আর ভটভট শব্দে পুরো গ্রাম জেগে ওঠে। ঘুমভাঙা মানুষগুলো স্বাভাবিক হলে মনে করে, কেবল সন্ধ্যা লেগেছে। তবু রাতটি গড়িয়েই যায়। এই জন্য বলা চলে না বাসররাত, মাইশার হয় বাসরভোর।

অনেক দেরি করে ঘুম থেকে উঠলেও ওর ঘুমকাতুরে ভাব যায় না। ঘরভর্তি মানুষ কত কথা বলছে, এরা তো সব কথারই ব্যাপারী। বলে কিনা, ‘মেয়েকে এইভাবে কেউ খালি হাতে শ্বশুরবাড়িতে পাঠায়?’

‘শুনলাম, যা হওয়ার হইছে। একরত্তিও কিছু দেবে না! এরা কি ছোটলোক, না কমজাত?’ কথা সব শুনতে শুনতে মাইশা জানালা দিয়ে তাকায়। লোকজন বলছে, ‘হাতি যাচ্ছে মেলায়, গুড়ই, না মরলভোগ? সেখানে খেলা হবে।’ আসলে হাতি দিয়ে টাকা আদায় করে মাহুত, এখন সব দুষ্ট মাহুতের দল, নিরপরাধ হাতিকে এরা অপরাধী বানাচ্ছে। মেলার কথা শুনতেই ওর সব মনে পড়ল, নিজের হস্ত ও কুটিরশিল্পগুলোর কথা। সালমার কথামতো সেগুলো মেলায় পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু জীবনটাকে অসমাপ্ত রেখেই সে চলে এল, বিয়ের জন্য পারল না সে জীবনের নতুন স্বাদ নিতে, এক দিনের জন্য হলেও নিজের পায়ে দাঁড়াতে। তবে সেই স্মৃতি তাকে মোটেও কষ্ট দেয় না, সময় কখনো ফুরিয়ে যায় না—এই বিশ্বাসে।

জানালার ফাঁক গলিয়ে সে দেখছে হাতির আগমন কিংবা নির্গমনের সংবাদে ছেলেমেয়েরা বেজান ছুটছে। দেখতে ভালোই লাগছে। কিন্তু ঘরের মানুষের কথায় সে বিরক্ত হয়। আবার হাতির কথা ভাবে, সে যে এক আচানক শক্তিধর প্রাণী। আমিও যদি তেমনি ঠোঁট দিয়ে তুলতে পারতাম সোনামুখী সুই। সে নিজ চোখে দেখেছিল কোথাও, হাতি শুঁড় দিয়ে তুলছে একটি সুই। আবার ভাবে, আমিও যদি হাতির মতো পানি এনে গাছের গোড়া ভিজিয়ে তুলে ফেলতে পারতাম বিষবৃক্ষের শিকড়!

বরালয়ের লোকজনের মুখ ধরে রাখা যায় না। নতুন বউয়ের প্রতি হাসি-ঠাট্টার বাণ তো ছুড়ছেই, কেউ কেউ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য সশব্দ বাক্য উচ্চারণ করে। জামাই নিয়ে বেয়াইন-ভাবিদের ঢলাঢলির তো কোনো অন্তই নেই। একজন বলে, ‘কিরে মাতাফ, তুই তো দেখি বউয়ের চাইতেও ফরসা।’

‘তোমরা হলদি দিয়া বানাইলে কেডা “না” করে?’

‘আরে বেশি কাছে যাইও না, আড়ালেতে বসা কইন্যার মন ভাঙ্গিও না!’

এমন ধারা বচনেও মাইশা বিরক্ত হয় না, বরং অন্তর্গত একটা মুচকি হাসি দেয়। তবে বিরক্ত হয়, যখনই শোনে দৃঢ়, সুরেলা কিংবা ভচকানো গলায় কেউ কেউ বলে ওঠে, ‘দেখি তো কী কী দিছে।’ তারও চেয়ে বেশি বিরক্ত হয় এই সব কথায় মাতাফের নীরবতা দেখে।

আবার ‘হাতি, হাতি’ রবের কোলাহল শোনা যায়। সে যে পড়েছিল, মাদি হাতির জীবনচক্র, তা তখন মনে পড়ে। ঠিক পড়া নয়, তথ্যভান্ডার ঘাঁটতে গিয়ে এই কনটেন্ট সহসাই তার সামনে এসে গিয়েছিল। এ যেন তরঙ্গে তরঙ্গে ভেসে এসেছিল ফ্লুরোসেন্ট আলোর মতো কিংবা দূরে ছিল স্থির। এখন কিছুই তার মনে নেই সেই বিস্ময়কর যথার্থ ছাড়া। তখন স্থূল হস্তিনীর এক সূক্ষ্ম ক্ষমতার পরিচয় মিলেছিল। এই ক্ষমতা প্রকৃতি মানবীকে দেয়নি, অতিমানবীকেও নয়। মিলনের পর সঙ্গী পছন্দ না হলে হস্তিনী নাকি শুক্রাণু গ্রহণ করে না। প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার এখন মন চায় গজদন্তী হতে। শুঁড়ের মতোই দাঁতের কত না শক্তি, যা দিয়ে সব এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেওয়া যায়।

ঘরভর্তি মানুষের কোলাহল তখন কেবলই আনন্দকথনে রূপ নেয়। সেসব স্থূল বচনের লোক অন্তর্হিত হয়েছে, এক কোনায় চলছে রঙ্গ-রসের মেয়েলি গীত... ‘কদমগাছের তলে রে, কে বাঁশি বাজাও রে শাম... আমি যামু সুন্দরীর মন্দিরে, আমি যামু কামিনীর মন্দিরে...’ তবু তো মাইশার মানভঞ্জন হয় না। এসবে সে যোগ দেয় না। সে একটি অনড় স্থূলকায় প্রাণীর মতো গোঁ ধরে দাঁড়িয়ে থাকে, যাকে মোটা এক কাছি দিয়ে বেঁধেও কেউ একচুল নড়াতে পারে না।

● স বি শে ষ

শিল্পীর চোখে মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি

সাত শ বছর আগে জন্ম নেওয়া কবি মাওলানা জালালুদ্দিন রুমি কেন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন সারা দুনিয়ায়? আজকের প্রজন্ম কেন পড়ছে রুমির কবিতা?

মাওলানা রুমির জনপ্রিয় হয়ে ওঠা

জাভেদ হুসেন

জল থেকে ভেসে ওঠা বই

জায়গাটা হলো তুরস্কের কোনিয়া। বাইজেন্টাইনরা বলত 'আইকোনিয়াম'। সেখান থেকে 'কোনিয়া'। কোনিয়া অবস্থিত রুম নামের সেলজুক সালতানাতে। জালালুদ্দিন জীবনের বড় অংশ কাটাবেন এখানেই। সেখান থেকে পরে লোকে তাঁকে ডাকবে 'রুমি' নামে। আরবি ভাষায় 'রুমি' মানে রোমান। আরবরা এই জায়গা পুবের রোমান সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে দখল করেছিল। তাই এই অংশকে ডাকা হতো 'রুম' বা 'রোমান' নামে।

জালালুদ্দিন ছিলেন একজন ঐতিহ্যবাহী শাস্ত্র-পণ্ডিত। তাঁর বাবা ও পিতামহ দুজনই ছিলেন বড় পণ্ডিত ও শিক্ষক। জ্ঞানী বলে খ্যাতি ছিল সর্বত্র। সাঁইত্রিশ বছর বয়সী জালালুদ্দিন একদিন বসে আছেন এক জলাধারের পাড়ে। সময়টা ১২৪৪ সাল। অনেকগুলো বই পাশে রাখা। একটা বই পড়ছেন তিনি।

এমন সময় কোথা থেকে এসে হাজির হলো একজন উষ্কখুষ্ক লোক। গায়ে মোটা কালো চাদর, ধুলোমাখা। জালালুদ্দিনকে সে জিজ্ঞাসা করল, 'কী পড়ছ?' জ্ঞানগর্বী জালালুদ্দিন পড়া থেকে মাথা তুলে তাকালেন আগন্তুকের দিকে। অবজ্ঞার স্বরে বললেন, 'এসব তুমি বুঝবে না।' লোকটা হেসে চুপ করে রইল। তারপর সব কটি বই হঠাৎ ছুড়ে ফেলে দিল জলে। বইগুলো ডুবতে দেখে জালালুদ্দিন 'হায় হায়' করে উঠলেন। অমূল্য সব বই!

জালালুদ্দিনের আক্ষেপ দেখে হেসে এবার খ্যাপাটে লোকটা এগিয়ে গিয়ে জলে হাত ডুবিয়ে দিল। অবাক কাণ্ড! জল থেকে তিনি বই তুলে আনছেন একটা একটা করে। সব কটি বই শুকনা! এক-বিন্দু জলের স্পর্শ লাগেনি তাতে। বিস্ময়ে অভিভূত জালালুদ্দিন বলে উঠলেন, 'এ কী করে সম্ভব?' লোকটা এবার প্রশ্রয়ের হাসি হেসে বলল, 'এসব তুমি বুঝবে না।'

মাওলানা রুমি তাঁর জন্মজগতের বাইরে ভেসে উঠেছেন। একেবারে তাজা। কালের আর্দ্রতার কোনো স্পর্শ নেই তাঁর গায়ে।

জালালুদ্দিনের 'রুমি' হয়ে ওঠা

কাহিনিটা এ রকমভাবেই ছড়িয়ে আছে। হাজার বছর ধরে প্রাচ্যের মানুষের মুখে মুখে। ওই খ্যাপা লোকটার নাম শামস তাব্রেজি। মানে তাব্রেজের সূর্য। বিস্মিত জালালুদ্দিন শুষ্ক জ্ঞানের পথ পার হয়ে শামসের শিষ্য হলেন। একটানা চল্লিশ দিন দুজন বদ্ধঘরে আলোচনা করলেন। জালালুদ্দিনের রূপান্তর ঘটল। তিনি হয়ে উঠলেন প্রেমের মানুষ।

গুরু শামস তাব্রিজের নামে রুমির কাব্যগ্রন্থের নাম *দিওয়ানে শামস তাব্রিজ*। এতে আছে শামস তাব্রিজকে নিয়ে লেখা প্রায় তিন হাজার গজল। তিনি আরও লিখেছেন দুই হাজার রুবাই, মানে চার লাইনের কবিতা। আর তাঁর ছয় খণ্ডের *মসনভির* নাম কে না জানে?

রুমির কবিতা লেখার কায়দা ছিল অন্য রকম। তিনি শিষ্য-পরিবেষ্টিত অবস্থায় থাকতেন নিজের আলোচনা ঘরে। সেখানে ভাবোন্মত্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যখানের খুঁটি ধরে ঘুরতে ঘুরতে বলে যেতেন একের পর এক কবিতা। শিষ্যরা সেগুলো লিখে রাখতেন। ঘূর্ণায়মান সেই নৃত্য এখন রুমির ঘরানার বৈশিষ্ট্য। যে কারণে ইংরেজরা তাদের নাম দিয়েছে 'ড্যান্সিং দরবেশ'।

'পপুলার' বেস্ট সেলার রুমি

যুক্তরাষ্ট্রের কালচারাল আইকন বিয়ন্স তাঁর যমজ মেয়েদের একজনের নাম রেখেছেন রুমি। যুক্তরাষ্ট্রে রুমি হলেন বেস্ট সেলার। ব্রিটিশ রকব্যান্ড কোল্ডপ্লের ক্রিস মার্টিনের বিচ্ছেদ হলো অভিনেত্রী গিনেথ পেল্ট্রোর সঙ্গে। সেই বিষণ্ণতার কালে মার্টিনকে এক বন্ধু রুমির কবিতার বই উপহার দেন। পরে মার্টিন সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, 'বইটা আমার জীবন পাল্টে দিয়েছে।' পরের অ্যালবামে মার্টিন রুমির কবিতার আবৃত্তি রাখলেন : 'মানুষ এক অতিথিশালা/ প্রতিদিন নতুন অতিথি আসে/ কখনো আনন্দ, বিষাদ বা হীনতা/ কখনো আসে ক্ষণিকের বোধ/ আশা না করা অতিথির মতো।'

যুক্তরাষ্ট্রের বই ব্যবসায়ীদের ভাষায় যে 'রুমি রেনেসাঁ', তা ঘটেছে যাঁর হাত ধরে, তাঁর নাম কোলম্যান বার্কস।

১৯৬৭ সালে কবি রবার্ট ব্লাই ক্যামব্রিজের পণ্ডিত এ জে আরবেরির *মসনভির* ছয় খণ্ড ইংরেজি অনুবাদ বার্কসের হাতে তুলে দেন। তিনি তখন কোলম্যান বার্কসকে বলেছিলেন, কবিতাগুলোকে তাদের খাঁচা থেকে মুক্তি দেওয়া দরকার।

বার্কস এগুলোকে কঠোর একাডেমিক ভাষা থেকে আমেরিকান-শৈলীর মুক্ত পদ্যে রূপান্তরিত করেছেন। তার পর থেকে পরবর্তী ৩৩ বছরে বার্কস ২২টি বই অনুবাদ করেছেন রুমিকে নিয়ে। সেগুলো দুনিয়াজুড়ে ২০ লাখ কপির বেশি বিক্রি হয়েছে। ইংরেজি থেকে অনূদিত হয়েছে বিশ্বের ২৩টি ভাষায়।

কী সন্ধানে আমি যাই সেখানে

কিন্তু কেন রুমির এমন জনপ্রিয়তা? ভোগেই মুক্তির 'উন্নত' বিশ্বে ধনী সেলিব্রিটিদের জগতে কিসের ঘাটতি? কোন অভাব যুক্তরাষ্ট্রের সচ্ছল নাগরিকদের পৃথিবীতে?

বার্কস এ প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন এভাবে, 'আমার মনে হয়, এখন পৃথিবীজুড়ে একটা আন্দোলন চলছে। একটা তাড়না চাইছে সম্প্রদায়ে ভাগ হয়ে যাওয়া সীমান্ত দিয়ে টুকরা করে রাখা সীমান্তকে এক করে দিতে।' কিন্তু যেসব শহরের রাজপথ তৈরি হয় অগণিত কবির পাথর হয়ে যাওয়া হৃদয় দিয়ে, সেখানে এই তাগাদার মানে কী?

মানুষের এই কেনাবেচাসর্বস্ব সভ্যতা বিচ্ছিন্নতার ইতিহাস। নিজের তৈরি করা পণ্যের বাজারে সে নিজেকেই বিক্রি করে প্রতিদিন। বাজারে না বিকোলে মানুষের দাম নেই, মূল্য তো অনেক পরের কথা। নিজের তৈরি করা জিনিস এখন মানুষের মালিক হয়ে গেছে। এই জগতে মানুষের অনেক কিছু আছে, কিন্তু মানুষ নিজে নিঃস্ব। এই বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিমানুষ নিজের খণ্ডিত ব্যক্তিসত্তার চেয়ে বড় কোনো 'আমি'কে অন্বেষণ করে। নিজের সঙ্গে, জগতের সঙ্গে মানুষের এই বিচ্ছিন্নতায়, বড় কোনো 'আমি'র অন্বেষণে অর্থবহ হয়ে ওঠে রুমির কবিতার বিরহ। এই সত্যই আজকের সময়ে, আজকের ভাষায় ভাবনায় মাওলানা রুমিকে এত আপন করে দেয়।

এখানেই অনেক কিছু থেকেও নিজে শূন্য হয়ে যাওয়া ক্রিস মার্টিন শান্তি খুঁজে পান রুমির কাছে এসে।

ইংরেজির হাত ধরে বাংলায় রুমি

হালে বাংলাভাষী 'শিক্ষিত' মানুষ রুমির দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন। ফেসবুকে রুমি ক্ষণে ক্ষণে হাজির হন। সেগুলো মূলত কোলম্যান বার্কসের ইংরেজি অনুবাদের হাত ধরেই। বাংলায় রুমির অনেক অনুবাদ হচ্ছে ইংরেজি থেকে। ইংরেজিতে বাজার ধরার তাগিদে রুমিকে আমেরিকান করে ফেলার প্রতিবাদ অনেক দিন ধরে জানিয়ে যাচ্ছেন ফারসিভাষী পণ্ডিতেরা। কিন্তু পুঁজি নিজের আদলে জগৎ পাল্টে ফেলে। রুমি এর থেকে নিষ্কৃতি পাবেন কেন? শুধু কবিতা নয়, কথাসাহিত্যেও রুমি হাজির হয়েছেন। রবিশংকর বলের *আয়নাজীবন* বা শিবানন্দ পালের দুই খণ্ড *রুমি* আধুনিক মানুষের সমস্যা হাজির করতে চেয়েছে রুমির জগতের সূত্র ধরে।

আবার রুমির কবিতাকে অনেকের কাছে কেবল 'আমি-তুমি'র ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি বলে মনে হতে পারে। এর পেছনে কারণ আছে। অনেকের মতে, আমাদের শিক্ষিত বাংলাভাষী লোকের কবিতার জগৎ পশ্চিমা কাব্যতত্ত্বের অনুবাদ। যেমন আমাদের রাষ্ট্র ইউরোপীয় রাষ্ট্রের অনুবাদ। এই পশ্চিমা কাব্যবীক্ষার বাইরে যে আর কোনো কাব্যবীক্ষা থাকতে পারে, তা শিক্ষিতদের কাব্যের বাংলা ভাষায় একেবারে অনুপস্থিত। অথচ মাওলানা পাগলামির কথা বলেন প্রজ্ঞার কণ্ঠে। প্রজ্ঞার বয়ান করেন পাগলামির ছন্দে। তিনি সমাজের বেঁধে দেওয়া অর্থের সীমা চুরমার করে এগিয়ে যান। শব্দের বহাল সাম্রাজ্যের দিকে তিনি অবজ্ঞার চোখেও তাকান না। শব্দ তাঁর কাছে অর্থের উথালপাথাল স্রোত থেকে জন্ম নেওয়া বুদ্‌বুদমাত্র।

বাংলায় রুমির প্রত্যাবর্তন?

বাংলার ভাবজগতের বিরহ আর রুমির কবিতার বিরহ একাকার হয়ে গেছে অনেক আগে। উভয়েই মানুষের 'এলিয়েনেশন' মানে বিচ্ছিন্নতার সমাধান করতে চায়। দুজনই সেই বিচ্ছিন্নতাকে হাজির করে 'বিরহ' নামের বয়ানে। কাব্যের জগৎ বলেই তা যতটা যাওয়া, তাঁর চেয়ে বেশি যেতে চাওয়া।

বাংলায় রুমি ফিরে আসার ক্ষেত্রে আসলে ইংরেজির হাত ধরার কথা নয়। রুমির জনপ্রিয়তা এমন জগন্ময় হয়েছিল যে এই বাংলা মুলুকে চৈতন্যদেবের মহত্ত্ব প্রচারে পনেরো শতকের কবি জয়ানন্দ *চৈতন্যমঙ্গল-এ লিখছেন* :

'মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুইজনে।।'

সে আমলে দিব্যি মাওলানা রুমির চর্চা হচ্ছে। আর তা হচ্ছে ফারসি ভাষা থেকেই। কারণ পরিষ্কার, ফারসি তখন আমাদের এখানে রাজভাষা ছিল। শিক্ষিত মানুষমাত্রই ফারসি জানতেন। পড়ে দেখা যায় যে ইংরেজ আমলের প্রথম যুগেও ফারসিচর্চা ছিল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর তো হাফিজ সিরাজির ফারসি গজল পড়তে পড়তে ভাবোন্মত্ত হয়ে পড়তেন। খুলনায় জন্ম আর ঢাকা, যশোরের স্কুলশিক্ষক কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার (মৃত্যু : ১৯০৭) পর্যন্ত এ ধারা বজায় ছিল। তিনি হাফিজের কবিতা ভাবানুবাদ করে *সদ্ভাবশতক* (প্রকাশ : ঢাকা ১৮৬১) লিখেছিলেন এবং তা তুমুল জনপ্রিয়ও হয়েছিল।

১৮৫৯ সালে উইলিয়াম ফিটজেরাল্ডের অনুবাদে বের হয় *রুবাইয়াত অব ওমার খৈয়াম*। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে তা ভিকটোরিয়ান জগতের ধসে পড়ার ইংরেজ হতাশাকে ধারণ করে জনপ্রিয়তা লাভ করে। সেই থেকে ইংরেজি

> বাংলার ভাবজগতের বিরহ আর রুমির কবিতার বিরহ একাকার হয়ে গেছে অনেক আগে। উভয়েই মানুষের বিচ্ছিন্নতার সমাধান করতে চায়।

হয়ে ফারসি কাব্যের বাংলায় আসা শুরু হয়। ব্যতিক্রম কাজী নজরুল ইসলাম আর ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌।

তবে ইসলামধর্মীয় শিক্ষাঙ্গন থেকে রুমির *মসনভির* একাধিক অনুবাদ আছে। সেগুলো সম্পূর্ণ অনুবাদ মূল ফারসি থেকে। কিন্তু বাংলাভাষার বহমানতাকে ধারণ না করায় সেগুলো পাঠকের স্বাদ ও চাহিদা ধরতে পারেনি।

তাহলে বাংলায় আজকের শিক্ষিতজনের রুমিচর্চা কি কেবল ইংরেজি জগতের অনুকরণ? যে কারণে একজন আন্তনিও নেগরি বলেছিলেন, 'আজকের পৃথিবীতে আমরা যেখানেই থাকি না কেন, উই অল লিভ ইন নিউইয়র্ক।' আমেরিকান আর বাংলাভাষীদের রুমিচর্চা কি একই কারণে? সেই সূত্র কি ভিন্ন, নাকি বাংলাভাষার হারিয়ে যাওয়া কাব্যবীক্ষার হাহাকার আবার রুমির কবিতার মধ্যে কোনো আকুতি জানাচ্ছে?

পুনশ্চ, জুলাই গণ-অভ্যুত্থান নিয়ে একটা ফেসবুক পোস্ট হাফিজ সিরাজির শেরের অনুবাদ উল্লেখ করেছিল :

'ফুলের বাগানে ভোরের বাতাসকে শুধালাম
রক্তের কাফন পরা সব ফুল কার জন্য শহীদ হয়েছে?'

শহীদদের আত্মত্যাগ যদি সফল না হয়, যদি আমরা ভুলে যাই কেন ছিল সেই আত্মত্যাগ! এই শঙ্কা সাত শ বছর আগের একজন কবির জবানিতে ব্যক্ত হচ্ছে। আর কী মোক্ষমভাবে!

● ক বি তা

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী

ক্যায়া কারু সাজনি

ফ্যাসিস্টের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে করতে
আমাদের কণ্ঠ যখন ঝাঁঝালো হয়ে যায়
আমরা তখন ভাবি
আমরা তো হতে চেয়েছিলাম
সকালবেলার পাখি
তখন আমাদের মন বিষণ্ন হলে
আমরা শহীদুল জহিরের ভাষায় কবিতা লিখি
আর ওস্তাদ রশিদ খানের কণ্ঠে শুনি
ক্যায়া কারু সাজনি আয়ে না বালাম।

হিজল জোবায়ের

যবনিকাপাত

কোনো এক বিয়োগান্ত নাটকের শেষে, জলের কিনারে নিয়ে পশুদের হত্যা করব আমরা। ভয়ার্ত আকাশের নীল যবনিকায়।

তারপর মসিবর্ণ রাত, কৃষ্ণবায়সের চোখে অনন্ত ভালহালা।

হোমাগ্নির ধোঁয়ায় ছেয়ে আছে যজ্ঞডুমুরের বন। আর শূন্যে হাওয়া তার দাগ কেটে রাখছে।

কী তুমি বলেছিলে স্ফীতজল নদীটির কাছে, সেই মরশুমে?

আদিম সংশয়ে যদি কেঁপে ওঠে পুরাকাল; পাথরে পাথরে শায়িত নগ্ন রমণীরা আধপোড়া মেঘের দুপুরে।

পশুর ছিন্ন মস্তক ঝুলে ছিল গাছে গাছে, বিয়োগান্ত নাটকের শেষে।

সমস্ত ঋতুজুড়ে রমণের গন্ধভরা হাওয়ায়, কী তুমি বলেছিলে, অশ্বমেধযজ্ঞ হতে ফিরে?

নিষাদ নয়ন

কেউ অথবা ঢেউ

আবারও সেই অচেনা ওফেলিয়া আচানক হাসে, হেঁটে যায়
পেছন ফিরে কিংবা কারও সাথে পলায়নপর জোছনায় ভাসে
গ্রহদোষ বা গ্রহণের খেলাপি—খেলা শেষ হলে হ্যালোজেনও
জেন গল্পের ভিতরে ভালোবাসার বুনো গল্প হয়ে ওঠে, বিহাসে

কীভাবে কেউ রোদ্দুর হয়ে উড়ে যায়, যেতে পারে তেপান্তরে
অথচ বুকের বাম পাশের নিগড় থেকে ওঠে আর্তনাদের বুদ্‌বুদ
গোঙানির সহোদর; যেন হাওয়া-ঘরের ভিতর থেকে ফুলে ওঠে,
কেঁপে ওঠে পতন ও অঞ্জলি পাতাদের মাউথ-অর্গানিক অর্বুদ

তবুও আমাদের মস্তিষ্কের অজস্র কর্পাস কালোসাম নিয়ত হারিয়ে
ফেলে—কুড়িয়ে নেয় লবণ ও সমুদ্রের ঢেউ; উড়ে যায় রাধিকা,
আর্তনাদ থেকে উঠে দাঁড়ায় পেঁজা তুলো, অলীক কবীরের দোহা
অথচ রহস্যপূর্ণা মেঘের মেয়ে সে সুনৃত; ধ্যানীর স্বপ্নময় সাধিকা...

অলংকরণ : এস এম রাকিবুর রহমান

● সং স্কৃ তি

দৃশ্যকলা

রিপন সাহার রেখাচিত্র

রেখাচিত্রের ব্যঞ্জনা

চট্টগ্রামের শিল্পী রিপন সাহার 'অস্তিত্বের প্রতিধ্বনি' নামের প্রদর্শনী চলছে ঢাকার লালমাটিয়ার কলাকেন্দ্রে। এতে ড্রয়িং, পেইন্টিং আর ভিডিও আর্ট—তিন মাধ্যমের শিল্পকর্ম রয়েছে।

রিপন সাহার প্রদর্শনীর মূল আকর্ষণ হলো রঙিন ব্রাশপেনে করা কিছু রেখাচিত্র। তাঁর ড্রয়িংগুলো সরস, সূক্ষ্ম ও সুচিন্তিত। এগুলো কখনো ব্যঙ্গাত্মক, কখনো পরাবাস্তববাদী, কখনো তারা উপহাস করছে সমাজকে। ড্রয়িংগুলো দর্শককে যেমন ভাবায়, তেমনি খুব সহজেই তারা বৈচিত্র্যময় ব্যাখ্যাও তৈরি করতে পারে।

সাদা কাগজে রঙিন ড্রয়িংগুলো দেখলে অনেক সময় মনে হতে পারে, সেগুলো যেন ব্যঙ্গাত্মক কার্টুন। আদতে তা কার্টুন নয়। কার্টুনের অঙ্কনশৈলীর সঙ্গে মিল থাকলেও কার্টুনের ভাষা এবং রিপনের ড্রয়িংয়ের ভাষা এক নয়।

প্রদর্শনীতে রয়েছে কালো ক্যানভাসে অ্যাক্রিলিক মার্কারে আঁকা আরও কিছু ড্রয়িং। শিল্পী সেখানেও গোলাপি রং দিয়ে রেখাচিত্র এঁকেছেন। তবে আঁকার মাধ্যম ভিন্ন হওয়ায় বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তন লক্ষণীয়। কালো ক্যানভাসে আঁকা ছবিগুলোয়ও ভাবনার খোরাক অপ্রতুল নয়। এখানেও দেখা মেলে সমাজরাজনীতি এবং তার মধ্যে মানুষের অবস্থান।

রিপনের প্রদর্শনীতে রয়েছে দুটি ভিডিও আর্ট এবং বেশ কিছু পেইন্টিং। তবে পেইন্টিংগুলোয় তাঁর লাইন ড্রয়িংয়ের সুচারু বৈশিষ্ট্য কোথায় যেন হারিয়ে যায়। যদিও শিল্পী লিখেছেন যে পপ আর্ট, পরিচিত আইকন এবং দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন চিত্র তিনি তুলে আনেন; এগুলো উপস্থাপন করেন উজ্জ্বল রং ও একধরনের নাইভ আর্ট স্টাইলের মাধ্যমে, তবু বলতেই হয়, তাঁর পেইন্টিংগুলো থেকে অনেক সাহসী শক্তিশালী হলো ড্রয়িংগুলো। চিত্রকলায় তাঁর ও রেখাচিত্রগুলোর সরস ভাব আর নিরীক্ষা যেন শিল্পরসিকদের জন্য গুপ্তধনের শামিল।

ওয়াকিলুর রহমানের কিউরেশনের প্রদর্শনীটি চলবে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত।

অনিন্দ্য নাহার হাবীব

মঞ্চ

অতীতের ছায়ায়

নাট্যাঙ্গন ক্রমেই সরব হয়ে উঠছে, মঞ্চে ফিরছে নন্দিত প্রযোজনাগুলো। গত ২৫ ও ২৬ অক্টোবর মহিলা সমিতির নীলিমা ইব্রাহিম মিলনায়তনে দুই দিনে চারটি মঞ্চায়ন হলো নাট্যদল অনুস্বরে *হার্মাসিস ক্লিওপেট্রা* নাটকের। রাহমান চৌধুরীর রচনা ও মোহাম্মদ বারীর নির্দেশনায় প্রযোজনাটি ইতিমধ্যেই অভিনয়শৈলী ও উপস্থাপনার সৌন্দর্যে দর্শকপ্রিয়তা পেয়েছে।

নাটকের গল্পে দেখা যায়, বিদেশি শক্তির হাত থেকে মিসরকে রক্ষার জন্য দেবতাদের আদেশপ্রাপ্ত হন হার্মাসিস। এই দায়িত্ব নিয়ে কৌশলে ক্লিওপেট্রার প্রাসাদে ঢুকে রাজজ্যোতিষীর কাজ নেন তিনি। ক্লিওপেট্রাকে হত্যার পরিকল্পনা করে ব্যর্থ হন। তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় প্রেম, ছলনা ও বিশ্বাসঘাতকতা।

প্রাচীন মিসরের ঐতিহাসিক চরিত্র ক্লিওপেট্রার নাম বললেই প্রাসঙ্গিকভাবে উঠে আসে জুলিয়াস সিজার আর মার্ক অ্যান্টোনিওর নাম। হার্মাসিস ঐতিহাসিক চরিত্র নন, তবে এ নাটকে হার্মাসিস মুখ্য চরিত্র হয়ে ওঠেন নতুন বয়ানের প্রয়োজনেই। নাটকে ব্যক্তি ক্লিওপেট্রার মনোজগতের নিবিড় চিত্রণ তাঁকে ঘিরে চর্চিত অতিপরিচিত মিথকে নতুন ভাষ্য দেয়। অনুঘটক হিসেবে সেখানে হাজির ক্লিওপেট্রার প্রেমিক হার্মাসিস। অন্যদিকে মুক্তির আশায় হার্মাসিসকে সঙ্গে নিয়ে ক্লিওপেট্রার মৃত্যুর ছক সাজাচ্ছে চারমিয়ন। মিসরের মুক্তি আর ব্যক্তিগত লোভ-লালসা মিলেছে একই সমীকরণে! হার্মাসিসের দ্বিধা ছুঁয়ে দর্শক দূর অতীতের কাহিনির সঙ্গে চাইলে সমকালের রাজনৈতিক অবস্থাকে পাঠ করতে পারবেন।

সাকিল সিদ্ধার্থের পরিকল্পনায় মঞ্চসজ্জা প্রতীকী ও বাস্তবানুগ। ইউসুফ হাসানের সংগীতায়োজনে নির্মিত দৃশ্যপটে মোহাম্মদ বারী, প্রশান্ত হালদার, পিয়ার মোহাম্মদ, সাইফ সুমনসহ প্রায় সবাই-ই চরিত্রাভিনয়ে অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর রেখেছেন। ক্লিওপেট্রা চরিত্রে ফৌজিয়া করিম, চারমিয়ন চরিত্রে মেরিনা মিতু আর হার্মাসিস চরিত্রে এস আর সম্পদ নিজেদের পরিচয়কে স্বকীয় করে তুলেছেন। সাবলীল ও প্রাণবন্ত বাচিক উপস্থাপনার এমন উদাহরণ সাম্প্রতিক ঢাকার মঞ্চের পরিপ্রেক্ষিতে বিশেষ প্রাপ্তি বলা চলে।

প্রযোজনার খামতিটুকু বুঝি সমাপ্তি পর্বে বিধৃত। ক্লিওপেট্রার জবানিতে শাসকের যে জবানি, তার বিপরীতে শাসিতের জবানিও শাসকশ্রেণির বয়ানে উপস্থাপিত। হার্মাসিস আর চারমিয়ন প্রান্তজনের কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠার সম্ভাবনা জাগিয়েও তাই শেষ ভাগে এসে অনেকটাই বেপথু, আত্মসমর্পণ যেখানে অনিবার্য। এ কারণে *হার্মাসিস ক্লিওপেট্রা* প্রযোজনাটি যেনবা *ক্লিওপেট্রাই* হয়েই রয়ে গেল।

হুমায়ূন আজম

হার্মাসিস ক্লিওপেট্রা নাটকের দৃশ্য

● ব ই প ত্র

চোখের সামনে যেন সৌরজগতের জন্মদৃশ্য

বই আলোচনা

মহাবিশ্বে বুদ্ধিমান প্রাণী হিসেবে মানুষই কি একা? পৃথিবী কি একমাত্র গ্রহ, যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব আছে? এসব প্রশ্ন বহুদিনের। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে। আকাশের দিকে তাকিয়ে মহাবিশ্বে নিজের অবস্থান বোঝার চেষ্টা করেছে।

গ্রহ হিসেবে পৃথিবী বেশ ছোট। ব্যাস প্রায় সাড়ে ১২ হাজার কিলোমিটার। এটাই আমাদের জন্ম ও বসবাসের গ্রহ। মহাবিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে পৃথিবীর আকার ভীষণ ছোট। রাতের আকাশজুড়ে মিটিমিটি আলো হয়ে জ্বলতে দেখা যায় আরও লাখো নক্ষত্র। সেগুলো রয়েছে কোটি কোটি আলোকবর্ষ দূরে। আমাদের সূর্যের মতো সেসব নক্ষত্রের চারপাশেও কি গ্রহ আছে?

এ প্রশ্নের উত্তর মিলেছে গত শতকে। শুধু সূর্যের চারপাশে নয়, বরং দূরের নক্ষত্রের চারপাশেও ঘুরছে গ্রহ। এগুলোকে বলা হয় এক্সোপ্ল্যানেট বা বহিঃসৌরগ্রহ। বিজ্ঞানীরা দুরবিনে চোখ রেখে দিনের পর দিন ক্ষুদ্র আলোর তরঙ্গ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এগুলোর অস্তিত্ব শনাক্ত করেছেন। সেই রহস্যময় জগতের গল্প উঠে এসেছে ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরীর *এক্সোপ্ল্যানেট : বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে* বইটিতে।

মূলত তিনটি ভাগে এ বইয়ের আলোচনা সাজানো হয়েছে। শুরুতে এসেছে এক্সোপ্ল্যানেট কীভাবে আবিষ্কৃত হয়। এরপরের ভাগে বলা হয়েছে গ্রহের জন্ম কীভাবে হয়। গত শতকে পৃথিবীর বুকে আছড়ে পড়েছিল 'অ্যালেন ডে' নামে এক উল্কা বা মহাজাগতিক পাথর। সেই পাথরের তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলো কী হারে ক্ষয় হচ্ছে, তা পরিমাপ করে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, পাথরটির বয়স কম করে হলেও ৪৫৬ কোটি বছর। এভাবে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়।

কীভাবে তৈরি হয়েছিল পৃথিবী? এর উত্তরও মিলবে বইয়ের আরও কিছু পাতা ওলটালেই। ধুলোমেঘের প্ল্যানেটারি ডিস্ক থেকে কীভাবে গ্রহের জন্ম হলো, একটু একটু করে জানা যাবে সে গল্প। অনেকটা গল্পের ছলে মহাজগতের জটিল এক প্রক্রিয়ার চমৎকার বৈজ্ঞানিক বর্ণনা দিয়েছেন লেখক।

পড়তে পড়তে চোখের সামনে যেন সৌরজগতের জন্মদৃশ্য ভেসে ওঠে। আমরা জানতে পারি, এই সৌরজগতের বুধ থেকে মঙ্গলের কক্ষপথে ৩০ থেকে ৫০টি গ্যাসীয় ভ্রূণ তৈরি হয়েছিল। বৃহস্পতি ও শনির মতো গ্যাসদানবের টানে সংঘর্ষে জড়িয়ে সেগুলো চারটি পাথুরে গ্রহে পরিণত হয়। এই চার গ্রহই আজকের বুধ, শুক্র, পৃথিবী ও মঙ্গল।

পাথুরে গ্রহের জন্মের ঘটনা জানার পর এবার জানা যাবে গ্যাসদানবগুলোর কীভাবে সৃষ্টি হয় মহাকাশে। মহাকাশ ছেড়ে এবার পৃথিবীতে নামা যাক। ভয়ংকর উত্তপ্ত টালমাটাল থাকা পৃথিবীতে পানি কোথা থেকে এসেছিল, তা নিয়ে দুটি চমৎকার তত্ত্ব বর্ণনা করেছেন লেখক।

এক্সোপ্ল্যানেট : বহিঃসৌরগ্রহের খোঁজে
ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী
প্রকাশক : প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা; প্রকাশকাল : সেপ্টেম্বর ২০২৪; প্রচ্ছদ : এআইআর্ট/জুহায়ের মোহতাসিম; ১৫৭ পৃষ্ঠা; দাম : ৪২০ টাকা।

এভাবে দ্বিতীয় অধ্যায় শেষে পাঠক প্রবেশ করবেন বিপজ্জনক গ্রহদের রাজ্যে।

পরের অধ্যায়গুলোয় জানা যায়, সৌরজগৎ কেন মহাবিশ্বের মধ্যে অদ্ভুত এক জায়গা, বহিঃসৌরগ্রহগুলো কেন হট জুপিটার থেকে সুপার আর্থে পরিণত হয়, নক্ষত্রকে ঘিরে গ্রহের জীবনযাপনের স্বরূপটা আসলে কী?

পড়া শুরু করলে পাঠক কখন যে নিজেকে আবিষ্কার করবেন বইয়ের শেষ পাতায়, বলা কঠিন। মহাকাশের গ্রহ-নক্ষত্রের ভিড়ে ভ্রমণ করতে করতে মনে জেগে ওঠা অনেক প্রশ্নের উত্তরও পেয়ে যাবেন। তবে ঘোর লাগা সেই তৃপ্ত মনে তখন আবার তৈরি হবে নতুন প্রশ্ন। বিজ্ঞানের মজাটা এখানেই। কৌতূহল কখনো শেষ হয় না। প্রশ্ন চলতে থাকে, আসে নতুন উত্তর।

এক্সোপ্ল্যানেট : বহিঃসৌরজগতের খোঁজে লেখা হয়েছে ২০১৭ সালে প্রকাশিত এলিজাবেথ টাস্কারের *দ্য প্ল্যানেট ফ্যাক্টরি* বইকে উপজীব্য করে। এখানে লেখক ইশতিয়াক হোসেন চৌধুরী মুনশিয়ানা দেখিয়েছেন। গ্রহ-নক্ষত্রের জীবনরহস্য, দীর্ঘ গবেষণার গল্প, গবেষণার তত্ত্ব খুব সহজ-সরল ভাষায় বর্ণনা করেছেন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত। যুক্ত করেছেন দেশীয় প্রেক্ষাপটের নানা উদাহরণ এবং সবশেষ তথ্য, যা বইটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

এ বই কোনো নির্দিষ্ট বয়সসীমায় বাঁধা নয়। ছোট-বড় সবাই-ই পড়ে আনন্দ পাবেন। এ জন্য আগে থেকে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনারও দরকার নেই। বইটি সবার কাছেই বোধগম্য হবে। তবে এ কাজ করতে গিয়ে বিজ্ঞানের কিছু বিষয়কে অতি সরলীকরণ করা হয়েছে। সিরিয়াস বিজ্ঞানপাঠকদের জন্য এটা পীড়াদায়ক হতে পারে। এ ছাড়া বইটি নিয়ে সত্যিকার অর্থে তেমন কোনো ত্রুটি নেই। অবশ্য এটি যে বিজ্ঞানগল্পের বই, সে কথা লেখক শুরুতেই তাঁর ভূমিকায় খোলাসা করেছেন। তাই এখানে সমীকরণের জটিল বিজ্ঞান খোঁজার চেষ্টা না করাই ভালো।

আব্দুল্লাহ আল মাকসুদ

চন্দ্রবিন্দুর অ্যালবাম

এক যুগ পর *ভালোবাসা* অ্যালবাম নিয়ে আসছে কলকাতার জনপ্রিয় ব্যান্ড চন্দ্রবিন্দু। বিনোদন ডেস্ক

টুকরো খবর

৮ নভেম্বর আসছে দীঘির সিনেমা

৩০ অক্টোবর বিকেলে সার্টিফিকেশন সনদ পেয়েছে ৩৬-২৪-৩৬। কোনো দৃশ্য কাটা ছাড়াই সিনেমাটি সার্টিফিকেশন বোর্ডের 'ইউ' (ইউনিভার্সাল) গ্রেড পেয়েছে। অর্থাৎ সিনেমাটি সব বয়সী দর্শকেরা দেখতে পাবেন। ৮ নভেম্বর দেশের বিভিন্ন সিনেমা হলে ছবিটি মুক্তি পাবে। রেজাউর রহমান, কারিনা কায়সার ও মোনতাসির মান্নানের রচনায় এবং রেজাউর রহমানের পরিচালনায় সিনেমার মূল চরিত্রে অভিনয় করেছেন প্রার্থনা ফারদীন দীঘি, সৈয়দ জামান শাওন, কারিনা কায়সার। **বিনোদন ডেস্ক**

৩৬-২৪-৩৬ সিনেমার পোস্টার থেকে

তিন বছর পর

২০২১ সালে যৌন হয়রানির অভিযোগ ওঠার পর বড় পর্দা থেকে দূরে ছিলেন অ্যামি হ্যামার। নতুন খবর জানিয়েছে *জার্সি ইভিনিং পোস্ট*। *ফ্রন্টিয়ার ক্রুসিবল* সিনেমা দিয়ে বড় পর্দায় ফিরছেন তিনি। ১৯৬১ সালে প্রকাশিত হ্যারি উইটিংটনের লেখা উপন্যাস অবলম্বনে সিনেমাটি নির্মাণ করবেন ট্রাভিস মিলস। চলতি মাসেই সিনেমাটির শুটিং শুরু হবে। **বিনোদন ডেস্ক**

অ্যামি হ্যামার। ছবি : এএফপি

চলে গেলেন মাসুদ আলী খান

মাসুদ আলী খান (৬ অক্টোবর ১৯২৯—৩১ অক্টোবর ২০২৪)। ছবি : কবির হোসেন

প্রয়াণ

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

'যথেষ্ট পেয়েছি। আমি সন্তুষ্ট। জীবন নিয়ে কোনো খেদ নেই', দুই বছর আগে *প্রথম আলোকে* দেওয়া সাক্ষাৎকারে এভাবেই বলেছিলেন মাসুদ আলী খান। ৬ অক্টোবর তাঁর জন্মদিন, সে উপলক্ষেই সাক্ষাৎকারটি নেওয়া হয়েছিল। দুই বছর পর সেই অক্টোবরেই চলে গেলেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বিকেলে ঢাকায় নিজ বাসায় মারা যান এই গুণী অভিনেতা। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৫ বছর।

১৯৫৬ সালে মাকসুদুস সালেহীন ও বজলুল করিম গড়ে তোলেন ড্রামা সার্কেল। দলটিকে বলা হয় ঢাকার প্রথম আধুনিক নাট্যদল। প্রায় শুরু থেকেই দলটির সঙ্গে ছিলেন মাসুদ আলী খান। ড্রামা সার্কেলের হয়ে *রক্তকরবী*, *বহিপীর*, *রাজা ও রাণী*, *ইডিপাস*, *আর্মস অ্যান্ড দ্য ম্যান*, *দৃষ্টি*সহ বহু নাটকে অভিনয় করেন তিনি। নব্বইয়ের দশকে দলটি পুরোপুরি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ার আগপর্যন্ত তাঁর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল।

ঢাকায় টেলিভিশন কেন্দ্র চালু হওয়ার পর নূরুল মোমেনের নাটক *ভাই ভাই সবাই* দিয়ে ছোট পর্দায় অভিষেক মাসুদ আলী খানের। সাত দশকের দীর্ঘ ক্যারিয়ারে প্রায় ৫০০ নাটকে বৈচিত্র্যময় চরিত্রে অভিনয় করে হয়ে ওঠেন বাংলা নাটকের চেনা মুখ। *কূল নাই কিনার নাই*, *এই সব দিনরাত্রি*, *কোথাও কেউ নেই*, *একান্নবর্তী*, *পৌষ ফাগুনের পালার* মতো আলোচিত নাটকে কাজ করেছেন গুণী এই অভিনেতা। চলচ্চিত্রে অভিনয় করেও নজর কেড়েছেন। সাদেক খানের *নদী ও নারী* দিয়ে বড় পর্দায় তাঁর পথচলা শুরু। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য সিনেমার মধ্যে আছে *মাটির ময়না*, *মোল্লাবাড়ীর বউ*, *দুই দুয়ারী*।

সব মিলিয়ে জীবন বা ক্যারিয়ার নিয়ে মাসুদ আলী খানের কোনো আক্ষেপ ছিল না। ২০২২ সালে জন্মদিন উপলক্ষে *প্রথম আলোকে* বলেছিলেন, 'মনে হয়, দেখলাম তো অনেক, আর কীই-বা দেখার আছে, পাওয়ার আছে। যদিও মানুষ বলে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা কখনো শেষ হয় না। আমার তা কখনোই মনে হয় না। যথেষ্ট পেয়েছি।'

১৯২৯ সালে মাসুদ আলী খানের জন্ম মানিকগঞ্জের পারিল নওধা গ্রামে, নানাবাড়িতে। বাবা আরশাদ আলী খান ছিলেন সরকারি চাকুরে। থাকতেন কলকাতায়। মা সিতারা খাতুন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে মাসুদ তৃতীয়। মা তাঁকে আদর করে ডাকতেন 'মাখন' আর বাবা 'নিজাম'। ১৯৪৯ সালে মাধ্যমিকের পর উচ্চমাধ্যমিক পড়তে ঢাকা আসেন, ১৯৫২ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাস করেন। দুই বছর পর জগন্নাথ কলেজ থেকে বিএ।

চাকরিজীবনে সরকারের নানা দপ্তরে কাজ করেছেন মাসুদ আলী খান। ১৯৮৮ সালে বাংলাদেশ পর্যটন করপোরেশনের সচিব হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নেন।

১৯৫৫ সালে তাহমিনা খানকে বিয়ে করেন মাসুদ আলী খান। ব্যক্তিজীবনে এই অভিনেতার এক ছেলে ও এক মেয়ে। ছেলে মাহমুদ আলী খান যুক্তরাষ্ট্রে স্থায়ী। আর মেয়ে নাজমা খান ঢাকাতেই থাকেন। অভিনয়ের জন্য একুশে পদক পেয়েছেন মাসুদ আলী খান। এ ছাড়া ১৯৯৯ সালে মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কারে পেয়েছিলেন সমালোচক পুরস্কার, চলতি বছর এ পুরস্কার অনুষ্ঠানেই তাঁকে দেওয়া হয় আজীবন সম্মাননা।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, ইচ্ছা অনুযায়ী আজ বাদ জুমা দ্বিতীয় জানাজা শেষে মানিকগঞ্জের খান বানিয়াপাড়া গ্রামে মাসুদ আলী খানের দাফন সম্পন্ন হবে। এর আগে সকালে ঢাকায় হবে প্রথম জানাজা।

যুবক বয়সে বক্সার ছিলেন

শহীদুজ্জামান সেলিম, *অভিনয়শিল্পী*

মাসুদ আলী খানকে আমি বাবার মতো শ্রদ্ধা করতাম। তাঁকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করতাম। শুধু একসঙ্গে অভিনয় নয়, আমার পরিচালনায় বেশ কিছু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। আমার বাসায়ও তাঁর আসা-যাওয়া ছিল। বেশ হৃদ্যতা ছিল। অনেকেই হয়তো জানেন না, যুবক বয়সে উনি বক্সার ছিলেন। আমার পরিচালনায় বছর পাঁচেক আগে একটি নাটকে বক্সার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। কমেডি ঘরানার নাটকটি করে উনি খুব খুশি হয়েছিলেন।

এই শহরে আমার ভাত খাওয়ার জায়গা

মোস্তফা সরয়ার ফারুকী, *নির্মাতা*

মাসুদ আলী ভাই আমার *একান্নবর্তী* ও ৬৯ ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন। একজন অভিনেতার বাইরে উনি আমার ভাই ছিলেন, বন্ধু ছিলেন। তাঁর সঙ্গে আড্ডার প্রতিটি স্মৃতি ভোলার নয়। একটা কথা আমি কখনো কোথাও বলিনি। উনি যখন র‍্যাংগসে চাকরি করতেন, একদিন তাঁর অফিসে গিয়ে আমার একটি শর্ট ফিল্মে তাঁকে অভিনয়ের প্রস্তাব দিই। তখন আসলে আমি কিছুই বানাইনি। ওই শর্ট ফিল্মটা আর বানানো না হলেও তাঁর অফিসে এর পর থেকে প্রায়ই যেতে থাকলাম। প্রায়ই দুপুরে ভাত খেতে যেতাম ভাইয়ের অফিসে। এই ঢাকা শহরে আমার যতগুলো ভাত খাওয়ার জায়গা ছিল, তার মধ্যে ভাইয়ের অফিস ছিল একটি।

আরেকজন বাবা চলে গেলেন

অপি করিম, *অভিনয়শিল্পী*

উনি একজন ফাদার ফিগার ছিলেন। পর্দা, পর্দার বাইরেও ওনাকে সব সময় বাবা হিসেবেই পেয়েছি। দীর্ঘদিন তাঁর সঙ্গে কাজ করেছি। কত আড্ডা, কত স্মৃতি। খুব সুন্দর একটা বর্ণাঢ্য জীবন কাটিয়ে গেছেন। কিছুদিন আগেও আমিসহ কয়েকজনকে দেখতে চেয়েছিলেন, খুব সুন্দর একটা সময় কাটিয়েছিলাম। আমার বাবাকে হারানোর পর, আজ আমার আরেকজন বাবা চলে গেলেন।

বিনোদন ও সংস্কৃতিবিষয়ক অনুষ্ঠানসূচি, প্রেস বিজ্ঞপ্তি পাঠানো এবং যাবতীয় যোগাযোগ এই ঠিকানায়
binodon@prothomalo.com

পাকিস্তানের ৪২ হলে 'তুফান'

চলচ্চিত্র

বিনোদন প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ভারত, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ইউরোপের পর আজ পাকিস্তানের ৪২টি মাল্টিপ্লেক্সের ১২৮টির বেশি পর্দায় মুক্তি পাচ্ছে *তুফান*। সাম্প্রতিক সময়ে অন্য কোনো ঢাকাই সিনেমা পাকিস্তানের এতগুলো হলে মুক্তি পায়নি।

জানা গেছে, পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের বড় দুই শহর করাচি ও হায়দারাবাদের ছয়টি মাল্টিপ্লেক্স মুক্তি পাচ্ছে *তুফান*। এ ছাড়া পাঞ্জাব প্রদেশের লাহোর, ইসলামাবাদ, মুলতান, ফয়সালাবাদ, গুজরানওয়ালা, গুজরাটসহ ১৩টি শহরের ৩৬টি মাল্টিপ্লেক্সে মুক্তি পাচ্ছে *তুফান*। পাকিস্তানের দর্শকদের জন্য সিনেমাটি উর্দুতে ডাব করা হয়েছে।

পাকিস্তানের দর্শকের মধ্যেও আগে থেকেই *তুফান* নিয়ে আগ্রহ লক্ষ করা যায়। 'বাংলা সিনেমার কিং, অভিনন্দন পাকিস্তানে', 'স্বাগত শাকিব খান', 'সাপোর্ট ঢালিউডের শাকিব খান', 'বাংলাদেশের সুপারস্টারের অপেক্ষায়', এমনই নানা মন্তব্য চোখে পড়েছে 'পাকিস্তানি সিনেমা' ফেসবুক পেজসহ দেশটির বেশ কিছু ফেসবুক পেজ ও গ্রুপে।

বড় পরিসরে *তুফান* সিনেমার এ মুক্তিতে বেশ উচ্ছ্বসিত শাকিব খান। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, 'বাংলাদেশি সিনেমার গ্র্যান্ড বিশ্ব যাত্রা কিন্তু *প্রিয়তমা* দিয়ে শুরু হয়েছে। *প্রিয়তমার* গান এবং সিনেমা ছড়িয়েছে গ্লোবালি। সংবাদমাধ্যমে ওই সময়েই জানতে পেরেছি, সারা বিশ্বসহ পাকিস্তানেও আমার সিনেমা বা আমাকে নিয়ে তীব্র আগ্রহের কথা। *রাজকুমার*-এর ক্ষেত্রেও তাই ঘটেছে। অবশেষে পাকিস্তানি সিনেমাপ্রেমীরা তাদের সিনেমা হলে *তুফান* দেখবেন, তা-ও আবার ১২৮টির বেশি পর্দায়—এটা যেন হওয়ারই ছিল। আর এটা শুধু আমার একার নয়, বাংলাদেশি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির জন্য দুর্দান্ত সংবাদ। পাকিস্তানি ফিল্মের বড় মাপের প্রোডাকশন হাউস আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী একটি প্রযোজনা সংস্থার কর্ণধারকে ফোন করে *তুফান* নিয়ে তাদের এক্সাইটমেন্টের কথা জানিয়েছেন। সব মিলিয়ে দারুণ কিছু দেখার অপেক্ষায় আছি।'

এক মাস ধরে পাকিস্তানের প্রেক্ষাগৃহের সামনে *তুফান* সিনেমার পোস্টার, শাকিবের কাটআউট এই নায়কের চোখ এড়ায়নি। ভিনদেশের মানুষদের এ ভালোবাসায় আপ্লুত শাকিব খান বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরেই নাকি পাকিস্তানে এমনটা হচ্ছে। সেখানকার ইউটিউবাররা আমাকে ঘিরে অনেক ধরনের কনটেন্ট বানাচ্ছেন, এমন খবর আমার ডিজিটাল টিম থেকেও কয়েকবার জানানো হয়েছে। বাংলাদেশি ফিল্মের একজন শিল্পী হয়ে আরেক দেশে নিজের দেশের ফিল্ম দিয়ে এক্সপ্লোর করতে পারাটা ভীষণ আনন্দের। *তুফান* মুক্তি নিয়ে ভক্তদের এই উচ্ছ্বাস আমাকে অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করেছে। কারণ, দেশ-বিদেশের ভক্তরা, শাকিবিয়ানরা আমার সব সময়ের অনুপ্রেরণা। সবশেষে বলব, পাকিস্তানেরও মন জয় করুক *তুফান*।'

বাংলাদেশি সিনেমার বাজার বিশ্বজুড়ে বিস্তৃত উল্লেখ করে শাকিব খান আরও বলেন, '*প্রিয়তমা*, *রাজকুমার*, *তুফান* সেই নজির রেখেছে। একটা ফিল্মকে আরেকটা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

পাকিস্তানে মুক্তির বিষয়ে সিনেমাটির অন্যতম প্রযোজক শাহরিয়ার শাকিল গতকাল বিকেলে *প্রথম আলোকে* বলেন, 'এখন পর্যন্ত সব মিলিয়ে আমরা বেশ ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছি। এক মাস ধরে সেখানের সিনেমা হলগুলোতে ছবিটি নিয়ে দারুণ উৎসাহ চোখে পড়েছে। সিনেমাটির উর্দু ডাবিং নিয়েও অনলাইন, অফলাইনে প্রশংসা পেয়েছি।' পাকিস্তানে মুক্তি নিয়ে বেশ আশাবাদী এই প্রযোজক।

চলতি বছর পবিত্র ঈদুল আজহায় দেশের প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পায় রায়হান রাফীর *তুফান*। ছবিতে নব্বই দশকের একজন গ্যাংস্টারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন শাকিব খান। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করছেন মিমি চক্রবর্তী, চঞ্চল চৌধুরী, মাসুমা রহমান নাবিলা, মিশা সওদাগর প্রমুখ। সিনেমাটি প্রযোজনা করেছে আলফা-আই স্টুডিওজ লিমিটেড; ডিজিটাল পার্টনার চরকি এবং ইন্টারন্যাশনাল ডিস্ট্রিবিউটর হিসেবে আছে এসভিএফ।

তুফান-এর দৃশ্য। ছবি : প্রযোজনা সংস্থার সৌজন্যে

“ তাদের এই জয় অন্য সব খেলার খেলোয়াড়দের এবং বাংলাদেশের মেয়েদের অনুপ্রেরণা জোগাবে

ফারুক আহমেদ
সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপজয়ী বাংলাদেশ ফুটবল দলকে অভিনন্দন জানিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি

তিন দিনেই লজ্জার হার বাংলাদেশের

দক্ষিণ আফ্রিকার সিরিজ জয়

তারেক মাহমুদ, *চট্টগ্রাম থেকে*

খেলোয়াড়ি জীবন শেষে মাঠের বাইরে থেকে খেলা দেখেছেন প্রধান নির্বাচকের চোখ দিয়েও। তবে বিসিবি সভাপতি হওয়ার পর কালই প্রথম মাঠে গিয়ে বাংলাদেশ দলের খেলা দেখলেন ফারুক আহমেদ।

অভিজ্ঞতা মোটেও সুখকর নয়। ফারুক দেখলেন, জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের ব্যাটিং উইকেটেও দুই ইনিংস মিলিয়ে এক দিনে বাংলাদেশ হারাতে পারে ১৬ উইকেট! তৃতীয় দিন শেষ হওয়ার মিনিট দশেক আগে টেস্ট হার নিশ্চিত হয়ে যায় ইনিংস ও ২৭৩ রানের ব্যবধানে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে নিজেদের সবচেয়ে বড় জয় দিয়েই দক্ষিণ আফ্রিকা সম্পন্ন করল বাংলাদেশকে ২-০-তে ধবলধোলাইয়ের আনুষ্ঠানিকতা।

প্রথম ইনিংসে দক্ষিণ আফ্রিকার ৬ উইকেটে করা ৫৭৫ রানের জবাবে দুই ইনিংসেই বাংলাদেশের ব্যাটিংটা হলো জঘন্য। পরশু ৪ উইকেটে ৩৮ রান নিয়ে দিন শেষ করে কাল মধ্যাহ্নবিরতির পর আর ৩৭ মিনিট খেলেই ১৫৯ রানে শেষ প্রথম ইনিংস। রানটাকে এখন কম মনে হলেও ওই সময় মনে হচ্ছিল এটাই অনেক। অষ্টম উইকেট যে পড়ে গিয়েছিল ৪৮ রানেই!

প্রথম ইনিংসে কাগিসো রাবাদা ৫ উইকেট আর দ্বিতীয় ইনিংসে দুই বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজ ৫ ও সেনুরান মুতুসামি নিয়েছেন ৪ উইকেট। তবে দুই ইনিংসেই লেজেগোবরে ব্যাটিংয়ের জন্য দায়ী বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের প্রায়োগিক ভুল। প্রথম ইনিংসে ব্যতিক্রম ছিলেন মুমিনুল হক ও তাইজুল ইসলাম। নবম উইকেটে দক্ষিণ আফ্রিকার অপেক্ষা বাড়িয়ে দেয় তাদের ১০৩ রানের জুটি। ১১২ বলে ৮২ রান করেছেন মুমিনুল, তাইজুল করেছেন ৯৫ বলে ৩০ রান।

৪১৬ রানের লিড নিয়ে বাংলাদেশকেই আরেকবার ব্যাটিংয়ে ডাকে দক্ষিণ আফ্রিকা। ততক্ষণে উইকেটে বল টার্ন করা শুরু করেছে, বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানরাও করেছিলেন প্রথম ইনিংসের ভুলের পুনরাবৃত্তি। সবারই যেন তাড়া, ম্যাচটা যে করেই হোক তৃতীয় দিনে শেষ করতে হবে!

তাতে প্রথম ইনিংসে পরশু শেষ বিকেলে আউট হওয়া চার ব্যাটসম্যান সাদমান ইসলাম, জাকির হাসান, মাহমুদুল হাসান ও হাসান মাহমুদ ছাড়া বাংলাদেশ দলের বাকি সব ব্যাটসম্যানই কাল দুবার করে আউট হয়েছেন। প্রথম ইনিংসে নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে আউট হওয়া মুমিনুল দুবারই দ্বিতীয় সেশনে। ফলো অনে পড়ে ১৪৩ রানে অলআউট হওয়া দ্বিতীয় ইনিংসে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ রান দশে নামা হাসান মাহমুদের অপরাজিত ৩৮।

অধিনায়ক নাজমুলের হতাশাটা পরিষ্কার হয়েছে ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে, 'এটা অবশ্যই খুব হতাশাজনক। এগুলো থেকে বোঝা যায়, আমাদের কত উন্নতির জায়গা আছে।' ব্যাটিং নিয়ে বলেছেন, 'লম্বা সময় ধরেই এ রকম হচ্ছে। টেস্টে টপ অর্ডার থেকে যদি জুটি না হয়, তাহলে পরের ব্যাটারদের জন্য খুবই কঠিন। তবে এভাবে চলতে থাকলে এ রকম ফলাফলই হবে।'

বাংলাদেশের বিপক্ষে সিরিজসেরা হয়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার কাগিসো রাবাদা। ছবি : প্রথম আলো

সংক্ষিপ্ত স্কোর

দক্ষিণ আফ্রিকা ১ম ইনিংস : ৫৭৫/৬ ডি.
বাংলাদেশ : ৪৫.২ ওভারে ১৫৯ (মুমিনুল ৮২, তাইজুল ৩০; রাবাদা ৫/৩৭, প্যাটারসন ২/৩১, মহারাজ ২/৫৭) ও ৪৩.৪ ওভারে ১৪৩ (হাসান ৩৮*, নাজমুল ৩৬, মাহিদুল ২৯; মহারাজ ৫/৫৯, মুতুসামি ৪/৪৫)।
ফল : দক্ষিণ আফ্রিকা ইনিংস ও ২৭৩ রানে জয়ী।
সিরিজ : ২-ম্যাচ সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ২-০-তে জয়ী।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ : টনি ডি জর্জি।
ম্যান অব দ্য সিরিজ : কাগিসো রাবাদা।

ছোট পর্দায় আজ

মুম্বাই টেস্ট-১ম দিন — *টি স্পোর্টস*
ভারত-নিউজিল্যান্ড — সকাল ১০টা

এএফসি চ্যালেঞ্জ কাপ — *টি স্পোর্টস*
ইস্ট বেঙ্গল-নেজমেহ — বিকেল ৫-৩০ মি.
বসুন্ধরা কিংস-পারো এফসি — রাত ৯টা

সৌদি প্রো লিগ — *সনি স্পোর্টস ২*
আল নাসর-আল হিলাল — রাত ১২টা

বুন্দেসলিগা — *সনি স্পোর্টস ১*
লেভারকুসেন-স্টুটগার্ট — রাত ১-৩০ মি.

এবারও সাফের সেরা হয়ে ট্রফি নিয়ে কাঠমান্ডু থেকে ঢাকায় ফিরেছে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল। কাল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। বাফুফে

'আমি কোনো স্বজনপ্রীতি করিনি'

সাক্ষাৎকারে পিটার বাটলার

সাফ জিতে গতকাল দেশে ফেরার পথে কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে *প্রথম আলোর* সঙ্গে সাক্ষাৎকারে দলের বিজয়, টুর্নামেন্টের সময় ওঠা সিনিয়র-জুনিয়র বিতর্ক আর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেছেন প্রধান কোচ পিটার বাটলার

মাসুদ আলম, *কাঠমান্ডু থেকে ফিরে*

প্রশ্ন : বাংলাদেশ নারী দলের কোচ হিসেবে আপনি আর থাকছেন না বলেছেন। কোনো ক্ষোভ বা হতাশা থেকে এমন সিদ্ধান্ত? তাহলে এরপর কী?
পিটার বাটলার : আমি জানি না। মেয়েদের দলের কোচ হিসেবে বাফুফের সঙ্গে আমার কোনো চুক্তি নেই। বাফুফের এলিট একাডেমির কোচ হিসেবে আমি বাংলাদেশে আসি। কিন্তু জনাব সালাহউদ্দিন (বাফুফের সাবেক সভাপতি) এবং মিস কিরণের (বাফুফের সদস্য) আগ্রহে নারী দলের দায়িত্ব নিই। তাঁদের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, সাফ জিততে নিজের সেরাটা দেব এবং দিয়েছি। বাফুফের সঙ্গে আমার এক বছরের চুক্তি আগামী মাসে শেষ।

প্রশ্ন : বাফুফে চুক্তি বাড়ালে আপনি থাকবেন?
বাটলার : এখনই বলতে পারব না। বাফুফেতে নতুন কমিটি এসেছে। তারা কী চায়, জানি না। দেখা যাক। তবে নারী দলের সঙ্গে আর কাজ করার ইচ্ছা নেই আমার। নারী দলের কোচ হিসেবে বাফুফে থেকে আমার জন্য বেতনের বাইরে বাড়তি কোনো আর্থিক প্রণোদনাও ছিল না। খোলামনে ভালোবেসে কাজটা করেছি।

প্রশ্ন : আপনি ঢাকায় ফিরে রাতেই নাকি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন? ফিরবেন কবে?
বাটলার : এটাও জানি না। আজ রাতে (গতকাল রাতে) আমার ইংল্যান্ড যাওয়ার কথা। সম্প্রতি আমি দাদা হয়েছি। ছেলের ঘরের নাতনিকে এখনো দেখা হয়নি। ওকে দেখতে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

প্রশ্ন : ভুটানের বিপক্ষে সেমির আগে আপনি বলেছেন, নারী দলের সাবেক কোচ (গোলাম রব্বানী) নাকি মেয়েদের বাইরে থেকে প্ররোচিত করছেন। মারাত্মক অভিযোগ। সাফ জেতার পরও কি নিজের বক্তব্যে অটল থাকবেন?
বাটলার : অবশ্যই। কিছু মানুষ বাইরে থেকে দলকে মিথ্যা তথ্য দিয়েছে, মেয়েদের উসকানি দিয়েছে। এটা ঠিক নয়। আমি নাম বলব না। কারা, সেটা আপনারা জানেন।

প্রশ্ন : সেমির আগে গোলাম রব্বানী আপনার অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলেন, আপনি সঠিকভাবে দল চালাতে পারেননি। পাকিস্তান ম্যাচে দুজন সিনিয়রকে একাদশে নেননি। ম্যাচটা কোনোমতে ড্রর পর মিডফিল্ডার মনিকা চাকমা আপনাকে আক্রমণ করে বলেছেন, আপনি নাকি সিনিয়রদের পছন্দ করেন না।
বাটলার : এগুলো খুবই বাজে কথা। কেউ বলে থাকলে সেই দায়িত্ব তার। হয়তো দলের মধ্যে নিজের অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাই বলতে পারে। আমার কাছে সবাই সমান। আমি কোনো স্বজনপ্রীতি করিনি। বরং সবাইকে আমি সম্মান করি, আবার সম্মান আশাও করি। আমি আমার জায়গায় সৎ ছিলাম। তবে এটা ঠিক, এসব কথাবার্তা আমাকে ভীষণ আহত করেছে।

পিটার বাটলার

প্রশ্ন : আগের কোচ গোলাম রব্বানীকে খেলোয়াড়েরা নাকি অনেক মিস করেন। সেটা তাঁরা প্রকাশ্যেই বলেন। অন্যদিকে আপনাকে দল থেকে কিছুটা বিচ্ছিন্ন লাগে। কাঠমান্ডুর বিমানবন্দরেও সেটার আঁচ পাওয়া যায়। এটা কেন?
বাটলার : দেখুন, খেলোয়াড়-কোচের কখনো বন্ধুত্ব হওয়া উচিত নয়। স্যার অ্যালেক্স ফার্গুসন কি ইউনাইটেডের খেলোয়াড়দের সঙ্গে সেভাবে মিশেছেন? বা জোসে মরিনিও? আমি বলব, না। খেলোয়াড়-কোচের বন্ধুত্ব হবে কেন? কিন্তু এটা ব্যতিক্রম যে বাংলাদেশের ফুটবলে কোচ-খেলোয়াড়ে অনেক বন্ধুত্ব, যেটা আমি করতে পারব না। আমি খেলোয়াড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে লাঞ্চ বা ডিনারে যেতে পারি না।

প্রশ্ন : ভারতের বিপক্ষে ৩-১ গোলে জেতার পর খেলোয়াড়দের কেউ কেউ বলেছেন, ভারত ম্যাচের আগে কয়েকজন আপনাকে সিনিয়রদের খেলাতে জোরাজুরি করেছেন। আপনি নাকি বলেছিলেন, ঠিক আছে, সিনিয়ররা খেলো এবং জিতে দেখাও। এ নিয়ে কী বলবেন?
বাটলার : এটা এক লাখবার মিথ্যা কথা। কেউ আমার কাছে আসেনি আর কাকে খেলাব, সেটা জিজ্ঞেস করার সাহস তারা পাবে কীভাবে? যা করেছি, নিজের সিদ্ধান্তেই করেছি আমি। পেশাদার পদ্ধতিতে করেছি। প্রত্যেক খেলোয়াড়ের সামর্থ্যকে প্রাধান্য দিই। তথ্য পরিসংখ্যান দেখি, খেলোয়াড়ের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে দল নির্বাচন করি না। আমার কোনো ব্যক্তিগত পছন্দও ছিল না।

প্রশ্ন : কারও কারও মুখে শোনা যায়, বসুন্ধরা কিংসের মাঠে অনুশীলনপর্বে অধিনায়ক সাবিনা খাতুনের সঙ্গে আপনার ঝামেলা বাধে। কেমন যেন আপনাদের মধ্যে একটু দূরত্ব দেখা গেছে টুর্নামেন্টজুড়ে।
বাটলার : এটা আমি জানি না। আমি পেশাদার কোচ, ওয়েস্ট হামের মতো ক্লাবে খেলেছি। আমি চলি আমার নীতিতে। কেউ আমাকে পছন্দ না করলে আমার কিছু যায়-আসে না।

প্রশ্ন : অনেক বিতর্ক শেষে দলকে আপনি সাফল্য দিয়েছেন। শেষ হাসি আপনারই। কতটা কঠিন ছিল এই যাত্রাটা?
বাটলার : অনেক কঠিন। দেখেছেন নিশ্চয়ই, ফাইনালে আমরা কত বড় বাধা পেরিয়েছি। ফাইনালে আমি কোনো খেলোয়াড় বদল করতে চাইছিলাম না, এটা অনেক বড় ট্যাকটিক্যাল দিক ছিল। সাবিনা একটু চোট পাওয়ায় ওকে শুধু তুলে নিই শেষ দিকে। আমি খুশি যে দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পেরেছি। এই তৃপ্তি নিয়েই বাড়ি যাচ্ছি।

আনন্দের মধ্যেও অনেক দুঃখ ঋতুপর্ণার

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *কাঠমান্ডু থেকে ফিরে*

আগের রাতে পাওয়া স্বপ্নের ট্রফিটা হাতে নিয়ে এদিক-ওদিক হাঁটছেন। কখনো দল বেঁধে সেলফি তুলছেন। কখনো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলছেন। অনুশীলনের তাড়া নেই, কোনো ম্যাচ নেই। আজ শুধুই হেসেখেলে বেড়ানোর দিন। দেশে ফিরলে আরেকবার ছাদখোলা বাসের রোমাঞ্চ। এসব ভাবতে ভাবতেই কাঠমান্ডুর ত্রিভুবন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কালকের সকালটা কেটেছে ঋতুপর্ণা চাকমার।

ঢাকাগামী বিমানে ওঠার কিছুক্ষণ আগে দেখা গেল ঋতুপর্ণা ট্রফি নিয়ে রীতিমতো দৌড়াচ্ছেন। সঙ্গী মনিকা-মারিয়ারাও বেশ উপভোগ করছেন। সবার মুখে চওড়া হাসি। সাফ নারী ফুটবলে সেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার পাওয়া বাংলাদেশ দলের ফরোয়ার্ড ঋতুপর্ণা হাসিটা অপরাজিত রেখে এই প্রতিবেদকের এক প্রশ্নে বললেন, 'আমার সাফল্যে আমার পরিবার অনেক খুশি। মেয়ের সাফল্যে তারা খুশি হবে না?'

খুশি আসলে গোটা দেশের মানুষই। মেয়েরা টানা দ্বিতীয়বার সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছেন। গতবার সাবিনা-আলোয় ঢাকা পড়েছেন। এবার নিজেই আলো ছড়িয়েছেন। ফাইনালে ঋতুপর্ণা করেছেন জয়সূচক গোল। বাংলাদেশের ২-১ গোলে জেতা ফাইনালটা রাঙামাটির কাউখালী উপজেলার ঘাগড়া ইউনিয়নের মঘাছড়ি গ্রামের মেয়েকে এনেছে আরও প্রচারের আলোয়। দশরথ রঙ্গশালায় এমন স্মরণীয় ক্ষণ কাটিয়ে রাতে ঘুম হয়েছে? প্রথমে ঘুম হয়নি বলে পরক্ষণে নিজেই সংশোধনী আনেন, 'ঘুম হইছে, তবে একটু লেট হইছে।'

ঋতুপর্ণা টুর্নামেন্ট-সেরার পুরস্কার না পেলে কে পেতে পারতেন? ঋতুপর্ণার চোখে কে সেরা? প্রশ্ন শুনে ঋতুপর্ণা একটু ভাবেন। তারপর বলেন, 'আমাদের দলের মনিকা মানে মনিকা চাকমা। মাঝমাঠে সে অনেক ভালো একটা প্লেয়ার। মাঝমাঠে কোয়ালিটি খেলোয়াড়।' বাংলাদেশের এই নারী দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে ভেতরে-ভেতরে দলে জায়গা শক্ত করার লড়াই থাকলেও তাঁরা একে অন্যের প্রতি বেশ শ্রদ্ধাশীল। একজনের সাফল্যে আরেকজন উপভোগ করেন। সেই ছবিটা কাল দেখা গেছে দল দেশে ফেরার পথে। সবাই পুরো ভ্রমণ আনন্দে কাটিয়েছেন। বিমান দেশের মাটি ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে খেলোয়াড়দের করতালি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়। বিমানে তাঁদের আসনগুলোয় রজনীগন্ধা ফুল পড়ে ছিল। সকালে তাঁরা বিমানবন্দরে আসেন মালা পরে।

কিন্তু সেরার পুরস্কার নিয়ে ফেরার পথে ঋতুপর্ণার মনটা বিষণ্ন হয়ে ওঠে যখন তাঁর প্রয়াত বাবার প্রসঙ্গ আসে। মেয়ের ফুটবলার হওয়া বা তাঁর সাফল্য বাবা দেখে যেতে পারেননি। ঋতুপর্ণা বলে যান, 'বাবা থাকলে আমার থেকেও অনেক খুশি হতেন। ছেলেমেয়েদের নিয়ে অন্য বাবারা যেমন গর্বিত হয়, তিনিও হতেন।' পঞ্চম শ্রেণিতে পিইসি পরীক্ষা দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছিলেন। ফল বেরোনোর কয়েক দিন পরই তাঁর বাবা বরজ বাঁশি চাকমা ক্যানসারে মারা যান ২০১৫ সালে। ঋতুপর্ণার বয়স তখন মাত্র ১১ বছর।

তাঁর একমাত্র ভাই পার্বণ চাকমা বছর কয়েক আগে মারা যান মর্মান্তিকভাবে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে। ভাইয়ের কথা এলে ঋতুপর্ণার কণ্ঠটা আরও ধরে আসে। দুঃখ নিয়ে বলেন, 'ভাই অনেক ভালো ছিলেন। অনেক ভালোবাসতেন আমাকে।' সাফের আগের টুর্নামেন্টও ভাই দেখে যেতে পারেননি। চার বোনের মধ্যে বড় তিনজনেরই বিয়ে হয়ে গেছে। ঋতুপর্ণা নিজেই বলেন, 'আমি আসলে এখন একা।'

গত বছর খেলোয়াড় কোটায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে ভর্তি হয়েছেন। তবে বাবা-ভাই হারানোর শোক বুকে নিয়ে ঋতুপর্ণা ফুটবলকেই সঙ্গী করে নিয়েছেন সার্বক্ষণিক। মেয়েদের বঙ্গমাতা আন্তঃপ্রাথমিক ফুটবল দিয়ে তাঁর এই জগতে আসা। ২০১২ সালে টুর্নামেন্টের প্রথম আসরে খেলেন। ২০১৪ সালে সর্বশেষ খেলেছেন প্রাথমিকে। ২০১৬ সালে বিকেএসপিতে ভর্তি হওয়া। একই সঙ্গে বাফুফে ছায়াতলে আসেন সেই সময়।

৮-৯ বছরের মধ্যেই মেয়েটি দক্ষিণ এশিয়ার সেরা ফুটবলারে পরিণত হয়েছেন। অনেকের ভিড়েই ঋতুপর্ণাকে আলাদাভাবে চেনা যায়। ছোটখাটো গড়ন। তবে মাঠে বেশ ক্ষিপ্র। তাঁর পায়ের কারুকাজে বারবার পরাস্ত হয়েছে নেপাল, ভারত, ভুটান, পাকিস্তানের ডিফেন্ডাররা। এবারের সাফে তাঁর গোল দুটি। কিন্তু গোল দিয়ে তাঁকে চেনা যাবে না। ঋতুপর্ণাকে চিনতে হলে দেখতে হবে তাঁর গতি আর স্কিলের ঝলক। তবে ঋতুপর্ণা যে মাঠে ঝলক দেখান বাবা-ভাই হারানোর দুঃখ নিয়ে সেটি থেকে যায় আড়ালেই।

'এই মাত্র সুস্থভাবে দেশে এসে পৌঁছালাম'—ঢাকায় পৌঁছেই কাল ফেসবুকে স্ট্যাটাস এবার সাফ নারী চ্যাম্পিয়নশিপের সেরা খেলোয়াড় ঋতুপর্ণা চাকমার। ছবি : ঋতুপর্ণার ফেসবুক থেকে

নাজমুল, মিরাজের সঙ্গে ফারুকের আলোচনা

ক্রীড়া প্রতিবেদক, *চট্টগ্রাম থেকে*

নাজমুল হোসেন

মেহেদী হাসান মিরাজ

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ তো শেষ। নাজমুল হোসেন কি আর থাকছেন জাতীয় দলের নেতৃত্বে? না থাকলে কে হবেন নতুন অধিনায়ক? কাল রাতে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত এ ব্যাপারে বিসিবি আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানায়নি। তবে জহুর আহমেদ চৌধুরী স্টেডিয়ামের প্রেসবক্সে বিসিবি সভাপতি ফারুক আহমেদ জানিয়েছেন, আফগানিস্তান সিরিজে না-ও খেলতে পারেন সাকিব আল হাসান। কাল ম্যাচ শেষে হওয়া পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের পর অধিনায়ক নাজমুল হোসেন এবং টেস্ট ও ওয়ানডের সম্ভাব্য অধিনায়ক মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে আলাদা করেই দীর্ঘ সময় কথা বলেছেন ফারুক। পরে ড্রেসিংরুমে কোচ ও খেলোয়াড়দের সঙ্গেও কথা বলেছেন তিনি। নাজমুল নেতৃত্ব ছেড়ে দিলে টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হতে পারেন তাসকিন আহমেদ। বিসিবি সভাপতিও সে রকম আভাসই দিয়েছেন। যদিও এর আগে সম্ভাব্য টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক হিসেবে তাওহিদ হৃদয়ের নামও শোনা গিয়েছিল।

ওদিকে আফগানিস্তান সিরিজে সাকিবের খেলা প্রসঙ্গে ফারুক বলেছেন, 'সাকিব যখন চেষ্টা করেও দেশে শেষ টেস্ট খেলতে পারল না। এর পর থেকে মনে হয় সে অনুশীলনেও খুব একটা নেই। এ ব্যাপারে এখনো সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পরের সিরিজে তার খেলার সম্ভাবনা কম। এটা তার মানসিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে।' তিনি জানান, শারজায় তিন ওয়ানডের সিরিজে না খেললে সেটা সাকিবেরই সিদ্ধান্ত হবে।

মিরপুরে শেষ টেস্ট খেলতে না পারায় সাকিবের কষ্টটা বুঝতে পারছেন ফারুকও, 'শেষ টেস্টটা সে দেশে খেলতে পারেনি, এর জন্য মন খারাপ হবেই। এরপর যখন অনুশীলন করতে পারেনি, সে পেশাদার; সে ভেবেছে, এ অবস্থায় সিরিজটা খেললে দেশের জন্য ভালো হবে না, তার জন্যও ভালো হবে না।' বিসিবি সভাপতি জানিয়েছেন, মাঝে আবুধাবিতে একটা টি-টেন টুর্নামেন্টে খেলবেন সাকিব। সেটা হলে তাঁর একটা প্রস্তুতিও হয়ে যাবে। এরপর সাকিব চাইলে ওয়েস্ট ইন্ডিজে ওয়ানডে সিরিজে তাঁকে দলে রাখা হতে পারে। ফারুকের বিশ্বাস, অন্তত ওয়ানডে ক্রিকেটে সাকিব এখনো বাংলাদেশের হয়ে খেলতে পারেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে মিরপুর টেস্টে সাকিবের না খেলা নিয়ে সভাপতির ব্যাখ্যা, 'এটা বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের সিদ্ধান্ত ছিল না। ক্রীড়া উপদেষ্টা মিডিয়াতে বলেছেন যে সে এলে সমস্যা হবে। আমার এখানে কথা বলার সুযোগ ছিল না। কারণ, এটা আগেই বলা হয়ে গিয়েছিল।'

রাজধানীর মিরপুর ১৪ নম্বরে গতকাল সকালে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে পোশাকশ্রমিকদের সংঘর্ষের এক পর্যায়ে গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। সংগৃহীত

দুই পোশাকশ্রমিক গুলিবিদ্ধ

মিরপুরে সেনা-পুলিশের সঙ্গে পোশাক শ্রমিকদের সংঘর্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

রাজধানীর মিরপুর ১৪ নম্বরে গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সঙ্গে পোশাকশ্রমিকদের সংঘর্ষ হয়েছে। এতে দুই পোশাকশ্রমিক গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তাঁদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ পোশাকশ্রমিকেরা পুলিশের একটি ও সেনাবাহিনীর একটি গাড়িতে আগুন দিয়েছেন।

গুলিবিদ্ধ দুই পোশাকশ্রমিক হলেন আল আমিন (১৮) ও ঝুমা আক্তার (১৫)।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ বলেছে, গতকাল সকাল সাড়ে আটটার দিকে মিরপুর ১৪ নম্বর-সংলগ্ন পুরোনো কচুক্ষেত প্রধান সড়কের পাশে মৌসুমী অ্যান্ড ভূঁইয়া প্লাজায় অবস্থিত ক্রিয়েটিভ ডিজাইনারস লিমিটেড (সিডিএল) নামের পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা 'কাজ না করলে বেতন নয়' নোটিশ দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। এ সময় তাঁরা কারখানার ওই নোটিশ প্রত্যাহারের দাবিতে বিক্ষোভ করেন। একপর্যায়ে শ্রমিকেরা সড়ক অবরোধ করে রাখেন।

সেনা ও পুলিশ সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া দিলে তাঁরা এলাকা ছেড়ে চলে যান। এর কিছুক্ষণ পর পাশের ডায়না নামের একটি পোশাক কারখানার শ্রমিকেরা সিডিএলের সামনে এসে স্লোগান দেন, 'আমার ভাই মরল কেন জবাব চাই, দিতে হবে'। এরই মধ্যে মিরপুর ১৪ নম্বরের একের পর এক পোশাক কারখানা থেকে শত শত শ্রমিক এসে সিডিএলের সামনে আন্দোলনরত শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেন। তখন মিরপুর ১৪ নম্বরের সঙ্গে সংযোগ সড়কগুলোর যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এতে গন্তব্যস্থলে পৌঁছাতে দুর্ভোগে পড়েন অফিসগামী মানুষ। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে মিরপুর ১৪ নম্বরের ডায়নাসহ ছয়টি পোশাক কারখানা তাৎক্ষণিক ছুটি ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী বেসরকারি ডাচ্-বাংলা ব্যাংকের এটিএম বুথের নিরাপত্তাকর্মী জিয়াউল হক *প্রথম আলো*কে বলেন, গতকাল সকালে সেনাবাহিনী ও পুলিশ সদস্যরা আন্দোলনরত পোশাকশ্রমিকদের রাস্তা থেকে সরে যেতে অনুরোধ করেন। কিন্তু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের ওপর ইটপাটকেল ছুড়ে মারেন। আশপাশের পোশাক কারখানার ছাদ থেকে তাঁদের ওপর ইটপাটকেল ছুড়ে মারেন। এ নিয়ে পোশাকশ্রমিকদের সঙ্গে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের পাল্টাপাল্টি ধাওয়া ও সংঘর্ষ হয়। একপর্যায়ে পুলিশ তাঁদের পিকআপ ভ্যান ও সেনাবাহিনী তাদের ব্যবহৃত পিকআপ রাস্তায় রেখে পিছু হটে। এ সময় বিক্ষুব্ধ শ্রমিকেরা পুলিশ ও সেনাবাহিনীর দুটি গাড়িতে ভাঙচুর চালান ও পরে এতে আগুন লাগিয়ে দেন।

এ সময় ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভান। পরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী রাস্তা থেকে অবরোধকারীদের সরে যেতে অনুরোধ করে। তখন পোশাকশ্রমিকেরা তাদের সঙ্গে আবার সংঘর্ষে লিপ্ত হন। সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত সংঘর্ষ পুরান কচুক্ষেত এলাকা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাঠিপেটা করে ও গুলি চালায়। তখন আতঙ্কে আশপাশের দোকানপাট ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় আল আমিন ও ঝুমা আক্তার নামের দুই পোশাকশ্রমিক গুলিবিদ্ধ হন। আল আমিনের কাঁধে ও পিঠের ওপর ও ঝুমার ডান পায়ের গোড়ালিতে গুলি লাগে।

বেলা ১১টার দিকে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ধীরে ধীরে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ক্রিয়েটিভ ডিজাইনারসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ তারেক সরকার *প্রথম আলো*কে বলেন, শ্রমিক আন্দোলনের পেছনে বেতন-ভাতার কোনো সম্পর্ক নেই। মূলত সাবেক এক কর্মীকে শ্রমিকেরা তাঁদের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিতে তিন দিন ধরে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ করেন। বিভিন্নভাবে তাঁদের বোঝানোর চেষ্টা করে আমরা ব্যর্থ হয়েছি। শেষ পর্যন্ত বুধবার রাতে কারখানা বন্ধ করতে হয়েছে।

কাফরুল থানার ওসি কাজী গোলাম মোস্তফা *প্রথম আলো*কে বলেন, বিক্ষুব্ধ পোশাকশ্রমিকেরা সেনাবাহিনী ও পুলিশের দুটি পিকআপ পুড়িয়ে দিয়েছেন। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যৌথ বাহিনী লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের শেল ও গুলি ছুড়তে বাধ্য হয়েছে। এই ঘটনায় কাউকে আটক করা হয়নি। গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এ বিষয়ে মামলা হয়নি।

বিক্ষোভে গুলি চালানোর নিন্দা জাতীয় নাগরিক কমিটির

বকেয়া বেতনের দাবিতে আন্দোলনরত শ্রমিকদের কর্মসূচিতে গুলি চালানোর তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জাতীয় নাগরিক কমিটি। একই সঙ্গে শ্রমিকদের ওপর দমন-নিপীড়ন থামানোর আহ্বান জানিয়েছে তারা। গতকাল বৃহস্পতিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ আহ্বান জানানো হয়। বিজ্ঞপ্তিতে জাতীয় নাগরিক কমিটি অনতিবিলম্বে শ্রম কমিশন গঠন করে আন্তর্জাতিক শ্রম আইন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার সংরক্ষণ এবং শ্রমিক ও মালিক পক্ষের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো যৌক্তিক উপায়ে মীমাংসা করার আহ্বান জানায়।

নাটোর

প্রথম দিনেই জমে উঠেছে নাটোরের লালপুরের ঐতিহ্যবাহী বুধপাড়ার মেলা। ছবি : প্রথম আলো

প্রাচীন একটি মেলার কথা

মুক্তার হোসেন, *নাটোর*

প্রতিবছর কার্তিক মাস এলেই নাটোরের সর্ব দক্ষিণের উপজেলা লালপুরের বাড়িতে বাড়িতে অতিথির আনাগোনা বেড়ে যায়। বিশেষ করে মেয়ে-জামাতা আর নাতি-নাতনিদের আগমনে বাড়িতে উৎসবের আমেজ বিরাজ করে। আদর-আপ্যায়নের জন্য বাড়ির গৃহিণীরা নাড়ু-মুড়িসহ নানা ধরনের মিষ্টান্ন বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই উৎসব বুধপাড়ার কালীপূজার মেলা ঘিরে।

লালপুরের বুধপাড়া গ্রামে এই মেলা বসে বলে অনেকে একে বুধপাড়ার মেলা বলেও জানেন। ১০-২০ বছর নয়, ৫৩৫ বছর ধরে এখানে এই মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। আগে কার্তিক মাসজুড়ে মেলা হতো। এখন কোনো বছর ৯ দিন, আবার কোনো বছর ৭ দিন চলে এই মেলা। কালীপূজা উপলক্ষে মেলা বসলেও মেলাটি হিন্দু-মুসলিমসহ সব ধর্মের মানুষের মিলনমেলায় পরিণত হয়।

এ বছরের মেলা শুরু হয়েছে গতকাল বৃহস্পতিবার। চলবে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত সাত দিন।

বুধপাড়া মেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক আনন্দ মোহন সাহার দেওয়া তথ্য অনুসারে, এখানে প্রথম ১৪৯০ খ্রিষ্টাব্দে পূজা ও মেলার আয়োজন করা হয়। নবাবি আমলে বর্গি-হাঙ্গামায় ভারতের মুর্শিদাবাদের বহরমপুরের খাগড়া থেকে ৬০ ঘর কাঁসাশিল্পী বুধপাড়ায় বসতি গড়েন। তাঁরাই মূলত এই মেলার উদ্যোক্তা। জমিদার পুণ্যচন্দ্র দাস ১৫০ বছর আগে এখানকার কালীমন্দিরের পাশে স্থাপিত গোবিন্দমন্দিরে প্রায় দেড় হাজার বিঘা জমি দান করেন। এসব জমি থেকে উপার্জিত অর্থ দিয়ে সারা বছর মন্দিরে সকাল-সন্ধ্যা আরাধনা, পূজা-অর্চনা, হরিবাসসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়। উপমহাদেশের প্রাচীনতম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর অন্যতম এই মন্দির ঘিরে বুধপাড়ার মেলা এখন সর্বজনীনতা পেয়েছে।

গতকাল দুপুরে বুধপাড়ার মেলায় গিয়ে দেখা গেল, সারি সারি মিষ্টির দোকান। প্রথম দিনের কারণে দোকানে ক্রেতার তেমন ভিড় ছিল না। মূলত শিশু-কিশোরেরা জিলাপি-সন্দেশ কিনছিল। এমনই একটি দোকানের নাম নিত্যানন্দ মিষ্টান্ন ভান্ডার। দোকানের মালিক জিতেন দাস। তাঁর সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তাঁদের মিষ্টির ব্যবসা শতবছরের। তার কর্তা (দাদা) ললিন দাস বেতের ঝুড়িতে করে হেঁটে হেঁটে সন্দেশ বিক্রি করতেন। তাঁর সন্দেশ একবার যে খেয়েছে, সে তাকে খুঁজে নিয়ে আবার মিষ্টি কিনেছে। এখন তার তৃতীয় বংশধরেরা সুনামের সঙ্গে মিষ্টি তৈরি করছেন। এবারের মেলায় তাঁরা সাত দিনে অন্তত ২০ মণ মিষ্টি বিক্রির আশা করছেন। তাঁর মতে, মেলার ৮০ ভাগ ক্রেতা মুসলিম সম্প্রদায়ের। তাই বেচাকেনায় ঘাটতি হয় না।

এ ছাড়া মেলায় এসেছে কাঠের আসবাব, চাদর, কম্বলসহ শিশুদের নানা ধরনের খেলনা। এখানকার মাটি আর কাঁসার তৈজসের ঐতিহ্য বহু পুরোনো। কারণ, যাঁরা এই মেলার গোড়াপত্তন করেছিলেন, তাঁরা ছিলেন কাঁসাশিল্পী। অনেকেই জানান, তাঁরা মেলায় এসেছেন মূলত কাঁসার সামগ্রী কিনতে।

মেলায় শিশুদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কারণ, শিশুদের জন্য নাগরদোলাসহ নানা ধরনের খেলার উপকরণ রয়েছে মেলায়। তবে হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষদের জন্য বিশেষ কিছু আয়োজনও রয়েছে। যেমন বিনা মূল্যে ভোগ ও বলির পাঁঠার মাংস বিতরণ। দিনে ৫০-৬০টি পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। এর মাংস স্থানীয় হিন্দু ছাড়াও অন্য এলাকার হিন্দুদের মধ্যে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়।

মন্দিরের পুরোহিত সুবোধ কুমার মজুমদার জানান, এখানকার কালীপ্রতিমা দৈর্ঘ্য ও উচ্চতায় দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ। এ কারণে এই প্রতিমা দেখার জন্য দেশের অন্যান্য জেলা থেকে, এমনকি পাশের দেশ ভারত ও নেপাল থেকে অনেকে বুধপাড়ার মেলায় আসেন।

মেলা বসেছে বুধপাড়া কালীবাড়ি চত্বরসহ আশপাশের প্রায় এক কিলোমিটার এলাকাজুড়ে। আজিজুর রহমান বিশ্বাস বুধপাড়ার একজন ষাটোর্ধ বাসিন্দা। মেলার মধ্যেই তাঁর বসতবাড়ি। মেলা উপলক্ষে তাঁর বাড়িসহ আশপাশের অন্য সব ধর্মাবলম্বীদের বাড়িতে অতিথিরা আসতে শুরু করেছেন। তাঁদের আপ্যায়নের জন্য তৈরি করা হয়েছে তিল-নারকেলের নাড়ু, তিলের খাজা ও মিষ্টিসামগ্রী। বুধপাড়ার বাসিন্দা বিচ্ছাদ আলীর বাড়িতে গিয়ে দেখা যায়, নতুন পোশাকে কয়েকজন অতিথি ঘোরাফেরা করছেন। তাঁরা এসেছেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ থেকে। এই বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। মেলা দেখার জন্য তাঁরা এ সময়ে জামাইয়ের বাড়িতে এসেছেন।

বিকেল ঘনিয়ে আসতে থাকায় দর্শনার্থীদের আগমন বাড়ছিল। মেলা চত্বর থেকে বের হয়ে আসার সময় দেখা গেল, পিচের সরু রাস্তার দুই ধারের ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার করা হয়েছে। সেখানে চলছিল নতুন নতুন দোকান বসানোর আয়োজন।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংসতার তীব্র নিন্দা ডোনাল্ড ট্রাম্পের

প্রথম আলো ডেস্ক

ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমানে বাংলাদেশ পুরোপুরি বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির মধ্যে রয়েছে বলেও উল্লেখ করেছেন তিনি।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের চার দিন আগে বৃহস্পতিবার এক এক্স বার্তায় এসব কথা বলেছেন দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট ও রিপাবলিকান পার্টির নেতা ট্রাম্প। এতে তিনি লিখেছেন, 'আমি বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও অন্য সংখ্যালঘুদের ওপর বর্বরোচিত সহিংসতার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। দেশটিতে দলবদ্ধভাবে তাদের ওপর হামলা ও লুটপাট চালানো হচ্ছে। বাংলাদেশ এখন পুরোপুরিভাবে একটি বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে রয়েছে।'

তাঁর সময়ে এমনটা কখনো হয়নি উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প লিখেছেন, 'কমলা ও জো (প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন) বিশ্বজুড়ে ও আমেরিকায় হিন্দুদের উপেক্ষা করে আসছে। ইসরায়েল থেকে ইউক্রেন এবং সেখান থেকে আমাদের দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত পর্যন্ত এলাকার জন্য তাঁরা একটি বিপর্যয় হয়ে এসেছেন। সেখানে আমরা আবার আমেরিকাকে শক্তিশালী করব এবং সেই শক্তি দিয়ে আবার শান্তি ফিরিয়ে আনব!'

যুক্তরাষ্ট্রেও ধর্মীয় বিদ্বেষ থেকে হিন্দুদের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'আমরা আপনাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করব। আমার প্রশাসনের সময় আমরা ভারত ও আমার ভালো বন্ধু প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে আমাদের বৃহত্তর অংশীদারত্ব আরও জোরদার করব।'

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী কমলা হ্যারিসের সমালোচনা করে ট্রাম্প টুইটে আরও লিখেছেন, 'কমলা হ্যারিস আরও বিধি-নিষেধ আরোপ করে এবং কর বাড়িয়ে আপনাদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ধ্বংস করে দেবেন। পক্ষান্তরে আমি কর ও বিধি-নিষেধ কমিয়ে এবং আমেরিকার শক্তির বিকাশ ঘটিয়ে ইতিহাসের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতি তৈরি করি। আমরা আবার সেটা করব। তা হবে আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বড় ও ভালো। আমরা আবার আমেরিকাকে মহান করে তুলব।'

সবাইকে দীপাবলির শুভেচ্ছা জানিয়ে টুইট শেষ করেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেছেন, 'আমি আশা করি, আলোর এ উৎসব অশুভকে হটিয়ে শুভর বিজয় নিয়ে আসবে।'

বাসচাপায় বিশ্ববিদ্যালয়ছাত্রী নিহত

চালককে গ্রেপ্তারের দাবিতে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদক, *বরিশাল*

বাসচাপায় বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মাইশা ফৌজিয়া নিহত হওয়ার ঘটনায় অভিযুক্ত চালককে গ্রেপ্তারসহ ১০ দফা দাবিতে মহাসড়ক অবরোধ করেছেন শিক্ষার্থীরা। গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত ৯ ঘণ্টার এই অবরোধের সময় বরিশাল-কুয়াকাটা মহাসড়কের এই অংশ দিয়ে যান চলাচল বন্ধ থাকে।

এদিকে মাইশা ফৌজিয়ার প্রথম জানাজা গতকাল বেলা একটার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের মূল ফটকের সামনের মহাসড়কে অনুষ্ঠিত হয়।

সাত কলেজের জন্য ঢাবির মধ্যেই আলাদা ব্যবস্থা

প্রেস উইংয়ের ব্রিফিং

বিসিএস পরীক্ষা সর্বোচ্চ চারবার দেওয়া যাবে। স্পিকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালন করবেন আইন উপদেষ্টা।

সাত সরকারি কলেজ

ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুরের সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

বিশেষ প্রতিবেদক, *ঢাকা*

ঢাকার বড় সাতটি সরকারি কলেজ দেখভালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধ্যে পুরোপুরি আলাদা একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে, যেখানে আলাদা রেজিস্ট্রারসহ অন্য কর্মকর্তা-কর্মচারী থাকবেন। তবে এ কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্তই থাকবে।

উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকের সিদ্ধান্ত জানাতে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম। বিসিএস পরীক্ষায় সর্বোচ্চ চারবার অংশ নেওয়া যাবে বলে বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে তিনি জানান। এ ছাড়া সংসদ সচিবালয় পরিচালনায় স্পিকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব আইন উপদেষ্টার হাতে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ায় মালয়েশিয়ায় যেতে না পারা প্রায় ১৮ হাজার বাংলাদেশি যাতে যেতে পারেন, সেই উদ্যোগও নিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। এ জন্য তাঁদের বিষয়ে তথ্য যাচাইয়ের কাজটি শুরু হয়েছে।

তেজগাঁওয়ে প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ে উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস।

প্রসঙ্গ সাত কলেজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই সাত সরকারি কলেজ হলো ঢাকা কলেজ, ইডেন মহিলা কলেজ, সরকারি শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজ, কবি নজরুল সরকারি কলেজ, বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজ, মিরপুরের সরকারি বাঙলা কলেজ ও সরকারি তিতুমীর কলেজ।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে কলেজগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয়। এর আগে কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্তির পর থেকে পরীক্ষা, ফল প্রকাশে বিলম্বসহ প্রশাসনিক নানা ধরনের সমস্যা রয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে সাত কলেজের সমন্বয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ স্বায়ত্তশাসিত পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেন শিক্ষার্থীরা। এ অবস্থায় সরকারের পক্ষ থেকে নতুন সিদ্ধান্তের কথা জানানো হলো।

প্রেস সচিব বলেন, শিক্ষা উপদেষ্টা অধ্যাপক ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ এবং যুব ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজীব ভূঁইয়ার সঙ্গে এই সাত কলেজের শিক্ষার্থী প্রতিনিধিরা কথা বলেছেন। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিভুক্ত থাকবে সাত কলেজ। তবে সাত কলেজের প্রশাসনিক কাজকর্মগুলো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে আলাদা ব্যবস্থাপনায় হবে। তবে সেটা কীভাবে, তা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সঙ্গে কথা বলে ঠিক করা হবে। সরকার আশা করছে, এ সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষার্থীরা রাস্তার আন্দোলন শেষ করবেন।

বিসিএস দেওয়া যাবে সর্বোচ্চ চারবার

গত ২৪ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছিল বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস (বিসিএস) পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ তিনবার অংশ নিতে পারবেন। ওই বৈঠকে সরকারি চাকরিতে প্রবেশের সর্বোচ্চ বয়সসীমা দুই বছর বাড়িয়ে ৩২ করার সিদ্ধান্তও হয়েছিল।

এ নিয়ে নানা আলোচনা-বিতর্কের মধ্যে গতকাল উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে আগের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করা হয়েছে। নতুন সিদ্ধান্ত হলো, বিসিএস পরীক্ষায় একজন প্রার্থী সর্বোচ্চ চারবার অংশ নিতে পারবেন।

স্পিকারের প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্বে আইন উপদেষ্টা

জাতীয় সংসদের স্পিকারের অবর্তমানে তাঁর প্রশাসনিক ও আর্থিক দায়িত্ব পালন করবেন অন্তর্বর্তী আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক আসিফ নজরুল। উপদেষ্টা পরিষদের বৈঠকে 'জাতীয় সংসদ সচিবালয় (অন্তর্বর্তীকালীন বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ-২০২৪'-এর খসড়া অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। সেখানে বিষয়টি রয়েছে।

আইনের খসড়ায় বলা হয়েছে, অন্তর্বর্তীকালীন সময়ের জন্য সংসদ সচিবালয়ের সর্বপ্রকার প্রশাসনিক ও আর্থিক ক্ষমতা যেমন পদ সৃজন ও বিলুপ্তি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা নির্ধারণ ও হ্রাস-বৃদ্ধি, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন, তৃতীয় ও তদূর্ধ্ব গ্রেডে পদোন্নতি, নিয়োগ বিধিমালা সংশোধনসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়সহ অন্য সব বিষয় (সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭৪ অনুযায়ী সংসদ কার্যসংক্রান্ত দায়িত্ব ব্যতীত) সংসদবিষয়ক উপদেষ্টার (অধ্যাপক আসিফ নজরুল) ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে। অন্যান্য আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা সংসদ সচিবালয়ের সচিবকে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে খসড়ায়।

আইনের খসড়ায় সংসদবিষয়ক উপদেষ্টাকে চেয়ারম্যান করে একটি অন্তর্বর্তীকালীন সংসদ সচিবালয় কমিশন গঠনেরও কথা রয়েছে। উল্লেখ্য, জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের বিদ্যমান আইন অনুযায়ী কিছু দায়িত্ব যেমন পদ সৃজন ও বিলুপ্তি, কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সংখ্যা নির্ধারণ ও হ্রাস-বৃদ্ধি, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি সংসদ সচিবালয় কমিশনের সঙ্গে পরামর্শ করে স্পিকার পালন করে থাকেন।

এই অধ্যাদেশের উদ্যোগের কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের মুখে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গত ৫ আগস্ট দেশ ত্যাগ করায় রাষ্ট্রপতি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ ভেঙে দেন। পরে স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীও পদত্যাগ করেন। স্পিকারের অবর্তমানে সংসদ সচিবালয়ের দৈনন্দিন, প্রশাসনিক ও আর্থিক কাজসহ অন্যান্য বিষয়ে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে।

ডেঙ্গুতে অক্টোবরে ১৩৪ জনের মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

দেশে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে আরও সাতজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে অক্টোবরে ডেঙ্গুতে ১৩৪ জনের মৃত্যু হলো। আর চলতি বছর এখন পর্যন্ত ডেঙ্গুতে ২৯৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গতকাল বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, গতকাল সকাল আটটা পর্যন্ত সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে দুজন, ময়মনসিংহে দুজন এবং খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে একজন করে মোট তিনজনের মৃত্যু হয়েছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে ১ হাজার ২৪৩ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩১৩ রোগী ভর্তি হয়েছেন ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনের বিভিন্ন হাসপাতালে। এরপর ঢাকা বিভাগে ২৩৪, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ১৮৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ১৪৩, খুলনা বিভাগে ১২৪, বরিশাল বিভাগে ১০৫, রাজশাহী বিভাগে ৬৭, ময়মনসিংহ বিভাগে ৪৪, রংপুর বিভাগে ২৪ ও সিলেট বিভাগের হাসপাতালে ডেঙ্গু নিয়ে ৫ জন রোগী ভর্তি হয়েছেন।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এ বছরের জুলাই থেকে দেশে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা বাড়তে থাকে। ওই মাসে ডেঙ্গুতে ২ হাজার ৬৬৯ জন আক্রান্ত হন। পরের মাসে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৬ হাজার ৫২১। সেপ্টেম্বরে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ৩ গুণ বেড়ে হয় ১৮ হাজার ৯৭।

এ বছর এখন পর্যন্ত ৬১ হাজার ৮১৭ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। এর মধ্যে অক্টোবরেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজার ৮৭৯ জন।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ডেঙ্গুতে সর্বোচ্চ সংক্রমণ ও মৃত্যু হয় গত বছর। তখন ৩ লাখ ২১ হাজার ১৭৯ জন ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মিরপুর-২এ চেতনা মডেল একাডেমী স্কুলের সন্নিকটে ১৪৬২ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৮১৯৫০১৬৪৬, ০১৭১৭৬৮৪৩৯৩। সি-৬০৩৮০৮

✱ মগবাজারে ১১৬৩ এবং ৮৩৪ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৪৮৫১৭৪৪৪, ০১৬০৬৪৯৮২৯৮। সি-৬০৩৮১১

✱ স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানের বসুন্ধরায় এল-ব্লকে ১৪৫০ বর্গফুটের দক্ষিণমুখী রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৫৮-০০৮৮৮৫, ০১৬৪০-৯১১৪৯০। ডি-৬০৩৬১৩

✱ মিরপুর-১ প্রিন্স বাজারের পেছনে শাহ আলীবাগ প্রায় রেডি বিআরবি হোমস নির্মিতব্য অত্যাধুনিক সুবিধাসহ ১২৩০ ব.ফু. ফ্ল্যাট আকর্ষণীয় মূল্যে। ০১৮১১৪৮৫৪৭৯, ০১৮১১৪৮৫৪৮০। ডি-৬০৩৪৯৭

✱ সেন্ট্রাল রোডে ১৫ তলা ভবনের ১২ ও ১৪ তলায় ব্র্যান্ডনিউ ৩ বেডের ১৫৬৫ বর্গফুট ও ২০৭০ বর্গফুটের খোলামেলা নতুন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৩৬৩৫

✱ মোহাম্মদপুর বায়তুল আমান হাউজিং-এ ১২৩৫ ও ১১৫৩ বর্গফুট ও জিগাতলা মেইন রোড সংলগ্ন ১২২১ বর্গফুটের ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০৩৬৪৩

✱ কলাবাগান, পান্থপথ, পূর্ব রাজাবাজার, খিলক্ষেতে অবস্থিত নির্মাণাধীন ১৩০০-২৪০০ বর্গফুটের কিছুসংখ্যক ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৭১১-২১৮৪১৫, ০১৭৮৩-৮৩৮৩৭২। সি-৬০৩৭২৯

✱ ধানমন্ডি ৯/এ ৪ বেডরুমের ২৭৮০ বর্গফুট ও ফুল ফার্নিশড ২০০০ বর্গফুট ও ৬নং রোডে ২৫৬০, ২৭১০ বর্গফুট ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬। ডি-৬০৩৬৩১

✱ মহাখালী ডিওএইচএস লেক ফেসিং লাক্সারিয়াস ২৮৯০ বর্গফুট ও লেক রোডে ৩০২৫ বর্গফুট ও মহাখালী আরজত পাড়ায় পার্কিংসহ ৮২০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৭১২৫১৫৪১, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০৩৬৩২

✱ উত্তরা ১৪ নং সেক্টরে ১৯ নং রোডে দক্ষিণমুখী ১৫৯৭ বর্গফুট ও উত্তরা ০৪ নং সেক্টর ১৬ নং রোডে ৪২৪২ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৮১২৩৮৪৩৫৫, ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫। ডি-৬০৩৬৩৩

✱ বসুন্ধরা আ/এ সি ব্লকে ০৪ বেডের নতুন ২১৫০ ও ২১৮৫ বর্গফুট ও ডি-ব্লকে সিঙ্গেল ইউনিটের ২৯০০ বর্গফুট ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৩৬৩৪

✱ গুলবাগ, মালিবাগে অবস্থিত ১৫৮৬ ব.ফু. ৩য় তলায় (১.৫ কোটি পাঁচ লক্ষ টাকা) ও ৮৩২ ব.ফু. ৪র্থ তলায় (৫০ লক্ষ টাকা) আয়তনে (দুটি গাড়ি পার্কিংসহ) ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। দাম আলোচনা সাপেক্ষে। প্রকৃত ক্রেতাগণ। ০১৭১১-৩৬০৮৭৪। ডি-৬০৩৬২১

✱ ডেভেলপারকে দেওয়ার মতো ৮.৫০ লক্ষ টাকায় জমির শেয়ার কিনে বিনা খরচে ১২০০ স্কয়ার ফিটের ফ্ল্যাটের মালিক হন। স্থান-বনগ্রাম (স্টেডিয়ামের পাশে), তেগুরিয়া, দক্ষিণ কেরানীগঞ্জ, ঢাকা। মোবাইল : ০১৭১২৯৫৩৫৪৯। ডি-৬০৩৬১৮

✱ সাইজ ১০০০ বর্গফুট দক্ষিণমুখী খোলামেলা ঢাকা মিরপুর-১, মাজার রোড ২য় কলোনী প্রাইম ইউনিভার্সিটি সেলটেক বিথিকা সংলগ্ন। ০১৩২৮২২৬০৫৮। মিবু-৬০৩৬০৪

✱ গ্রীনরোড গ্রীন লাইফ হাসপাতালের পিছনে ক্রিসেন্ট রোডে ১১০০ বর্গফুট ৩ বেড লাক্সারিয়াস স্বল্প ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৩৬০২

✱ বায়তুল আমান হাউজিং আদাবর ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের লাক্সারিয়াস ব্রান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। রিহ্যাব মেম্বার। # ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৩৫৯৮

✱ শেখেরটেক ৬নং রোড মোহাম্মদপুরে ১৫০০ বর্গফুটের ৩ বেডের সকল সুযোগ সুবিধাসহ লাক্সারিয়াস ব্র্যান্ডনিউ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। রিহ্যাব মেম্বার। ০১৭৮৮৩২৭৯২৮। মিবু-৬০৩৫৯৯

✱ গুলশান, বনানী, বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে বিভিন্ন সাইজের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। এক্সেল প্রপার্টি বিডি। ০১৭১২৯৪৯৬৯০। মহাবু-৬০৩৫৯৫

✱ গ্রীন রোড গ্রীনলাইফ হাসপাতালসংলগ্ন দক্ষিণমুখী একই ফ্লোরে ২টি ২৪০০ বঃফুট রেডিফ্ল্যাট ও স্কয়ারহাসপাতাল সংলগ্ন ১২৫০ বঃফুঃ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট তিতাস গ্যাস ও গ্যারেজসহ বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৩৩৩৭৫৯৫২। ডি-৬০৩৭৩৩

✱ আদাবর মনসুরাবাদ আ/এ ১৭৫০ ব.ফু. কর্ণার প্লটে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট (১০০% রেডি)। মোহাম্মদপুর চন্দ্রিমা হাউজিংয়ে দক্ষিণমুখী ১৯৫০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ০১৭১৬-৫০২৬৬১, ০১৭৪৫-০৮০৫১২। সি-৬০৩৬৭৪

✱ আকর্ষণীয় মূল্যে বসুন্ধরা, জলসিঁড়ি, মোহাম্মদপুর, পূর্বাচল, কারওয়ান বাজার, মহাখালী, ময়নারটেক, আশকোনা, বাড্ডাসহ অন্যান্য এলাকায় ফ্ল্যাট/জমি/বাড়ি ক্রয়/বিক্রয়। ফাইন হোমস লি.। ০১৭০৬৩১৪১০১, ০১৭০৬৩১৪১০৫। সি-৬০৩৬৭০

বাড়ি বিক্রয়

✱ পূর্বাচল ৩০০ ফিট সংলগ্ন পিংকসিটি আ/এ ৩ কাঠা ও ৫ কাঠা ও ৬.৫০ কাঠা জমির উপর ৩টি ডুপ্লেক্স বাড়ী ও পূর্ব শেওড়াপাড়ায় ৩.৩২ কাঠায় ৪ তলা বাড়ী বিক্রয়। ০১৯৫৯৮৬৩৩৮৬, ০১৭৭১২৫১৫৪১। ডি-৬০৩৬৪৬

✱ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এন-ব্লকে ৬০ ফিট রাস্তার পাশে দক্ষিণমুখী ১০ কাঠা ভিআইপি প্লট বাগানবাড়িসহ বিক্রয় হবে। # ০১৭৬৩৮২৬৯৪২, ০১৭০৮৪২২৩৯৬। সি-৬০৩৭৯২

✱ পূর্ব শেওড়াপাড়া জামতলা পানির পাম্পের সাথে ৩ কাঠা জায়গার উপর তিনতলা বাড়ী তিনটি দোকান আছে এবং মাদ্রাসা ভাড়া দেওয়া আছে বর্তমানে ভাড়া আছে ১,৫০,০০০/- মালিকানা পরিবর্তন হইলে ২,০০,০০০/- বেশি ভাড়া আসবে-প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করিবেন। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। সি-৬০৩৮৬৭

ভাড়া হবে

✱ **ওয়্যারহাউস :** টঙ্গী বিসিক শিল্প এলাকায় ৫০০০ বর্গফুট ওপেন স্পেস (দোতলা) সুন্দর পরিবেশে ওয়্যারহাউস ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১-৫২০১৭৪। সি-৬০৩৬৭১

✱ **আবাসিক হোটেল :** বিজয়নগরে অবস্থিত ৭৬টি রুম সম্বলিত লিফট, জেনারেটর ও কার পার্কিংসহ ১টি স্বনামধন্য আধুনিক মানের আবাসিক হোটেল ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭১১৫৪৮৮৩৩, ০১৭১১৬৪০২৭৭। টিবু-৬০৩৬০৯

✱ **ফ্ল্যাট :** ধানমন্ডি ৯/এ, হোল্ডিং ৫২, মীনাবাজারের পশ্চিম পাশে, ৪ বেড, এ্যাটাচ্ বাথ, বড় ড্রইং রুম তিতাস গ্যাস, দক্ষিণমুখী ফ্ল্যাট। ০১৭১৫-০০৪৮৭৫। মো.বু-৬০৩৭১৫

অফিস ভাড়া

✱ হাউজ-১২/এ, রোড-৮, গুলশান-১ ছয়তলা বিল্ডিংয়ের দোতলায় ২৫০০ বর্গফুটের ৪ বেড রুমের এপার্টমেন্ট। অন্যান্য ফ্লোরে দেশী, বিদেশী অফিস রয়েছে। ০১৭১১-৮৭৭৮৩৭। মহাবু-৬০৩৮২৮

✱ ধানমন্ডিতে ২০০০ ও ১২৫০ বর্গফুট সেমি-ফার্নিশড অফিস ভাড়া হবে। যোগাযোগ : ০১৭০৮৫১৯০৮৮। সি-৬০৩৭৯৫

আবশ্যক

✱ দারোয়ান ও কাজের ছেলে আবশ্যক। বাসার জন্য দারোয়ান ও কাজের ছেলে আবশ্যক। সিকিউরিটি গার্ড কোম্পানী থেকেও যোগাযোগ করতে পারেন। যোগাযোগের ঠিকানা : ৮৬, নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০। ০১৭১৫০০৭৩৯১। সি-৬০৩৩৭৪

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মালিবাগে আবুল হোটেলের পিছনে ও বাগান বাড়িতে বিডিডিএল-এর ১০৩০-১৩০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট কিস্তিতে বিক্রয়। ০১৭১৩৫০২৫৯৩, ০১৭১৩৫০২৪৭৬। মো.বু-৬০৩৭১১

✱ ধানমন্ডি ৫নং সড়কে ২৩২৮, ৩০০০ বর্গফুট এবং ১২ এ সড়কে ২২০০, ৪৪০০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫১; ০১৮৪৪৬০০৩৫৩। সি-৬০৩৭৬৮

✱ জলসিঁড়িতে (৪০´-১০০´ রাস্তা) নির্মাণাধীন প্রকল্পে সেক্টর-১৩, ১৭তে ২৭৫০ ও ২৮০০ বর্গফুট এর ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। ০১৩২৯৭১১৫৪০। সি-৬০৩৬৮৬

✱ এখনই বসবাস উপযোগী কন্ডোমিনিয়াম প্রকল্পে, প্রধান রাস্তা সংলগ্ন আকর্ষণীয় লোকেশনে আদাবর মনসুরাবাদ হাউজিং-এ সকল আধুনিক সুযোগ-সুবিধায় এবং অত্যাধুনিক ফিটিংসসহ ১০০% রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। সাইজ : ১৩০০, ১৪৬০ বর্গফুট। যোগাযোগ : ০১৭৬২৬৮৫১২৪, ০১৭৬২৬৮৫১২৩। সি-৬০৩৬৮২

✱ সাউথ পয়েন্ট ৪২ মধ্য বাসাবোতে ১০৭৫ বর্গফুটের এবং ১৬/ডি চামেলীবাগের ১৮০০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৮১৯২২৩৯৯৪, ০১৮১৪৫৬৯০৫৫। ডি-৬০৩৬৬৩

✱ উত্তরা ৩নং সেক্টর ২৫৫০ ব.ফু. নির্মাণাধীন ও ১২নং সেক্টরে ৯০০ ব.ফু. রেডি ফ্ল্যাট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয়। যোগাযোগ : ০১৭৬৬৬৭৯৪৩১। ডি-৬০৩৬৫৪

✱ বনানীতে ১৫৫০ ব.ফু.৩ বেডরুম, ড্রইং-ডাইনিং, ফ্যামিলি লিভিং ১টি গাড়ি পার্কিং গুলশান ২৮০০ ব.ফু. ফ্ল্যাট ৪টি বেডরুম, ড্রইং-ডাইনিং, ২টি পার্কিং। ০১৯৭২-২১৬০৫৯, ০১৭৭৮-৬৯৩১৭৭। সি-৬০৩৭২৭

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ বসুন্ধরা, খিলগাঁও, মোহাম্মদপুর, ধানমন্ডিতে নিরিবিলি পরিবেশে ৩/৪ বেডের প্রায় রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭৫৫৫১১০১৯, ০১৭৫৫৫১১০১৭। মো.বু-৬০৩৭০৮

✱ পশ্চিম ধানমন্ডি বাংলাদেশ আই হসপিটালের পিছনে, সাইজ ১৩৫০, ১২৫০, ১৬৫০ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। ০১৮৮১-৬৫৫০৪৩। সি-৬০৩৭৩০

✱ লালমাটিয়া ২১৯০ বর্গফুটের ৯ম তলায় ১টি নতুন রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা : ০১৭১১-২৯২২৮৯। সি-৬০৩৭৩১

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে জাতিসংঘ সড়কে মনোরম পরিবেশে তিন বেডের ৪৩৮১ বর্গফুটের আকর্ষণীয় ফ্ল্যাট বিক্রয় করা হবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪৬০০৩৫৩, ০১৮৪৪৬০০৩৫১। সি-৬০৩৭৬৯

✱ সিদ্ধেশ্বরী ১১০০ বর্গফুট ও ১৭০০ বর্গফুটের ২য় তলায় গ্যাসসহ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭১১-২৯২২৮৯। সি-৬০৩৭২৪

✱ ধানমন্ডি আ/এ অবস্থিত রাজউক নির্মিত ব্র্যান্ডনিউ ২৬২৯ বর্গফুটের রেডি এ্যাপার্টমেন্ট কিস্তিতে মূল্য পরিশোধের সুবিধাসহ জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। মোবাইল : ০১৭৯৫-৪৩৪১৩৪। সি-৬০৩৭০৯

✱ আশুলিয়ার জিরাবোতে ২৪ শতাংশ জমি ও উত্তরার ১৮ নম্বর সেক্টরে রাজউক এ্যাপার্টমেন্ট প্রকল্পে ১টি ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। ০১৯৩৪-৬১৬০৮৭, ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০৩৭১৯

✱ উত্তরা ১০ নম্বর সেক্টরের ১১ রোডে পার্কিং ছাড়া ১৪০০ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। যোগাযোগ : ০১৬৭৭-৯৭৪৬৯৩। সি-৬০৩৭২১

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ গ্রীণরোড কাঁঠালবাগান ১৫৯০ বর্গফুট ও ১৪২০ বর্গফুট নতুন ও ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হইবে। মোবাইল : ০১৭১১-৩৮৮৭৫২। টিবু-৬০৩৭৩২

✱ বারিধারা ডিপ্লোমেটিক জোনে ২৫ সোহরাওয়ার্দী এভিনিউ সুনামধন্য ডেভেলপার কর্তৃক নির্মিত ব্র্যান্ডনিউ সিঙ্গেল ইউনিট ৩৮৪০ বর্গফুট ২ কার পার্কিংসহ তিনটি ফ্ল্যাট জরুরি বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭১৩৯০৯০৪৮, ০১৭১৫১৩৪২৫৬। টিবু-৬০৩৫৭৭

✱ বসুন্ধরা আ/এ ই-ব্লকে ১৭০০ ও ২৩০০ বর্গফুটের প্রায় রেডি ২টি ফ্ল্যাট বিশাল ছাড়ে বিক্রয় হবে। যোগাযোগ : ০১৭৫৫-৬০৫০৭১। টিবু-৬০৩৬৮৮

✱ বসুন্ধরায় আকর্ষণীয় প্রাইম লোকেশনে ২০০০, ১৩৬০ ও ৫০০০ বর্গফুটের রেডি বিল্ডিং/ফ্ল্যাট বিক্রয়। সরাসরি মালিক : ০১৭৭২১৫৪৩৪৬, ০১৭১১৫৩৩০১৯। সি-৬০৩৭৭১

✱ উত্তরা ১৭নং সেক্টরে, মেট্রোরেল স্টেশন-২ সংলগ্ন ১৮৭৬ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ সিঙ্গেল ইউনিট ফ্ল্যাট। ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। সি-৬০৩৭৯৩

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং বনশ্রী জি ব্লকে মেইন রোডের সন্নিকটে ১২৪১ ও ১২৭৪ বর্গফুটের ৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৯৩৩৩৯২২২। সি-৬০৩৭৯৯

✱ ইষ্টার্ন হাউজিং আফতাবনগর এফ ও এইচ-ব্লকে ১৬৮০ ও ১৩৪৮ বর্গফুটের ৪/৩ বেড ড্রয়িং ডাইনিংসহ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবা : ০১৮৯৬২৬২৫৮৩, ০১৮৯৬২৬২৫৮৪। সি-৬০৩৮০১

✱ আধুনিক সকল সুবিধাসহ ধানমন্ডি, সাত-মসজিদ রোড সংলগ্ন জাফরাবাদে (১১০০-১৩৩০ ব.ফু.) রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৮১০০৩২৫১২, ০১৮১০০৩২৫১১। মো.বু-৬০৩৭২৬

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✱ মোহাম্মাদপুর বসিলায় নিরিবিলি পরিবেশে ১১২০-২২০০ ব.ফু. দক্ষিণমুখী রেডি/ নির্মানাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয় চলছে। মোবা : ০১৮১০০৩২৫১০, ০১৮১০০৩২৫১৫। মো.বু-৬০৩৭২৮

✱ বসুন্ধরা ডি-ব্লকে সেমি-ফেয়ারফেস সিঙ্গেল ইউনিটের ২০৫০ বর্গফুটের নির্মানাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। মোবা : ০১৭০৪১৭০০৭৮, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৩৭১৩

✱ ঢাকা/মোহাম্মদপুর জহুরীমহল্লা খেলার মাঠের দক্ষিণে ২য় গলিতে দক্ষিণমুখী (৩ বেড, ৩ বারান্দা, ৩ বাথ, ১ ড্রইং, ১ ডাইনিং/কিচেন) ১১৫০ বর্গফুট ফ্ল্যাট এবং ২৩০০ বর্গফুটের ডুপ্লেক্স বিক্রয়। মোবাইল : ০১৭৯৯-৩৮২৪৮০। মো.বু-৬০৩৭১৪

✱ আফতাব নগর আবাসিকে এফ ব্লকে-১৭১৫, এইচ ব্লকে ১৬৭৫-১৬৮০ ও এম ব্লকে-১৫০০ বর্গফুটের নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট। ম্যাজিক ব্রিকস হোল্ডিংস লি.। ০১৭০৪১৭০০৭৬, ০১৭০৪১৭০০৭৭। মো.বু-৬০৩৭১২

✱ ধানমন্ডি ৮/এ সাতমসজিদ রোডের পশ্চিমে নাভানার নির্মিত ১৯৯১ ব.ফু. পার্কিংসহ ৯ তলায় সামনে কর্ণার সাইডে ইন্টেরিয়রকৃত তিতাস গ্যাসসহ ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। মোবাইল : ০১৭১৯৭৭৩৯৯৩। সি-৬০৩৭৬৬

✱ ধানমন্ডি ২৮নং (পুরাতন) রোডে ২৮৫০ বর্গফুট পার্কিংসহ ৬ তলা ভবনের ৩য় তলার সামনে ৪ বেডের সম্পূর্ণ রেনোভেশন ও ইন্টেরিয়রকৃত ব্যবহৃত ফ্ল্যাট। ০১৭১৪৮৫৫১১০। সি-৬০৩৭৬৬

✱ আফতাবনগর সি ব্লকে ৩নং রোডে লাইনগ্যাস পার্কিং লিফট জেনারেটরসহ ৪র্থতলা ফ্রন্ট সাইডে ১১৫০ বঃফুঃ ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি ০১৯৯৭৮০৭৭০১। খিলবু-৬০৩৮০৬

জমি বিক্রয়

✱ মেরুল বাড্ডায় (টেকপাড়া) বাড়ীসহ ১০ শতক (৬ কাঠা) উঁচু নিষ্কণ্টক জমি গ্যাস, পানি, বিদ্যুৎ লাইনসহ বিক্রয়। ০১৯৭৩৩৬৮৯৮২। মহাবু-৬০৩৫৯৪

✱ ঢাকা-মানিকগঞ্জ মহাসড়ক সংলগ্ন বাথুলী বাজারের পূর্ব পার্শ্বে একক ও ব্যক্তি মালিকানাধীন ৫২ শতক জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : ০১৮৪৪০০৪০১২। সি-৬০৩৭৮৯

✱ আশুলিয়া মাদ্রাসা বাজার তাজপুর মৌজায় ১৪২ শতাংশ জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ : সরাসরি মালিক # ০১৭১৬-৮০০১৭০। সি-৬০৩৭৮৮

✱ ২.৫০ কাঠা জমি মোহাম্মদপুর নবোদয় হাউজিং সোসাইটি রোড ৩, বাসা-১৪, ব্লক-ডি, একতলা টিনশেড বাড়িসহ বিক্রয় হবে। ফোন : ০১৮৮৬৩১৬২৫১। সি-৬০৩৬৭৯

✱ খুলনা-বরিশাল হাইওয়ের পার্শ্বে বলেশ্বর ব্রিজের পশ্চিমপাড়ে মহিষপুর, বাগেরহাটে ৭.৩৬ একরের মৎস্য খামার বিক্রি হবে। মোবা : ০১৭১৩৪৮৮৮৮৫, ০১৮২৯৯৬১৮৪৪। ডি-৬০৩৭৬৩

পড়াব

✱ ও/এ লেভেল [এডেক্সসেল/কেমব্রিজ], এইচএসসি-২০২৫ ক্যান্ডিডেটদের ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, বায়োলজি, ম্যাথ, পিউরম্যাথ পড়াব। শ্রাবণ (বুয়েট) : ০১৭৫৬৮১৪৯৮১। সি-৬০৩৪৫৪

✱ আহনাফ বুয়েট (ইলেকট্রিক্যাল) এক্স নটরডেম। (ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ) নবম-দ্বাদশ ও/এ লেভেল। বুয়েট-এডমিশন, স্পেশাল-টেকনিক। (অভিজ্ঞ উদ্ভাস টিচার)। # ০১৩২৮-৮৯৫৪৬০। সি-৬০৩৭০৭

শ্রেণীভুক্ত বিজ্ঞাপনের বাকি অংশ পরের পাতায়

২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৫

রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

টিসিবি ভবন, ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
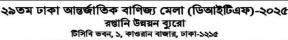
www.epb.gov.bd /E-mail: ditf@epb.gov.bd /Facebook: www.facebook.com/epb.gov.bd

বিজ্ঞপ্তি নম্বর-২৬.০২.০০০০.০৫৫.৫৩.০০৩.২৩.৩৪ তারিখ: ৩১-১০-২০২৪ খ্রি.

২৯তম ডিআইটিএফ-২০২৫ এর প্যাভিলিয়ন/রেস্টুরেন্ট/স্টল এর স্পেস বরাদ্দের দরপত্র/আবেদনপত্র আহবান।
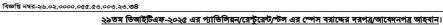
বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর যৌথ উদ্যোগে পূর্বাচল নতুন শহর প্রকল্পের ০৪নং সেক্টরস্থ "বাংলাদেশ-চায়না ফ্রেন্ডশিপ এক্সিবিশন সেন্টার" (বিসিএফইসি)-এ আগামী ০১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখ হতে মাসব্যাপী ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৫ অনুষ্ঠিত হবে। উক্ত মেলায় নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন ক্যাটাগরির স্পেস বরাদ্দ পেতে আগ্রহী দেশি-বিদেশি কোম্পানি/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা/প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আবেদনপত্র/দরপত্র আহবান করা যাচ্ছে:

আবেদন/দরপত্র দাখিল পদ্ধতি/মাধ্যম:

১) সরাসরি অন-লাইন আবেদন:

১.১) আবেদন/দরপত্র দাখিলের লিংক: http://services.mincom.gov.bd/portal/ditf

১.২) আবেদন/দরপত্র শুরুর তারিখ: ০১-১১-২০২৪ খ্রি.; **আবেদন/দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়:** ১৭-১১-২০২৪ খ্রি. বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত।

(ক) প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্টের শ্রেণী, প্রসেসিং ফি, ভাড়া/রয়্যালটির হার (স্থানীয়):

ক্রম	প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্টুরেন্টের ক্যাটাগরি/প্রকৃতি/নাম	সাইজ/আকার	আবেদনপত্র প্রসেসিং ফি (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ) (টাকায়) অফেরতযোগ্য	ফ্লোর মূল্য (ভ্যাট-ট্যাক্স ব্যতীত) (সর্বনিম্ন) (টাকায়)	মন্তব্য
১	প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন (PP) ক্যাটাগরী-A	(৬৫´ × ৩৬´)	টাঃ ২০,০০০/-	টাঃ ২২,০০,০০০/-	সরাসরি অন-লাইনে আবেদন
২	প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন (PP) ক্যাটাগরী-B	(৫০´ × ৫০´)	টাঃ ২০,০০০/-	টাঃ ২১,০০,০০০/-	
৩	প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন (PP) ক্যাটাগরী-C	(৫৬´ × ৩৬´)	টাঃ ২০,০০০/-	টাঃ ২১,০০,০০০/-	
৪	সাধারণ প্যাভিলিয়ন (GP)	(৩৬´ × ৩৬´)	টাঃ ২১,০০০/-	টাঃ ১৫,০০,০০০/-	
৫	প্রিমিয়ার মিনি প্যাভিলিয়ন (PMP)	(৩৬´ × ১৭´)	টাঃ ১৪,০০০/-	টাঃ ১১,০০,০০০/-	
৬	প্রিমিয়ার রেস্টুরেন্ট (PR)	(৫০´ × ৫০´)	টাঃ ১৬,০০০/-	টাঃ ১৭,০০,০০০/-	
৭	প্রিমিয়ার মিনি রেস্টুরেন্ট (PMR)	(২০´ × ২০´)	টাঃ ১২,০০০/-	টাঃ ৬,৫০,০০০/-	
৮	প্রিমিয়ার স্টল (PS)	(২০´ × ২০´)	টাঃ ৭,০০০/-	টাঃ ৪,৫০,০০০/-	
৯	প্রিমিয়ার মিনি স্টল (PMS)	(২০´ × ১০´)	টাঃ ৭,০০০/-	টাঃ ৩,৩০,০০০/-	
১০	সাধারন স্টল (GS)	(২০´ × ২০´)	টাঃ ৭,০০০/-	টাঃ ৪,০০,০০০/-	
১১	কফি শপ (CS)	(২০´ × ২০´)	টাঃ ৭,০০০/-	টাঃ ৪,০০,০০০/-	

১.৩) নিরাপত্তা জামানত: আবেদনকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদনপত্র/দরপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত দর/ভাড়া (একাধিক পছন্দক্রমের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ উদ্ধৃত দর/ভাড়ার) ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ)-এর সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য) হিসেবে সোনালী ব্যাংক পিএলসি-এর Payment Gateway-এর মাধ্যমে [Counter Payment/Account Payment/Mobile Financial Service (MFS) ও Card] জমা প্রদান করতে হবে।

১.৪) অনলাইন পেমেন্ট সংক্রান্ত নির্দেশাবলী: (ক) অনলাইনে আবেদনকারী সোনালি ব্যাংক পিএলসি -এর পেমেন্ট গেটওয়ে "Sonali Payment Gateway" এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে; (খ) আবেদনকারী তার নিজ কার্ড, অ্যাকাউন্ট, ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল ব্যাংকিং এবং Counter Payment এর মাধ্যমে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে। কিন্তু কার্ড, অ্যাকাউন্ট, Counter পেমেন্ট এর ক্ষেত্রে লিমিট থাকা আবশ্যক। যদি কাউন্টার, কার্ড এবং অ্যাকাউন্ট পেমেন্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় লিমিট থাকে, তাহলে কাউন্টার পেমেন্টের মাধ্যমে পেমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করতে পারবে; (গ) অনলাইনে Payment এর ক্ষেত্রে Payment এর পূর্বেই আবেদনের উদ্ধৃত দর/ভাড়ার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক লিমিট অনুমোদন করে নিতে হবে; (ঘ) কাউন্টার পেমেন্ট করতে হলে আবেদনকারীকে কাউন্টার অপশন নির্বাচন করে কাউন্টার ভাউচার Download/সংগ্রহপূর্বক সোনালী ব্যাংকের যে কোন শাখায় ০৩(তিন) কার্যদিবসের মধ্যে ভাউচার প্রদর্শনপূর্বক পেমেন্টটি সম্পন্ন করতে হবে। অন্যথায় পেমেন্টটি বাতিল বলিয়া গণ্য হবে। অর্থ পরিশোধের সাথে সাথে আবেদন স্বয়ংক্রিয়ভাবে দাখিল হবে ও মোবাইল বার্তার মাধ্যমে নিশ্চিত করবে; এবং (ঙ) মোবাইল ব্যাংকিং এর ক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত ০৩ (তিন) লক্ষ টাকার উপরে ট্রানজেকশন করা যাবে না।

২) ম্যানুয়াল/ই-মেইল আবেদন:

২.১) আবেদন/দরপত্র শুরুর তারিখ: ০১-১১-২০২৪ খ্রি.; **আবেদন/দরপত্র দাখিলের শেষ তারিখ ও সময়:** ১৭-১১-২০২৪ খ্রি. বিকাল ০৫:০০ টা পর্যন্ত (স্থানীয় সময়)।

২.২) আবেদন/দরপত্র প্রাপ্তির স্থান/মাধ্যম: রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর প্রশাসন শাখা ও ডিআইটিএফ সচিবালয় থেকে আবেদন/দরপত্র সিডিউল সরাসরি সংগ্রহ করা যাবে [০৩-১১-২০২৪ খ্রি. তারিখ হতে ১৭-১১-২০২৪ খ্রি: তারিখ পর্যন্ত (ছুটির দিন ব্যতিত)] অথবা ওয়েবসাইট: www.epb.gov.bd এবং Facebook: www.facebook.com/epb.gov.bd হতে বিনামূল্যে ডাউনলোড করা যাবে।

২.৩) আবেদন/দরপত্র দাখিলের স্থান: (১) সচিব (উপসচিব), রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, ঢাকা এর দপ্তর; (২)বাণিজ্য মন্ত্রণালয় (ভবন-০৩, কক্ষ নং ১২৭), বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা; (৩) অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) ঢাকা-এর দপ্তর (১ম ১২তলা সরকারি ভবন, কক্ষ নং-৩০৩, সেগুন বাগিচা, ঢাকা) (পুরণকৃত আবেদন/দরপত্র সরাসরি, ই-মেইল: ditf@epb.gov.bd অথবা ডাক/কুরিয়ার সার্ভিস যোগে দাখিল করা যাবে। তবে, নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদন/দরপত্র বাতিল বলে গণ্য হবে)।

(খ) প্যাভিলিয়ন/স্টলের শ্রেণী, প্রসেসিং ফি, ভাড়া/রয়্যালটির হার (বিদেশি):

ক্রম	প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্টুরেন্টের ক্যাটাগরি/প্রকৃতি/নাম	সাইজ/আকার	আবেদনপত্র প্রসেসিং ফি (ভ্যাট ট্যাক্সসহ) (টাকায়/ডলারে) অফেরতযোগ্য	ভাড়া/রয়্যালটির ফ্লোর মূল্য (ভ্যাট-ট্যাক্স ব্যতীত) (টাকায়/ডলারে) (নির্দিষ্ট)	মন্তব্য
১	বিদেশি প্যাভিলিয়ন (FP)	(৩৬´ × ৩৬´)	মাঃ ডঃ ৪০০.০০	মাঃ ডঃ ১৯,০০০.০০	ম্যানুয়াল/ ই-মেইল আবেদন
২	বিদেশি মিনি প্যাভিলিয়ন (FMP)	(৩৬´ × ১৭´)	মাঃ ডঃ ২৭০.০০	মাঃ ডঃ ১০,০০০.০০	
৩	বিদেশি প্রিমিয়ার স্টল (FPS)	(২০´ × ২০´)	মাঃ ডঃ ১৩৫.০০	মাঃ ডঃ ৭,০০০.০০	

২.৪) নিরাপত্তা জামানত: বিদেশি প্যাভিলিয়ন/স্টলের জন্য নিরাপত্তা জামানত হিসেবে উদ্ধৃত/বরাদ্দ মূল্য/ভাড়ার ২৫% (মাঃ ডঃ) নিম্নবর্ণিত ব্যাংক হিসাবে পরিশোধ/জমা করে প্রমাণপত্র/ডিপোজিট স্লিপ দাখিল করতে হবে;

ব্যাংকের নাম: প্রাইম ব্যাংক লিঃ, ৫৪, কাওরান বাজার বা/এ, ঢাকা-১২১৫।
হিসাব নম্বর: ১১৩৫১১৩০০২০৪৩৭
শিরোনাম: DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR FUND
সুইফট কোড নম্বর: PRBLBDDH010

(গ) প্যাভিলিয়ন/স্টলের শ্রেণী, প্রসেসিং ফি, ভাড়া/রয়্যালটির হার (স্থানীয়):

ক্রম	প্যাভিলিয়ন, স্টল, রেস্টুরেন্টের ক্যাটাগরি/প্রকৃতি/নাম	সাইজ/আকার	আবেদনপত্র প্রসেসিং ফি (ভ্যাট-ট্যাক্সসহ) (টাকায়) অফেরতযোগ্য	ভাড়া/রয়্যালটির ফ্লোর মূল্য (ভ্যাট-ট্যাক্স ব্যতীত) (টাকায়) (নির্দিষ্ট)	মন্তব্য
১	সংরক্ষিত মিনি প্যাভিলিয়ন (RMP)	(৩৬´ × ১৭´)	টাঃ ১৪,০০০/-	টাঃ ১১,০০,০০০/-	ম্যানুয়াল/ ই-মেইল আবেদন
২	সংরক্ষিত স্টল (RS)	(২০´ × ২০´)	টাঃ ৭,০০০/-	টাঃ ৪,৫০,০০০/-	
৩	সংরক্ষিত মিনি স্টল (RMS)	(১৮´ × ১৮´)	টাঃ ৬,০০০/-	টাঃ ২,৫০,০০০/-	
৪	সোর্সিং কর্ণার (SC)	(২০´ × ২০´)	টাঃ ৭,০০০/-	টাঃ ৪,০০,০০০/-	

২.৫) নিরাপত্তা জামানত: সংরক্ষিত প্যাভিলিয়ন/স্টল/কর্ণারের ক্ষেত্রে স্থানীয় অংশগ্রহণকারী কোম্পানি/ফার্ম/প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহকে আবেদন/দরপত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট উদ্ধৃত দর/নির্ধারিত ভাড়ার ২৫% (শতকরা পঁচিশ ভাগ) এর সমপরিমাণ অর্থ নিরাপত্তা জামানত (ফেরতযোগ্য) হিসেবে নিম্নবর্ণিত ব্যাংক হিসাব নম্বরে জমা প্রদান করে প্রমাণপত্র/ডিপোজিট স্লিপ দাখিল করতে হবে:

ব্যাংকের নাম: ব্র্যাক ব্যাংক লিঃ (যে কোন শাখা)
হিসাবের শিরোনাম: "ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা তহবিল" ("DHAKA INTERNATIONAL TRADE FAIR FUND")
হিসাব নম্বর-১৫০১১০২৪৮৫১০৩০০১।

৩) স্থানীয় আবেদনকারীগণকে আবেদনপত্রের সাথে যে সকল কাগজপত্র ও তথ্য-প্রমাণাদি দাখিল/সংযুক্ত করতে হবে (অন-লাইন/ম্যানুয়াল/ই-মেইল আবেদন):
সদ্যতোলা পাসপোর্ট সাইজের ছবি, প্রসেসিং ফি, নিরাপত্তা জামানত, হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স, জাতীয় পরিচয়পত্রের কপি, ভ্যাট রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, টিআইএন সংবলিত ২০২৩-২০২৪ কর বছরের আয়কর মামলা নিষ্পত্তির সনদপত্র, হালনাগাদ ব্যাংক সলভেন্সি সনদ, চেম্বার/এসোসিয়েশন সদস্য সনদপত্র (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) প্রভৃতির স্ক্যান কপি সংযুক্ত/দাখিল করতে হবে। আবেদন/দরপত্র বাছাই-এর সময়ে সকল কাগজপত্রের মূল কপি দাখিল করতে হবে।

৪) বিদেশি আবেদনকারীদের যে সকল কাগজপত্র ও তথ্য-প্রমাণাদি আবেদনপত্রের সাথে দাখিল/সংযুক্ত করতে হবে:
৪.১) বিদেশি আবেদনকারীগণ ইপিবি'র ওয়েবসাইট-www.epb.gov.bd এর ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা-২০২৫ সেবা বক্স হতে আবেদন ফরম ডাউনলোড করে আবেদন ফরম পুরণপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংযুক্ত করে ফ্যাক্স/কুরিয়ার সার্ভিস/ডাক/ই-মেইলযোগে (ditf@epb.gov.bd) আবেদন প্রেরণ করতে পারবে। তবে, নির্ধারিত তারিখ ও সময়ের পরে প্রাপ্ত আবেদনপত্রসমূহ বাতিল বলে গণ্য হবে;
৪.২) প্রত্যেক আবেদনকারীকে তাঁর আবেদনপত্রের সাথে আবেদনপত্র প্রসেসিং ফি, নিরাপত্তা জামানত জমা এর ডিপোজিট স্লিপসহ (Deposit Slip) সংশ্লিষ্ট দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত স্ব-স্ব দেশের দূতাবাসের সুপারিশসহ আবেদন করতে হবে;
৪.৩) প্রদর্শিতব্য পণ্য/দ্রব্যাদি প্রচলিত নিয়মে শুল্ক ও কর পরিশোধ করে আমদানি করা যাবে অথবা এ বিষয়ে শুল্ক ও কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোন ব্যবস্থা প্রযোজ্য হবে;
৪.৪) যে সকল দেশে বাংলাদেশ মিশন নেই অথবা ঢাকায় ঐ সব দেশের মিশন নেই, সে সব দেশের আবেদনকারীগণকে নিজ দেশের সরকার/চেম্বার/ট্রেড বডির মাধ্যমে আবেদন প্রেরণ/দাখিল করতে হবে।

৫) সংরক্ষিত মিনি-প্যাভিলিয়ন/স্টল/মিনি স্টল বরাদ্দ সম্পর্কিত:
সরকারি/আধা-সরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান/তফসিলি ব্যাংক, ব্যবসায়ী সমিতি, মহিলা উদ্যোক্তা প্রভৃতির অনুকূলে বরাদ্দ প্রদানের জন্য মেলায় কিছু সংখ্যক মিনি-প্যাভিলিয়ন/স্টল/মিনি স্টল সংরক্ষিত থাকবে। এ সকল সংরক্ষিত মিনি প্যাভিলিয়ন/স্টল/মিনি স্টল-এর জন্য উক্ত সংস্থা/প্রতিষ্ঠান এর নিকট থেকে আবেদনপত্র দাখিল করা হলে তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তাদের অনুকূলে ফ্লোর মূল্যে বরাদ্দ করা হবে।

৬) বিদেশি প্যাভিলিয়ন/বিদেশি মিনি প্যাভিলিয়ন/বিদেশি প্রিমিয়ার স্টল বরাদ্দ সম্পর্কিত:
বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে পর্যাপ্ত আবেদনপত্র পাওয়া না গেলে বিদেশি প্যাভিলিয়ন (FP), বিদেশি মিনি প্যাভিলিয়ন (FMP), বিদেশি প্রিমিয়ার স্টল (FPS)সমূহ স্থানীয় আবেদনকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বরাদ্দ করা হবে কিনা, সে বিষয়ে মেলা সচিবালয়ের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৭) আবেদন/দরপত্র (অন-লাইন/ম্যানুয়াল/ই-মেইলে প্রাপ্ত আবেদন) খোলার স্থান, তারিখ ও সময়:
সকল প্রকার আবেদন/দরপত্র আগামী ২০-১১-২০২৪ তারিখ বেলা-০৩:৩০ টায় রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর কনফারেন্স কক্ষ (টিসিবি ভবন, ১ কাওরান বাজার, ঢাকা)-এ আবেদনকারী/দরদাতাদের উপস্থিতিতে (যদি কেহ উপস্থিত থাকেন) খোলা/উন্মুক্ত করা হবে।

৮) সাধারণ শর্তাবলী:
৮.১) প্রিমিয়ার প্যাভিলিয়ন, সাধারণ প্যাভিলিয়ন, প্রিমিয়ার মিনি প্যাভিলিয়ন, প্রিমিয়ার রেস্টুরেন্ট, প্রিমিয়ার মিনি রেস্টুরেন্ট, প্রিমিয়ার স্টল, প্রিমিয়ার মিনি স্টল, কফি শপ, বিদেশি প্যাভিলিয়ন, বিদেশি মিনি প্যাভিলিয়ন, বিদেশি প্রিমিয়ার স্টল প্রভৃতি নিলামের মাধ্যমে প্রযোজ্য শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে **সর্বোচ্চ দরদাতা** আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দ করা হবে;
৮.২) আবেদনপত্র প্রাপ্তি এবং প্রযোজ্য শর্তসমূহ পরিপালন সাপেক্ষে মেলা প্রাঙ্গণের সাধারণ স্টল আবেদনকারী/প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে লটারীর ভিত্তিতে বরাদ্দ করা হবে। তবে, সাধারণ স্টল বরাদ্দের ক্ষেত্রে Women Entrepreneurs, Small and Cottage Industries, Exporters, Manufacturers, Manufacturing Associations, Government/ Autonomous Bodies, Chambers/Trade Associations, Banks, Assembler প্রভৃতি অগ্রাধিকার দেয়া হবে;
৮.৩) মেলা প্রাঙ্গণের প্যাভিলিয়ন, মিনি প্যাভিলিয়ন, স্টল ও রেস্টুরেন্ট ইত্যাদির Location ম্যাপ নাম্বার ও সংখ্যা www.cpb.gov.bd /Faccbook: www.faccbook.com/cpb.gov.bd এবং ইপিবি'র মেলা সচিবালয়ে রক্ষিত মেলার মাস্টার প্ল্যানে পাওয়া যাবে;
৮.৪) আবেদন/দরপত্রে অনুচ্ছেদ-**''ক'' ''খ'' এবং ''গ''**এর ছকে উল্লিখিত নির্ধারিত সর্বনিম্ন ফ্লোর মূল্যের (Floor Rate) কমে দর উদ্ধৃত করা যাবে না;
৮.৫) উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন অংশগ্রহণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহকে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত পণ্য গ্রুপের (Product Group) আওতা বহির্ভূত কোন পণ্য প্রদর্শন করতে দেয়া হবে না। এক্ষেত্রে মেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত বরাদ্দপত্রে নির্ধারিত ''পণ্য গ্রুপ'' চূড়ান্ত হিসেবে গণ্য হবে;
৮.৬) চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুকূলে বরাদ্দকৃত স্টল/প্যাভিলিয়ন/রেস্টুরেন্ট অন্যের নিকট হস্তান্তর/অন্যকে Power of Attorney মূলে পরিচালনার জন্য ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে না। ব্যত্যয়ে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জামানতসহ সমুদয় জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত এবং বরাদ্দপত্র বাতিল করা হবে;
৮.৭) আবেদন/দরপত্র দাখিলকারী কোন প্রতিষ্ঠান ইতোপূর্বে ডিআইটিএফ সংক্রান্ত কোন কাজে অভিযুক্ত হয়ে থাকলে অথবা ডিআইটিএফ এর কাজে অংশগ্রহণের জন্য ইতোপুর্বে অযোগ্য হয়ে থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের আবেদন/দরপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না;
৮.৮) বরাদ্দপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠানের জন্য বরাদ্দকৃত স্টল/প্যাভিলিয়ন/রেস্টুরেন্টে অথবা মেলায় প্রচারণায় অন্য কোন প্রতিষ্ঠানের নাম, ব্র্যান্ড, লোগো, প্রতীক ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারবে না। এর ব্যত্যয় হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৯) অন্যান্য শর্তাবলী (স্থানীয় ও বিদেশি উভয় অংশগ্রহণকারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য):
৯.১) বরাদ্দ প্রাপ্ত স্থানীয় এবং বিদেশি অংশগ্রহণকারী সংস্থা/প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক মেলায় অংশগ্রহণের জন্য মেলা তহবিলে জমাকৃত জামানতের অর্থ দরপত্র/আবেদন ফরম/শিডিউল, বরাদ্দপত্র এবং বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত শর্তাবলী যথাযথভাবে পরিপালন সাপেক্ষে মেলা সমাপ্ত হওয়ার পর ফেরত দেয়া হবে। তবে, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিকে জামানতের অর্থ ফেরত পাওয়ার জন্য দরপত্র শিডিউলে/আবেদনপত্রের ফরমে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে লিখিতভাবে আবেদন করতে হবে। অন্যথায়, জমাকৃত জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে;
৯.২) যে সকল আবেদনকারী/দরপত্র দাখিলকারী প্রতিষ্ঠান মেলার স্টল/প্যাভিলিয়ন/রেস্টুরেন্টের বরাদ্দ প্রাপ্তির জন্য নির্বাচিত হবে না তাদের নিরাপত্তা জামানত আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে মেলা সমাপ্ত হওয়ার পর ফেরত দেওয়া হবে;
৯.৩) ডিআইটিএফ এর স্টল, প্যাভিলিয়ন অথবা অন্য কোন কাজ বরাদ্দের জন্য নির্বাচিত কোন প্রতিষ্ঠান বরাদ্দপ্রাপ্ত কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদন করতে ব্যর্থ হলে অথবা সম্পাদন করতে অপারগতা প্রকাশ করলে অথবা সম্পাদন না করলে অথবা দরপত্র বিজ্ঞপ্তি/শিডিউল/কার্যাদেশ/বরাদ্দপত্রে উল্লিখিত কোন শর্ত ভংগ করলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইস্যুকৃত কার্যাদেশ/বরাদ্দপত্র বাতিল হবে এবং রয়্যালটি, ভাড়া, ভ্যাট, আয়কর প্রভৃতি বাবদ মেলা তহবিলে জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত হবে;
৯.৪) মেলার স্টল, প্যাভিলিয়নসহ অন্যান্য কাজের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচিত বা প্রাথমিকভাবে বরাদ্দপ্রাপ্ত কোন প্রতিষ্ঠান দরপত্র বিজ্ঞপ্তি/প্রাথমিক কার্যাদেশ/প্রাথমিক বরাদ্দপত্রের শর্ত মোতাবেক প্রযোজ্য সম্পূর্ণ অর্থ মেলা তহবিলে জমা না করলে তাদের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট কাজের চূড়ান্ত কার্যাদেশ বা চূড়ান্ত বরাদ্দপত্র দেয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে তাদের নামে ইস্যুকৃত প্রাথমিক কার্যাদেশ/বরাদ্দপত্র বাতিল করে মেলা তহবিলে তাদের জমাকৃত সমুদয় অর্থ বাজেয়াপ্ত করে অন্যান্য আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
৯.৫) মনোনীত/বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানকে তাদের বরাদ্দ মূল্য ছাড়াও ভ্যাট বাবদ উক্ত বরাদ্দ মূল্যের ১৫% ও আয়কর বাবদ ১০% অর্থ চূড়ান্ত কার্যাদেশ প্রাপ্তির পূর্বে মেলা তহবিলে জমা করতে হবে;
৯.৬) স্থানীয় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশি পণ্য আমদানির বৈধ কাগজপত্র প্রদর্শন অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত সংশ্লিষ্ট দেশের দূতাবাস কর্তৃক প্রত্যয়ন সাপেক্ষে আমদানিকৃত বিদেশি পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করা যাবে;
৯.৭) প্রিমিয়ার রেস্টুরেন্ট ও প্রিমিয়ার মিনি রেস্টুরেন্ট বরাদ্দের জন্য আবেদনকারীগণকে ক্রমিক নং-০৩ এ বর্ণিত কাগজপত্র ছাড়াও রেস্টুরেন্ট ব্যবসার লাইসেন্স দাখিল করতে হবে;
৯.৮) রেস্টুরেন্ট/ফুড স্টলে মেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত তালিকা মোতাবেক খাবার রান্না এবং মেলা কর্তৃপক্ষ অনুমোদিত নির্ধারিত মুল্যে বিক্রয় করতে হবে। একইসাথে মেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত খাদ্য ও মূল্য তালিকা অনুসরণ করা হবে মর্মে অঙ্গীকারপত্র দাখিল করতে হবে;
৯.৯) কোন আবেদনকারী একাধিক প্যাভিলিয়ন/মিনি-প্যাভিলিয়ন/স্টলের জন্য আবেদন করলেও মেলা কর্তৃপক্ষ একটির বেশী বরাদ্দ না করার ক্ষমতা সংরক্ষণ করে;
৯.১০) মেলা প্রাঙ্গণে বিদেশি প্রতিষ্ঠানের নামে বরাদ্দকৃত স্টল, প্যাভিলিয়নে বা মেলা প্রাঙ্গণের বিদেশি ক্যাটাগরির স্টল, প্যাভিলিয়নে বাংলাদেশে প্রস্তুত বা তৈরীকৃত কোন পণ্য/মালামাল প্রদর্শন বা বিক্রয় করা যাবে না;
৯.১১) মেলায় অবৈধ/অননুমোদিত/ক্ষতিকারক কোন পণ্য বা মালামাল প্রদর্শন অথবা বিক্রয় করা যাবে না;
৯.১২) পূর্ববর্তী মেলা বা মেলাসমূহে অংশগ্রহণকারী কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নিকট মেলা কর্তৃপক্ষ কোন অর্থ পাওনা থাকলে উক্ত প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তি অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী অথবা তাঁর মালিকানাধীন সকল প্রতিষ্ঠান ডিআইটিএফ-২০২৫ এর দরপত্র কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে পারবে না এবং এরূপ প্রতিষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানসমূহের নামে মেলার কোন প্যাভিলিয়ন/স্টল/রেস্টুরেন্ট বরাদ্দ করা হবে না;
৯.১৩) মেলায় শুধু দরপত্র/আবেদনপত্রে উল্লিখিত পণ্য সামগ্রী প্রদর্শন ও বিক্রয় করা যাবে;
৯.১৪) দরপত্র/আবেদনপত্রের সাথে দাখিলকৃত কাগজপত্র, তথ্য-বিবরণী ভুয়া প্রমাণিত হলে আবেদন এবং বরাদ্দপত্র বাতিলপূর্বক নিরাপত্তা জামানতের অর্থ বাজেয়াপ্তসহ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে;
৯.১৫) মেলা প্রাঙ্গণের ফুড স্টল এবং রেস্টুরেন্ট ব্যতীত মেলার অন্য কোন ক্যাটাগরির স্টল, প্যাভিলিয়নে বা স্থানে রান্না করা খাবার বিক্রয় করা যাবে না। তবে, মেলা কর্তৃপক্ষ যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজন মনে করলে কোন প্রতিষ্ঠানের আবেদনের ভিত্তিতে মেলা প্রাঙ্গণের ফুড স্টল অথবা রেস্টুরেন্ট ব্যতীত অন্য কোন স্টল, প্যাভিলিয়নে খাবার বিক্রয় করার অনুমতি দিতে পারবে। এ বিষয়ে মেলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;
৯.১৬) মেলা প্রাঙ্গণের বরাদ্দপ্রাপ্ত ফুড স্টল বা রেস্টুরেন্টে খাবার ব্যতীত অন্য কোন মালামাল কোনভাবেই বিক্রয় করা যাবে না;
৯.১৭) বরাদ্দপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে থেকে শ্রেষ্ঠ প্যাভিলিয়ন/স্টল নির্বাচনপূর্বক পুরস্কৃত করা হবে। এ বিষয়ে মেলা কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে;
৯.১৮) ডিআইটিএফ-২০২৫ এর নির্ধারিত সময়ের পর মেলার মেয়াদকাল বৃদ্ধি করা হলে স্টল/প্যাভিলিয়ন/রেস্টুরেন্ট বরাদ্দের জন্য মনোনীত প্রতিষ্ঠান বর্ধিত দিনের জন্য সকল প্রকার করসহ আনুপাতিক হারে অতিরিক্ত মূল্য পরিশোধ করতে বাধ্য থাকবে;
৯.১৯) এক্সিবিশনে হলের ভিতরে মেলা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সেলস্কিম (Shell scheme) বুথ নির্মাণ করা হবে। বুথের অভ্যন্তরে বরাদ্দপ্রাপ্তগণ পছন্দসই ডিজাইনে স্টল/প্যাভিলিয়ন সজ্জিত করতে পারবেন, তবে কোনক্রমেই মেঝে খোড়াখুঁড়ি করা যাবে না এবং মেঝে ক্ষতিগ্রস্থ করা যাবে না;
৯.২০) মেলা সচিবালয় কর্তৃক নির্ধারিত উচ্চতার অধিক উচ্চতায় কোন স্থাপনা নির্মাণ করা যাবে না;
৯.২১) অসম্পূর্ণ দরপত্র বা আবেদনপত্র গ্রহণযোগ্য হবে না। মেলা কর্তৃপক্ষ যে কোন আবেদন বা সকল আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন;
৯.২২) মেলা কর্তৃপক্ষ যে কোন সময় মেলার তারিখ ও সময় পরিবর্তন করতে পারবেন;
৯.২৩) মেলা কর্তৃপক্ষ কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে যে কোন পরিস্থিতিতে এ আবেদন বাতিল করার পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন।

সচিব (উপসচিব), ইপিবি
ও
পরিচালক, ২৯তম ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা (ডিআইটিএফ)-২০২৫ সচিবালয়
টিসিবি ভবন (৫ম তলা), ১, কাওরান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ফোন: ০২-৫৫০১৩৪২০, পিএবিএক্স: ০২-৯১৪৪৮২২-২৪, ৮১৮০০৮৪, ৮১৮০০৮৭, ৮১৮০০৯০ এক্সটেনশন: ১১৪, ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৫৫০১৪০২৪, E-mail: secy@epb.gov.bd

ফ্ল্যাট বিক্রয়

✸ শান্ত ও নিরিবিলি পরিবেশে মালিবাগ বাগানবাড়ী, খিলগাঁও, মোহাম্মদপুর, বসুন্ধরা ও ধানমন্ডিতে ৩/৪ বেডের রেডি/নির্মাণাধীন ফ্ল্যাট বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০১৮, ০১৭৫৫৫১১০১৭। মো.বু-৬০৩৮৩৫

✸ উত্তরা ৬নং সেক্টরের পূর্বপাশে ফায়দাবাদ চৌরাস্তা ৩০ ফিট রোডের সাথে দুটি লিফট, নিজস্ব পানির পাম্প ১২৮২ বর্গফুটের রেডি ফ্ল্যাট প্রতি বর্গফুট ৩৫০০/-। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। বিকেএন-৬০৩৮৬৫

✸ কাজীপাড়া মেট্রোরেল স্টেশনের পূর্বে আল-আক্সা মসজিদের পার্শ্বে ১৩০০ ও ৮৬০ ব.ফু. ফ্ল্যাট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৩১৮-৭১২২৬৩, ০১৮৩৩-১০১৪৬৩। মহাবু-৬০৩৮২৭

✸ মিরপুর কাজীপাড়া কেন্দ্রীয় মসজিদের সাথে মেইন রোড হতে ১ প্লট ভিতরে কাজীপাড়া মেট্রোরেলের স্টেশনের সাথে রেডি ১১৫৫, ১৩৪০ বর্গফুটের ফ্ল্যাট। ০১৭৭০২২৬৬৯৯। বিকেএন-৬০৩৮৬৬

✸ মোহাম্মদপুরের আদাবরে মনোরম পরিবেশে আধুনিক সকল সুবিধায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ৩ বারান্দা ড্রইং-ডাইনিং ও কিচেনসহ সম্পূর্ণ রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবাইল: ০১৯১৬৬৭৭৫৮৪; ০১৭১৫৭১২০৯৪। সি-৬০৩৮২৯

✸ উত্তরা ১৫ নম্বর সেক্টরে উত্তরা নর্থ মেট্রোরেল স্টেশনের সন্নিকটে কন্ডোমিনিয়াম প্রজেক্টে চার বেড রুমের কয়েকটি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭১৫৯৪২১১৫। বিকেএন-৬০৩৮২১

✸ ধানমন্ডি আনোয়ার খান মডার্ন হাসপাতালের পাশে রেডি ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। মোবা: ০১৩০২৫৩৫৫২২। বিকেএন-৬০৩৮২৩

✸ উত্তরা ১৪নং সেক্টরে ৩ কাঠার সিঙ্গেল ইউনিটের ৩ বেডের ১৮০০ বঃফুঃ একটি ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয় হবে। সরাসরি মালিক: ০১৭১১২০৩৮২৮। সি-৬০৩৮৬৪

পাত্রী চাই

✸ আমেরিকার পিএইচডিধারী (৩২-৫´-৯´´) অস্ট্রেলিয়ার ডাক্তার (৩৩-৫´-৯´´) জার্মানির ইঞ্জিনিয়ার (৩৩-৫´-১১´´) আর্মির ক্যাপ্টেন (২৯-৫´-৬´´) ম্যাজিস্ট্রেট (২৯-৫´-৬´´) পাত্রদের-নাহারআপা-মহাখালী-ডিওএইচএস# ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৩৬২৪

✸ পাত্র ৩৮তম বিসিএস ম্যাজিস্ট্রেট। বিএসসি, বুয়েট (২৮-৫´-৮´´) সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। বিস্তারিত তথ্যের জন্য ফোন: +৮৮০১৯৫৮-৪৬১০৬৭। ডি-৬০৩৬২৬

✸ অস্ট্রেলিয়ার পিএইচডিধারী (৪১-৫´-৯´´) ডাক্তার (৩৬-৫´-৮´´) আমেরিকার অ্যামাজনে কর্মরত (৩৪-৫´-৮´´) কানাডার ইঞ্জিনিয়ার (৩৮-৫´-৭´´) ডিভোর্স পাত্রদের। নাহার আপা-মহাখালী-ডিওএইচএস # ০১৭২০-৮২০৬১৮। ডি-৬০৩৬২৮

✸ নিউইয়র্কে চাকরিরত পাত্রের (২৮/৫´-৮´´)-এর জন্য লক্ষ্মী ও সুদর্শনা (২০-২৩ /৫´-৪) দেশি/বিদেশি পাত্রী। শুধুমাত্র অভিভাবক: ০১৭৭২২১০২০১। ডি-৬০৩৬২০

✸ এমবিবিএস স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ। বিসিএস ৩৯তম (ঢাকায় পোস্টিং)। এফসিপিএস পার্ট-১ মেডিসিন। ঢাকায় বসবাসরত সুপ্রতিষ্ঠিত (৩১+৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী। # ০১৭৩০২১৫৯২৮। ডি-৬০৩৬৪৯

✸ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বুয়েট। পিএইচডিধারী টেক্সাস আরলিংটন। আমেরিকায় মাইক্রোন টেকনোলজিতে কর্মরত গ্রিনকার্ডধারী (৩৩+৫´-১০´´) পাত্রের পাত্রী চাই। # ০১৭৮৭৫১১৭১৭। ডি-৬০৩৬৪৮

✸ বুয়েট প্রকৌশলীর পুত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট এমএসসি ইউএসএ চাকরিরত সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ইনটেল) (২৯+৫´-১১´´) সুদর্শন নামাজীর আর্জেন্ট- ০১৮৮২৮৬৩৯২১। ডি-৬০৩৬৫৮

✸ বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপকের জন্য উচ্চশিক্ষিত ও লম্বা পাত্রী চাই। পাত্রীর বয়স ৩০-৩৫ বছর ও শর্ট ডিভোর্সি সমস্যা নাই। অভিভাবকগণ যোগাযোগ: ০১৫৫৩২৯৩১৮৯, ০১৭১৬৫৯৩৫৫১। সি-৬০৩৩৯২

✸ সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ছোট পরিবার বিএসসি+এমএসসি বুয়েট এমবিএ (ঢা.বি.) গভ. চাকরিরত (৩১+৫´-১০´´) ঢাকায় পোস্টিং সুদর্শন নামাজি পাত্রের আর্জেন্ট: ০১৬০১০১৬৫৮১। ডি-৬০৩৬৫৭

✸ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ মাস্টার্স (ইইই, আইইউটি) কোম্পানিতে উচ্চ পদে কর্মরত এবং ব্যবসায়ী (৪০ বঃ, ৫´-৬´´) ঢাকায় অভিজাতে স্থায়ী, উত্তরবঙ্গের জন্য উপযুক্ত পাত্রী। সরাসরি: ০১৭১১৪৮৫৫৬৪, ০১৬৭১৪০৬০৩৩। e-mail:nislamiut@yahoo.com ডি-৬০৩৫৬৫

✸ সম্ভ্রান্ত পরিবার প্রফেসরের পুত্র এমবিবিএস (গভঃমেঃকঃ) এফসিপিএস পার্ট-২ (ঢাকা মেডিকেল) (২৮+৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের পাত্রী আর্জেন্ট: ০১৬৩৯০২৫৩৭৩। ডি-৬০৩৬৫৬

✸ উচ্চপদস্থ ব্যাংকার হ্যান্ডসাম (৫´-১১´´-৪৪) ডিভোর্স (১টি ছেলে মার সাথে থাকে)। ঢাকায় স্থায়ী। সরাসরি: ০১৩১৭৯৫৭২৭৮, ০১৩২৭২৫২৩২৩। সি-৬০৩১৫৯

✸ শর্ট ডিভোর্স, কানাডার সিটিজেন ও লেভেল এ লেভেল, বিএসসি, কানাডা, কানাডার মাল্টিন্যাশনালের সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (৩৬+৫´-৯´´) ঢাকায় সেটেল্ড, স্মার্ট পাত্রের দেশী/সিটিজেন পাত্রী আর্জেন্ট। ০১৭৫৯৫৩৬৪৭০। যাবু-৬০৩৫৮৮

✸ বিএসসি, এমএসসি কম্পিউটার বুয়েট, মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীর সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (২৭+৫´-৭´´) সুদর্শন ঢাকায় সেটেল্ড দেশের সিটিজেন পাত্রীর অভিভাবকগণ-০১৭২৭২৭১০০০। যাবু-৬০৩৫৮৩

✸ ঢাকায় স্থায়ী সম্ভ্রান্ত পরিবারের পিএইচডি আমেরিকা (৫´-৪´´) (ইইই বুয়েট) বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকের পাত্রী। সরাসরি: ০১৮৩২০৭২৫৯৪, faruq.f8591@gmail.com ডি-৬০৩৫৭৫

✸ ইংল্যান্ডে চাকরিরত সুদর্শন পাত্রের (৩৪, এমবিএ, ৫´-৯´´) জন্য ইংল্যান্ডে বসবাসরত/অধ্যয়নরত প্র্যাক্টিসিং মুসলিম পাত্রী চাই। পিতা-০১৭০১২১৬৭৪০ (হোয়াটসঅ্যাপ) ডি-৬০৩৫৯২

✸ অভিজাত ঢাকায় স্থায়ী ডাক্তার (৫৮-৫´-৬´´-৬৭ কেজি) পাত্রের জন্য, ঢাকায় স্থায়ী অনূর্ধ্ব-৪৫ ইস্যুবিহীন পছন্দসই পাত্রী। যোগাযোগ: ০১৯৮০-৪৮৫০০৭। সস-৬০৩৬৬৮

✸ অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন, বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (রোবোটিক) অস্ট্রেলিয়া (ওয়ার্ল্ডওয়াইড ইঞ্জিনিয়ার সিডনি) ২৯+৫´-৯´´ সুদর্শন সরাসরি অভিভাবগণ যোগাযোগ: ০১৭০৬৩৪৩১২১ হোয়াটসঅ্যাপ। যাবু-৬০৩৭৩৮

✸ বিএসসি এমএসসি (বুয়েট) সাবডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার (পিডিবি) অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড (৩৩+৫´-১০´´) (শর্ট ডিভোর্স) সুদর্শন পাত্রের আর্জেন্ট যোগাযোগ করুন। ০১৯৩৯৫০০৭০৯। যাবু-৬০৩৭৯১

✸ ব্যবসায়ী কাম শিল্পপতির একমাত্র পুত্র নামাজী, সুদর্শন, বয়স: ৪৩+৫´-৮´´ বিবিএ/আইটি (আমেরিকা), পেশা: পারিবারিক প্রতিষ্ঠানের ডিএমডির জন্য নামাজী, সুন্দরী বয়স ২৮-৩৩, উচ্চতা ৫´-৩´´ ঊর্ধ্বে পাত্রী আবশ্যক। মোবাইল: ০১৭১১২৯৮৩৯৬। ডি-৬০৩৫৬৩

✸ আমেরিকায় পিএইচডিরত বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার ২৬-৫´-৪´´। ইঞ্জিনিয়ার/মেডিকেল/বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া নামাজী পাত্রী চাই। যোগাযোগ-বাবা: ০১৭১১৭৬২১০৬, মা: ০১৮৪১৭৬২১০৬। ডি-৬০৩৬৮০

✸ কলেজ শিক্ষক (৫´-৬´´+৩৫) পাত্রের শিক্ষিত লম্বা ধার্মিক পাত্রী চাই। ডিভোর্সি/বিধবা গ্রহণযোগ্য। সরাসরি: ০১৮৭৮-০২০৬৯৭। সি-৬০৩৬৯৬

✸ এম.আই.এস.টি থেকে ট্রিপল-ই ইঞ্জিনিয়ার ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট (২৫-৫´-৮´´), বাংলাদেশ এয়ার ফোর্সে কর্মরত আছেন। পাত্রের পাত্রী চাই। অভিভাবক: ০১৮৫৫-৯২৪০৮০, ০১৮৯৮-৮৮৩৮৯৯। সি-৬০৩৭০৩

✸ ঢাকায় স্থায়ী চাকুরীজীবি বয়স ৪৩, স্ত্রী মৃত যেকোনো জেলার পাত্রীগণ সরাসরি যোগাযোগ করুন। ০১৩০১-১৪০০২৩। সি-৬০৩৭০৪

পাত্রী চাই

✸ সপরিবারের আমেরিকার সিটিজেন, বিএসসি এমএসসি ইঞ্জিনিয়ার, সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার রিনাউন কোম্পানী আমেরিকায়। (৩৪-৫´-১১´´) সুদর্শন পাত্রের দেশের/প্রবাসী (আর্জেন্ট) # ০১৯৪২-৯৩০৪২২। সি-৬০৩৬৯৯

✸ ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত মুসলিম ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রদের জন্য উচ্চশিক্ষিতা ধার্মিক পাত্রী চাই। (৬´-০´´+৩৪) বারএট ল (ইউকে) ও পাত্র (৬´-২´´+৩০) এমবিএ (ইউএসএ)। যোগাযোগ: ০১৭১১১৬৪০২৭৭; Email:kabirrn@fargroupbd.com টিবু-৬০৩৬১৬

✸ ঢাকায় স্থানীয় বসবাসরত বিবিএ, এমবিএ, ব্যাংক কর্মকর্তা (৫´-৮´´) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী আবশ্যক। মোবা: ০১৯১১-৫৮৮৯৮১। টিবু-৬০৩৭৪৮

✸ ঢাকায় সেটেল্ড শিক্ষানবিশ আইনজীবী এমবিএ (৫´-৯´´) ডিভোর্স পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। সরাসরি: ০১৬২১-০০৮৫৫২। সি-৬০৩৭০৬

✸ ঢাকায় স্থায়ী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মাস্টার্স (ঢাবি) (৫৩+৫´-৭´´) বিপত্নীক ১ সন্তান সুইডেন, নরমাল পরিবারের নামাজি সুন্দরী পাত্রীকে প্রতিষ্ঠিত। #০১৭৪৪২৭৮২৭২। সি-৬০৩৮১২

✸ চিফ ইঞ্জিনিয়ারের ছেলে ঢা.বি. অনার্স, আমেরিকায় মাস্টার্স, বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত (এসএসসি-২০০৭, ৫´-১১´´) ঢা.বি./ ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/পর্দানশীন/নামাজী উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ অভিভাবক: ০১৭২৪০১৮৩১৯, ০১৬৭৩৭৭০৩৫৩। মো.বু-৬০৩৭২৩

✸ মাস্টার্স পাস, বয়স ৫৪, ঢাকায় স্থায়ী ব্যবসায়ী, ডিভোর্স। ৩২ উর্ধ্ব পাত্রী চাই। # ০১৮৩২০৬৫৮০৯ (হোয়াটসঅ্যাপ) মো.বু-৬০৩৭১৭

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল কলেজ (এফআরসিএস) লন্ডনে ইউকে সিটিজেন (৩৫+৫´-৯´´) সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের- ০১৮৯৬২২৪৫৫৮। ডি-৬০৩৭৬২

✸ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবারের একমাত্র পুত্র ৩৭তম বিসিএস পররাষ্ট্র (সিএসই) বুয়েট (৩৩+৫´-১০´´) ঢাকা অভিজাত এলাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের- ০১৩৩২৫৬৫৮৭৩। ডি-৬০৩৭৬১

✸ সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত পরিবারের একমাত্র পুত্র, বিএসসি-বুয়েট, এমএসসি পিএইচডি-আমেরিকা, (৩১+৫´-১০´´) সিটিজেন, ঢাকা সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের- ০১৮৯৬২২৪৫৬৭। ডি-৬০৩৭৬০

✸ অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (ঢাকা ইউনিভার্সিটি) অনার্স-মাস্টার্স ঢাবি, ঢাকায় সেটেল্ড (৩৫+৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের আর্জেন্ট যোগাযোগ করুন: ০১৭৬৮০০৩৬৮২। ডি-৬০৩৭৫৯

✸ এ/ও কম্পিউটার সাইন্স ইঞ্জিনিয়ার মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে কর্মরত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার (৩৮+৫´-৯´´) ঢাকা বসবাসরত সুদর্শন পাত্রের- ০১৯৫৮৪৬১০৫৫। ডি-৬০৩৭৫৬

✸ আমেরিকা ডাক্তার (৩৪+৫´-৮´´) ইউকে ডাক্তার (৩২+৫´-৯´´) অস্ট্রেলিয়া সিটিজ (৩০+৫´-৮´´) কানাডা ডাক্তার (৩২+৫´-১০´´) সুদর্শন পাত্রদের ম্যাট্রিমনি বাংলাদেশ হোমসার্ভিস। ০১৮৯৬২২৪৫৬৫। ডি-৬০৩৭৫৩

✸ সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত পরিবার বিবিএ এমবিএ কানাডা গুগলে কর্মরত কানাডা সিটিজেন (৩২+৫´-৯´´) পরিবার ঢাকা সেটেল্ড সুদর্শন পাত্রের। # ০১৩৩২৫৬৫৮৭৮। ডি-৬০৩৭৫২

✸ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত, গভঃউচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পুত্র এমবিবিএস সরকারি মেডিকেল/ বিসিএস স্বাস্থ্য (২৯+৫´-৯´´) সুদর্শন পাত্রের উপযুক্ত। ০১৩৩৪৩৩৪৬৩৩। ডি-৬০৩৮২০

✸ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি (১ সন্তানের জনক) পিতা-মাতা-স্ত্রী মৃত, পরহেজগার নামাজি পাত্রের ডিভোর্স বিধবা ব্যবসায়ী/শিল্পপতি পরিবারের সুপ্রতিষ্ঠিত উচ্চশিক্ষিত (৪০-৫০ বছরের) সাংসারিক। (সন্তানসহ গ্রহণযোগ্য) সরাসরি: ০১৯৮৪৫৫৯৭২৮। সি-৬০৩৮৫৩

✸ শর্ট ভিজিটে বাংলাদেশে, স্পেনের সিটিজেন। স্পেনের কাতালানিয়া ইন্টারন্যাশনাল এয়ারপোর্টে ইমিগ্রেশন কাস্টমে কর্মরত স্ত্রী মৃত (৫´-৮´´-৪৯) আগ্রহী পাত্রী চাই। সন্তানে অনাপত্তি, পাত্র: ০১৭২১৫৫৪৮৯৬। সি-৬০৩৮৩৪

✸ ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) (বুয়েট) (৫´-১০´´-৩২+), সিএ (৫´-৯´´-৩৩) পদস্থ কর্মকর্তাদ্বয়ের উপযুক্ত পাত্রী প্রয়োজন। "গুলশান মিডিয়া", বাড়ি ১৩, রোড ৯, গুলশান-১। ৫৮৮১৪০৪৪, ৮৮০১৫৫৬৫৯০৮৮৪, www.gulshanmedia.net মহাবু-৬০৩৮৪৯

✸ অস্ট্রেলিয়ান সিটিজেন (৪৫+৫´-৯´´) মাস্টার্স, প্রতিষ্ঠিত, নামাজী, সুন্দর, পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ছবি+বায়োডাটা-০১৯৮৪৫৪৬৪৬৬, Email:syd.com.au@gmail.com মহাবু-৬০৩৮৫০

✸ পিএইচডি-জার্মানী, বিএসসি-আইইউটি, এসএসি+এইচএসসি-ক্যাডেট কলেজ। ঢাকায় বসবাসরত অবঃকর্মকর্তার পুত্র (৩৩+৫´-৮´´) পাত্রী চাই। ০১৭১৯৮০৩৪৮৪। সি-৬০৩৮৬৩

✸ এসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল ৩৮ বিসিএস পিডব্লিউডি কর্মরত আছেন। শিক্ষিত পরিবার (৩৩+৫´-৮´´) পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। ০১৭৬৭০০১৬০১। সি-৬০৩৮৬০

✸ বিসিএস ডাক্তার-এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল, এফসিপিএস পার্ট-২ রানিং (৩১+৫´-৮´´) ঢাকায় পোস্টিং ও সেটেল্ড। সুদর্শন ও নামাজি পাত্রের। অভিভাবকগণ # ০১৭০৬৫৮৮০০৩। kannakumari.m3158@gmail.com সি-৬০৩৮৫৮

হিন্দু পাত্রী চাই

✸ বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচডি, অস্ট্রেলিয়ায় নিবাসী অবিবাহিত (৪০+৬´-৪´´) পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। সরাসরি অভিভাবক-০১৭০১৩৪৫১৪৩। সি-৬০৩৮০৯

দোকান ভাড়া

✸ বেইলি রোডে মনোরম লোকেশনে নিচতলায় ৯১৫ বর্গফুট আয়তনের দোকান ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ০১৭৩০০৭৯৬৪৩। গুলবু-৬০৩৮৬০

✸ গুলশান জাব্বার টাওয়ারের নিচতলায় ৪৫০ বর্গফুট আয়তনের দোকান ভাড়া হবে। যোগাযোগ: ০১৭৩০০৭৯৬৪৩। গুলবু-৬০৩৮৬১

প্লট বিক্রয়

✸ উত্তরা আবাসিক প্রকল্পে সেক্টর-১৬ এর বি-ব্লকে চমৎকার লোকেশনে এখনই বাড়ি করার উপযোগী ৫ কাঠার প্লট বিক্রয়। মোবাইল: ০১৮৭৩৮৮৫৫৫৫, ০১৯৯৯২২৫৫৫৫। ডি-৬০৩৫৭৯

✸ বসুন্ধরা 'এল' ব্লকে ৫ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট ও 'সি' ব্লকে ১৫০০ বর্গফুটের ব্যবহৃত ফ্ল্যাট বিক্রয়। # ০১৭৯৫১৪৪০৭০। মিবু-৬০৩৬০৫

✸ পূর্বাচলের ২, ৩ নং সেক্টরে ৩০০´ রোডে ১০ কাঠা, ৮, ২৫ নং সেক্টরে ১০০´ রোডে কর্নার ৭.৫ কাঠা, ১০ কাঠা, ১০, ২০নং সেক্টরে লেকপাড়ে ৩ কাঠা, ১১, ৮নং সেক্টরে ৫ কাঠা, বসুন্ধরার এম-ব্লকে ৪ কাঠা। # ০১৭৩১৬১৩৯১৮। মিবু-৬০৩৬০০

✸ রাজউক পূর্বাচলে ২৫নং সেক্টরে রোড ১২০, ৭৫ ফিট রোডের সাথে ১০ কাঠার বাগান করা ৭ ফিট বাউন্ডারিকৃত প্লট বিক্রয়। সরাসরি মালিক- ০১৭১০১৩৯৬৭৪। যাবু-৬০৩৫৮৯

✸ বসুন্ধরা এন ব্লকে পাশাপাশি দুটি ৩ কাঠা+৩ কাঠা =৬ কাঠার প্লট বিক্রয় হইবে। মোবা: ০১৭১১৫১০৫৪২। ডি-৬০৩৫৮৫

✸ বারিধারা বসুন্ধরায় এল-ব্লকে ৩০০ ফিট রোডের সন্নিকটে ৫ কাঠার আকর্ষণীয় বাউন্ডারীকৃত প্লট বিক্রয়। যোগাযোগ: ০১৯১০০০৬৪৬৪, ০১৬৭৭৭১৪৩১২। মহাবু-৬০৩৫৯৬

✸ বসুন্ধরা আবাসিকে এল ব্লকে-৩, ৪ কাঠা ও পি ব্লকে ৩ কাঠা দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৯১৯৪৯১৪৩৫। যাবু-৬০৩৭৩৬

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এম ব্লকে ১০ কাঠার দক্ষিণমুখী প্লট বিক্রয় হবে। মোবা: ০১৭১৭৮০০৭৯৯। যাবু-৬০৩৭৩৭

✸ সাভার ডিওএইচএস প্লট-৫১, রোড-২, উত্তরমুখী ৫ কাঠার প্লটটি বিক্রি হইবে। শুধুমাত্র সামর্থ্যবান এবং প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন: +৮৮০১৭৩৩৫৬৬৯৬৭। aaintnl2050@gmail.com ডি-৬০৩৭৩৮

✸ বসুন্ধরা পি-ব্লকে ৩ কাঠার রেজিস্ট্রি ও বাউন্ডারিকৃত উত্তরমুখী প্লট নং-৪৯৭৬; এখনই বাড়ি করার উপযোগী বিক্রয় হবে। আগ্রহীগণ যোগাযোগ: ০১৯৩৭৮২০১১৪। সি-৬০৩৬৭৫

✸ আর্মি হাউজিং (জলসিঁড়ি) গা ঘেঁসেই ১০০% রেডি প্লট, এখনই বাড়ি করে বসবাস করুন। কাঠা ৫ লক্ষ। ০১৩২৯৬৯৩০৫১। ডি-৬০৩৬৮৩

✸ ঢাকা-মাওয়া ৪০০´ ফিট এক্সপ্রেসওয়ে-সংলগ্ন, বাউন্ডারিকৃত রেডি প্লট বিক্রয় চলছে। ০১৮৯৪৮৪১৭০৭। ডি-৬০৩৬৮৫

বিবিধ বিক্রয়

✸ অফিস স্পেস: ৫ লক্ষ টাকায় ভাড়ায় চালিত মতিঝিল-এ অফিস স্পেস বিক্রয়। মোবাইল: ০১৭৫৫৫১১০২০, ০১৭৫৫৫১১০২৬। মো.বু-৬০৩৭১০

✸ **ফ্লোর গোডাউন:** শিরিন সুপার শপিং-এ দুই তলায় ৫০০০´ ফ্লোর ব্যাংক, বীমা, এনজিও, অফিস, ক্লিনিক এবং ৮০০০´ গোডাউন বিক্রয়। যোগাযোগ: সাজু মানিকগঞ্জ। মোবা: ০১৭১০৭৩৩০৪৪। ডি-৬০৩৫৭০

✸ **জমি ও বাড়ি:** পান্থপথ মেইন রোড সংলগ্ন স্কয়ার হাসপাতালের পাশে ৩ কাঠা জমিসহ ৫তলা বাড়ি বিক্রি করা হবে। ফোন: ০১৭১৫৪২৬৩৫৯। ডি-৬০৩৭১৮

হিন্দু পাত্র চাই

✸ ২০২০-এ এমবিবিএস, লন্ডন থেকে প্ল্যাব-২ উত্তীর্ণ ও বর্তমানে শিশুরোগ বিষয়ে উচ্চশিক্ষারত (এমআরসিপিএইচ, পার্ট-৩ অধ্যয়নরত) ইংল্যান্ডে রেজিস্টার্ড ডাক্তার পাত্রীর জন্য উপযুক্ত হিন্দু ডাক্তার পাত্র চাই (ব্রাহ্মণ অগ্রগণ্য)। অভিভাবক: ০১৮১৯৪২৫৩০২, ০১৭৩২৬০৫৭৯১। সি-৬০৩৪৭৫

✸ বাংলাদেশ ব্যাংকের অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মেয়ে বিদেশি ব্যাংকে কর্মরত (২৭-৫´-৩´´) সুশ্রী পাত্রীর জন্য সরকারি/বেসরকারি চাকরিজীবী কায়স্থ, বণিক, পাল, কর্মকার, কুণ্ডু, সাহা যে কোনো বর্ণের পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৬১৮৫৯২২৩৪, প্রকৃত অভিভাবকগণ যোগাযোগ করুন। সি-৬০৩২২৭

✸ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ৪১তম, বিসিএস, বিএসসি এমএসসি, বুয়েট সিভিল (২৮+৫´-৪´´) ঢাকায় সেটেল্ড সুন্দরী পাত্রীর ডাক্তার, বিসিএস, ইঞ্জিনিয়ার, সরকারি জব করা পাত্র চাই। ০১৩১২৪২০৬৮২। ডি-৬০৩৫৮৬

✸ হিন্দু সুশ্রী ডাক্তার পাত্রীর জন্য ডাক্তার/ ইঞ্জিনিয়ার/বিসিএস ক্যাডার/বিদেশে উচ্চশিক্ষারত পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৭১৯১৯৪৯৪৫। মহাবু-৬০৩৫৯৩

✸ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাইক্রোবায়োলজিতে স্নাতকোত্তর, অস্ট্রেলিয়াতে বৃত্তিসহ পিএইচডি অফারপ্রাপ্ত (২৭+) পাত্রীর জন্য অস্ট্রেলিয়াতে চাকুরিরত বা উচ্চশিক্ষারত বা অস্ট্রেলিয়াতে ক্যারিয়ার গড়তে আগ্রহী পাত্র চাই। যোগাযোগ: ০১৭৫৬১৯২৯৭৪, pathik_saha@yahoo.com ডি-৬০৩৪৫৮

✸ মাস্টার্স প্রাণিবিদ্যা (বিএম কলেজ) বর্তমানে এনজিওতে কর্মরত ৫´-৪´´ শ্যামলা-কালো, সুশ্রী নমঃশূদ্র ২৯ বৎসর, পিরোজপুর জেলার মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রীর জন্য উচ্চশিক্ষিত লম্বা, উপযুক্ত চাকরিজীবী পাত্র। সরাসরি: হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৭২০২৪২৭৭৪। সি-৬০৩৬৮৭

✸ সিভিল ইঞ্জি পাত্রীর (এসএসসি-২০১৩, ৫´-৩´´) জন্য বিসিএস/ ইঞ্জিঃ/ ডাক্তার/ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, উপযুক্ত পাত্রের আগ্রহী অভিভাবক: ০১৭৬১৪৪৩৩১২। সি-৬০৩৬৯৪

হিন্দু পাত্রী চাই

✸ বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (ট্রিপল-ই) ঢাকা। এমএস (মেকিউরি, সিডনি অস্ট্রেলিয়া) বয়স ২৯। চাকুরি সিডনি, অস্ট্রেলিয়া (কায়স্থ)। যোগাযোগ: ০১৭১৩১৯৩৯৩৭। ডি-৬০৩৬৮৪

✸ আমেরিকায় সপরিবারে বসবাসরত গ্র্যাজুয়েট ডিভোর্স (৩৪) পাত্রের জন্য উপযুক্ত হিন্দু পাত্রী চাই। যোগাযোগ: ০১৭৮৯-১৭৪৪৪১। সি-৬০৩৬৭৭

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ম্যাজিস্ট্রেট, জজ, সাবরেজিস্ট্রার, বিসিএস, ইমিগ্রান্ট, ব্যাংকার, চাকুরীজীবী পাত্র-পাত্রীদের সন্ধানে "যুগলমিলন"। হোয়াটসঅ্যাপ- ০১৭১১১৬৯০৬, jugolmilon24@gmail.com টিবু-৬০৩৮৫৪

✸ ঢাকায় বসবাসরত ব্যবসায়ী, এমবিএ (জ.বি.), সুদর্শন, এসএসসি-৯৯, (৫´-৮´´) নমঃশূদ্র পাত্রের উপযুক্ত পাত্রী চাই। অসবর্ণে অনাপত্তি। ০১৭১৫২৬০৩৪৫। বিকেএন-৬০৩৭৪৯

প্লট বিক্রয়

✸ রাজউক পূর্বাচল ২২ নাম্বার সেক্টরে ১টি ৫ কাঠা প্লট বিক্রি লেকের পাড় ও ১৬ নাম্বার সেক্টরে ১টি প্লট বিক্রি করা হবে। ০১৭৫২-৯৯৬২৬৬। সি-৬৬৩৭২২

✸ বসুন্ধরা আবাসিক এলাকায় এখনই বাড়ি করার উপযোগী এন-ব্লকে চমৎকার লোকেশনে ৪ কাঠার দক্ষিণমুখী একটি রেডি প্লট জরুরী বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৭৩৮৯৯৯১১১। সি-৬০৩৭৯৬

✸ বারিধারা বসুন্ধরা আবাসিক প্রকল্পে এম ব্লক-এ ৪ কাঠা প্লট জরুরি ভিত্তিতে বিক্রয় হবে। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করবেন। যোগাযোগ: ০১৬১০৬০০০৭০। ডি-৬০৩৭৫৪

✸ পূর্বাচল ২৭ নং সেক্টরের সাথে বালি ভরাট চলমান, কাঠাপ্রতি মূল্য সর্বনিম্ন ২.৭৫ লক্ষ টাকা। মোবাইল: ০১৮৯৭-৬২৩৯৫৮। টিবু-৬০৩৬৬৬

✸ পূর্বাচল আর্মি হাউজিং জলসিঁড়ি ও আফতাবনগর সংলগ্ন বালু ভরাটকৃত প্লট কাঠা ১৫ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা। ০১৮৪৪-৯৯২২০৮। বিকেএন-৬০৩৭৫০

✸ মোহাম্মদি হাউজিং লি., মোহাম্মদপুরে ৩ কাঠার প্লট বিক্রয় হবে। প্রকৃত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। ০১৭১১০২৭৭০৫, ০১৭১১৩১৩৩১০। সি-৬০৩৬১০

✸ রাজউক পূর্বাচলে ৯নং সেক্টরে কানাডিয়ান স্কুলের সামনে ৫ কাঠার এলোটি প্লট বিক্রি করব। সম্মানিত ক্রেতাগণ যোগাযোগ করুন। # ০১৯৮৪-৫২৩৮৮৩। সি-৬০৩৮০৭

✸ জলসিঁড়িতে ৪ নাম্বার সেক্টরে ১৩০ ফিট ও ৪০ ফিট রোডে মাদানী এভিনিউতে ৫ কাঠা একটি প্লট বিক্রয় হবে। ০১৭৬৩৮২৬৯৪২, ০১৭০৮৪২২৩৯৬। সি-৬০৩৭৯১

✸ বসুন্ধরা ঢাকা, রাজউক প্ল্যান পাস করা, আই-ব্লক ৮ কাঠা, এল-ব্লক ৫ কাঠা কর্নার, এম-ব্লক ৮ কাঠা, এন এক্স ১০ কাঠা কর্নার। ০১৭২৭৫২৫৫৮৫। সি-৬০৩৭৭০

✸ আফতাবনগর এইচ ব্লকে এভিনিউ ৬০ ফিট রোডে দক্ষিণমুখী ৫ কাঠার প্লট এবং মতিঝিলে কমার্শিয়াল স্পেস প্রতি বঃ ফুঃ ১০,৫০০ টাকা বিক্রয়। সরাসরি মালিক: ০১৭৫২৮৩২১৯৪। খিলবু-৬০৩৮০০

✸ লালমাটিয়া এ-ব্লকে আকর্ষণীয় লোকেশনে স্থাপনাসহ দক্ষিণমুখী ৫ কাঠার প্লট যোগাযোগ: ০১৯৭১৮২৬৬৭৬। সি-৬০৩৮৫৪

✸ ধানমন্ডি আবাসিক এলাকায় আকর্ষণীয় লোকেশনে ৬ কাঠার প্লট। যোগাযোগ: ০১৭১৪৬৪০৮০৭। সি-৬০৩৮৫৬

বিবিধ বিক্রয়

✸ অফিস স্পেস: মতিঝিলে ৫ লক্ষ টাকায় ভাড়ায় চালিত অফিস স্পেস বিক্রয়। ০১৭৫৫৫১১০২৬, ০১৭৫৫৫১১০১৯। মো.বু-৬০৩৮৩৬

✸ **বাণিজ্যিক স্পেস:** বাংলামটরে গ্রাউন্ড ফ্লোরে ২৭৭২ ও ১৮২৮ ব.ফু. ও ধানমন্ডি ২৭ নং রোডে ব্র্যান্ডনিউ ১০৮৫০ ব.ফু. ও ধানমন্ডি সাতমসজিদ রোডে রেস্টুরেন্ট অনুমোদনসহ ৩৫০০-১০৩৭৫ ব.ফু. বাণিজ্যিক স্পেস। মোবা: ০১৭৯৫৫১৫৩৭৫, ০১৮১২৩৮৪৩৫৫। ডি-৬০৩৬৪৭

পাত্র-পাত্রী চাই

✸ দীর্ঘ ১৫ বছর পাত্রপাত্রী ম্যাচমেকিংয়ের ক্ষেত্রে আস্থা, নিষ্ঠা, সততার মাধ্যমে অভিজাত উচ্চশিক্ষিত প্রতিষ্ঠিত এবং পারিবারিক ধর্মীয় মূল্যবোধ বজায় রেখে কাজ করছে "ম্যারেজ সল্যুশনবিডি" "দৃষ্টিভঙ্গি বদলান/জীবন বদলে যাবে" # ০১৭৪৫-৫৭৩৩৪৯/ ০১৬১৭-০১৪১৪০। ডি-৬০৩৬৩০

✸ উত্তম জীবনসঙ্গী খুঁজে পেতে সহযোগিতা নিন, দেশের একমাত্র বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া "বিবাহবন্ধন" বিস্তারিত-www.bibahabondhon.com বাড়ি # ৩১৩/এ, রোড # ২১, ডিওএইচএস মহাখালী # ০১৭১৫০৪৫২০৯, ০১৯১১৯০৬০৫৭। ডি-৬০৩৬২৩

✸ আলহামদুলিল্লাহ কান্তামিডিয়া ৩৩ বছর পূর্তিতে সকল পাত্রপাত্রীর জন্য সদস্য ফি দিয়ে বিবাহ সম্পন্ন করুন। ০১৭১১৮৬০২৬১, ০১৯৭১৮৬০২৬১। lion121kanta@gmail.com খিলবু-৬০৩৮০২

✸ ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস ক্যাডারসহ সকল ধরনের পাত্র-পাত্রীর সন্ধানে কাজ করে থাকি। ম্যাট্রিমনি-বাংলাদেশ-উত্তরা-হোম সার্ভিস # মোবাইল: ০১৩১৫-১৩১৩৫৭। ডি-৬০৩৭৬৫

✸ বিসিএস-ডাক্তার (৩১+৫´-৯´´), প্রফেসর (৩৩+৫´-৯´´), ম্যাজিস্ট্রেট (২৯+৫´-১০´´), বুয়েট-ইঞ্জিনিয়ার (২৯+৫´-৭´´), ওয়ার্ল্ড ব্যাংক (২৮+৫´-৮´´)। সিটিজেন, ডিরেক্টর, ব্যারিস্টার ও মাল্টিন্যাশনাল পাত্রদের সোনিয়া আপা হোম সার্ভিস। ০১৭৫০৩৭৩৭২১। সি-৬০৩৮৫৯

হিন্দু পাত্রী চাই

✸ ১ম শ্রেণির সরকারি কর্মকর্তা, প্রকৌশলী, উচ্চশিক্ষিত, ছোট পরিবার, ঢাকায় স্থায়ী, সুদর্শন (বয়স: ৩৭, উচ্চতা: ৫´-৫´´), ডিভোর্স পাত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিত, উচ্চতা: কমপক্ষে ৫´-৩´´, উপযুক্ত হিন্দু পাত্রী চাই। মোবাইল ও হোয়াটসঅ্যাপ: ০১৩০৩৪৬০৪৫৭। ডি-৬০৩৬৫৯

✸ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট। উচ্চশিক্ষিত পরিবার। পিএইচডিধারী, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া। আমেরিকায় কর্মরত গ্রিনকার্ডধারী (৩৩+৫´-৯´´) পাত্রের পাত্রী। # ০১৭৩৫৪০৫৮৬৫। ডি-৬০৩৬৫৩

✸ পাত্র বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার ইলেকট্রিক্যাল জব. ব্র্যাক ব্যাংক ঢাকা/কাস্ট কায়স্থ/ এসএসসি-২০০৯। কায়স্থ পরিবারের ভদ্র/মার্জিত পাত্রী আবশ্যক। যোগাযোগ: সরাসরি অভিভাবক: ০১৭১৯১২১২৩৫, ০১৭০৩৭০৮১০৬। ডি-৬০৩২৫৪

✸ ঢাকায় বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার কায়স্থ (৫´-৮´´) পাত্রের জন্য সরকারি বেসরকারি দেশি/বিদেশি যেকোনো সম্প্রদায়ের পাত্রী অভিভাবক: ০১৯৬২৬৪৫৮৬১। সি-৬০৩৫৩৩

✸ ঢাকায় সুপ্রতিষ্ঠিত সাহা পরিবারের (৩১+৬´-১´´) চার্টার্ড একাউন্টেন্ট, মাল্টিন্যাশনালে উচ্চপদে চাকুরিরত সুদর্শন পাত্রের জন্য ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/বিসিএস পাত্রী চাই। মিলনমেলা-দেবনাথবাবু # ০১৩৪২১৬৯০৯০, subhashdeb53@gmail.com যাবু-৬০৩৫৮৭

পাত্র চাই

✸ এমবিবিএস ফাইনাল ইয়ার (ডিএমসি) ঢাকায় সেটেল্ড (২৩-৫´-৪´´) ফর্সা সুন্দরী নামাজী পাত্রীর যেকোনো ভালো প্রফেশনের পাত্র। ০১৭৫০-৮৭৯৬৪৪। সি-৬০৩৬৯৮

✸ ঢাকায় স্থায়ী (অবঃপ্রাপ্ত:) সরকারি কর্মকর্তার কন্যা ইংলিশ এ মাস্টার্স (এনএসইউ) লেকচারার ইংলিশ ডিপার্টমেন্ট রিনাউন কলেজ (৩৮+৫´-৪´´) সুন্দরীর সরকারি-বেসরকারি চাকরিজীবী। ০১৯১৬৪১৫১৬৫। ডি-৬০৩৮২৪

✸ ঢাকায় সেটেল্ড উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কন্যা এমবিবিএস 'সরকারি মেডিকেল' (২৫-৫´-৩´´) সুন্দরী পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭২০-৮২০৬১৮ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০৩৬২৯

✸ ঢাকার অভিজাত এলাকায় সেটেল্ড স্বনামধন্য ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা এলএলবি-ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি (২৩-৫´-৫´´) সুন্দরী (আমেরিকান ৫ বছর মাল্টিপল ভিসাধারিণী) পাত্রীর জন্য সুযোগ্য প্রতিষ্ঠিত ধার্মিক ও সৎ বিসিএস ক্যাডার/আর্মি অফিসার/ উচ্চশিক্ষিত (আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড) সিটিজেন পাত্র চাই। মোবাইল: ০১৯৪১-১২৮১৯০, ০১৭৩০-৪৪০৭০২। ডি-৬০৩৬৬১

✸ অবসরপ্রাপ্ত পিতা-মাতার ডাক্তার কন্যার (২৭-৫´-৬´´) জন্য উপযুক্ত পাত্র। পাত্রী এমবিবিএস-২০২২, এফসিপিএস পার্ট-১ (কার্ডিওলজি) ২০২৪। ০১৭৩২৮১৮৫১৩। ডি-৬০৩৬১৪

✸ ঢাকায় স্থায়ী গভঃউচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পিতামাতার কন্যা বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার (ইইই) বুয়েট সদ্যপাস (২৩+৫´-৪´´) সুদর্শনা সুন্দরীর দেশ-বিদেশের উপযুক্ত। ০১৭১৯০৩৭৩৬৫। ডি-৬০৩৮৩৩

✸ সুন্দরী (৩৩-৫´-০´´) এম এস এস (ঢাবি), এম এ (লন্ডন) বর্তমানে লন্ডনে চাকরিরত পাত্রীর জন্য সম্ভ্রান্ত ও ছোট পরিবারের উপযুক্ত পাত্র, লন্ডনে সেটেল্ড পাত্র চাই। অভিভাবক সরাসরি: ০১৭৪৭৬১৭০৩০, khandaker59@yahoo.com ডি-৬০৩৬৬২

✸ জাপান সিটিজেন ঢাকা এস্টাবলিশ বিশিষ্ট ব্যবসায়ী পিতার কন্যা গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট (২৭+৫´-৪´´) মাস্টার্স কন্টিনিউ সুন্দরী ও সুশ্রী পাত্রীর উপযুক্ত। ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০৩৬৫২

✸ মেয়ে এমবিবিএস ডাক্তার বাবা মা বিশেষজ্ঞ ডাক্তার (৫´-১´´ প্রা, মে, ফর্সা, সুন্দর) ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, বিসিএস কর্মকর্তা পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৫৫১১৯২৭৫৪, সিভি পাঠান care.satbd@gmail.com সি-৬০৩৬৭৮

✸ ফ্যামিলিসহ ইউএস সিটিজেন এস্টাবলিশ ফ্যামিলির কন্যা বিএসসি কমপ্লিট, মেডিকেল এসিস্ট্যান্ট হিসেবে কর্মরত (২৪+৫´-৪´´) সুশ্রী ও নামাজি পাত্রীর যোগ্য। ০১৪০০৭৬৮০৫০। ডি-৬০৩৬৫০

✸ বিএসসি ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রোনিকস ইঞ্জিনিয়ারিং, বুয়েট/উচ্চশিক্ষিত ছোট পরিবার। ঢাকায় কর্মরত সুন্দরী (২৫+৫´-৪´´) পাত্রীর দেশের/বাহিরের পাত্র চাই। ০১৭৮৭৫১১৭১৭ (হোয়াটসঅ্যাপ)। ডি-৬০৩৬১৯

✸ ব্রিটিশ সিটিজেন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত ফ্যামিলির পুত্র ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিকস ইঞ্জিনিয়ার লন্ডনে বর্তমানে কর্মরত (৩২+৫´-৮´´) সুদর্শনের পাত্রী। # ০১৯১৫৫৬৭৩৫৪। ডি-৬০৩৬৫১

✸ ঢাকায় স্থায়ী একমাত্র সন্তান (৫´-২´´) (এসএসসি-২০০৮) বিসিএস ডাক্তার কন্যার পাত্র চাই। সরাসরি পিতা: নো-মিডিয়া। ০১৯৮৫৮০৯৫০৩। ডি-৮০৩৫০৪

✸ আর্জেন্ট পাত্র চাই। সম্ভ্রান্ত, উচ্চশিক্ষিত, সিটিজেন ধার্মিক ডিভোর্সি (৩৮+) নিঃসন্তান পাত্রীর জন্য দেশ/বিদেশের উচ্চশিক্ষিত, দ্বীনদার, প্রতিষ্ঠিত অনূর্ধ্ব-৪৫ পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক, সিভি ছবিসহ # ০১৭৫০৬৬৭৩৬৮ (হো. অ্যাপ) ডি-৬০৩৪৭৮

✸ ইব্রাহীম মেডিকেল কলেজ হতে এমবিবিএস ঢাকায় বসবাসরত পাত্রীর জন্য বিসিএস (এডমিন) ডাক্তার পাত্র চাই। সরাসরি: ০১৯২৭৭৭৬৬৫৯। সি-৬০৩১৩১

✸ ফর্সা সুন্দরী (৩৫-৫´-৪´´) শর্ট ডিভোর্স সন্তানহীন পাত্রীর জন্য প্রতিষ্ঠিত বয়স্ক পাত্র চাই। সরাসরি: ০১৭১৫১১২২৭৭। সি-৬০৩৪৬৮

✸ ৪২ বিসিএস টাঙ্গাইলে পোস্টিং ডিপ্লোমাসহ এফসিপিএস পার্ট-১, চক্ষু (৫´-২´´-২৯ বৎসর) গাজীপুরে সেটেল্ড সুন্দরী পাত্রীর বিসিএস ডাক্তার। পাত্র সরাসরি পিতা: ০১৮১৯১৯৬৮২৩। ডি-৬০৩২৪৫

✸ ঢাকায় স্থায়ী উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার কন্যা বিডিএস (স. মেডি.) ৫´-২´´-২৯, মেধাবী সুন্দরী পর্দানশীলের উপযুক্ত। নো-মিডিয়া সরাসরি: ০১৭১৮৯২৭৫২৮। সি-৬০৩৪৫৫

✸ যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক সিটিতে সহকারী অ্যাটর্নি হিসেবে কর্মরত সুশ্রী (৫´-৭´´) লম্বা ব্যারিস্টার (লন্ডন লিংকনসইন) মুসলিম পরিবারের মেয়ের জন্য সম্ভ্রান্ত, ধার্মিক পাত্র প্রয়োজন। পাত্র যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত হতে হবে। নিউইয়র্ক সিটি, ওয়াশিংটন ডিসি, নিউজার্সি হলে ভালো হয়। শুধুমাত্র অভিভাবকেরা যোগাযোগ করুন: ০১৭০১৩৪৫৪৩১। ডি-৬০৩৪৯৩

✸ কানাডায় চাকরিরত পিআরপ্রাপ্ত মাস্টার্স সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার (ইউবিসি) (৩০-৫´-৬´´) পাত্রীর জন্য পাত্র। বাবা: ০১৯১৯১২০৭৫৬। nakhtarassociates11@gmail.com সি-৬০৩১১২

✸ আমেরিকায় বসবাসরত সুন্দরী (২৬+৫´-৪´´) পাত্রীর জন্য পাবলিক ইউনিভার্সিটির ইঞ্জিনিয়ার পাত্র চাই। যোগাযোগ: ০১৭৫৩৮৩৬৮১১। ছবিসহ বায়োডাটা পাঠান। support1@sensiblematch.com মিবু-৬০৩৬০৬

✸ পাত্রী ঢাকায় একটি প্রাইভেট ব্যাংকে সিনিয়র অফিসার। শর্ট ডিভোর্সড। বয়স ৩৬, সন্তানহীন। বাবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা। দু'ভাই-বোন উচ্চশিক্ষিত এবং দেশে-বিদেশে প্রতিষ্ঠিত। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠিত সন্তানবিহীন পাত্র চাই। অভিভাবক- ০১৭২৭১৭৬৬০৯। ডি-৬০৩৬০৩

গাড়ি বিক্রয়

✸ টয়োটা নোয়া, গ্রে কালার ১৯ সিরিয়াল, ৮ সিট, সিএনজি করা ২০১১ মডেল, ২০১৭তে শোরুম থেকে ক্রয় করা। এক মালিক (ডাক্তার) কর্তৃক চালিত ফোন: +৮৮০১৮৬৪৩৬৯৪৮০, +৮৮০১৮০২৮৬৭৬২৬২। ডি-৬০৩৬৮০

✸ লেক্সাস হেরিয়ার, মডেল-১৯৯৯, রেজিস্ট্রেশন-২০০০, সি.সি.-৩০০০, সিএনজিকৃত, টিপটপ কন্ডিশনে গাড়ি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ: ০১৮১৯-৮৩১৭৩৯। মহাবু-৬০৩৮২৬

পাত্র চাই

✸ বিএসসি কম্পিউটার নর্থ সাউথ গ্রুপ অফ কোম্পানির ইঞ্জিনিয়ার (২৩+৫´-৪´´) সুন্দরী ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর দেশের সিটিজেন পাত্রের অভিভাবকগণ-০১৩০০০৩৭৭৯০। যাবু-৬০৩৫৮৪

✸ ডিভোর্স (৩৩+৫´-১´´) নামাজী, ফার্মাসিতে অনার্স মাস্টার্স, এমবি ঢাবি, সিনিয়র এসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার রিনাউন ফার্মাসিউটিক্যালস কোম্পানি, ঢাকায় সেটেল্ড। ০১৮২৭৭৬২৯০৯ (হোয়াটসঅ্যাপ)। যাবু-৬০৩৫৮২

✸ অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থানরত আই, টিতে মাস্টার্স টি, আর হোল্ডার বংশীয় পাত্রীর জন্য (৩২-৫´-৬´´) অস্ট্রেলিয়ার সিটিজেন/পি,আর ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার/প্রফেশনাল পাত্র চাই। সরাসরি অভিভাবক: ০১৭৪১-৪৪১১৭৪ (হোয়াটসঅ্যাপ), +৬১৪০৩০৭৭৪৭০ (অস্ট্রেলিয়া) ডি-৬০৩৬১১

✸ সরকারি মেডিকেলের শেষবর্ষের সুন্দরী (৫´-৪´´-২৪) ঢাকায় স্থায়ী ছাত্রীর জন্য বিসিএস প্রশাসন, পররাষ্ট্র, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আর্মি অফিসার পাত্র চাই। যোগাযোগ শুধুমাত্র গার্জিয়ান: ০১৫৫২৪১০৩৫৩ (পিতা) ডি-৬০৩৫৯১

✸ চট্টগ্রামে বসবাসরত বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত অনার্স-মাস্টার্স, পাত্রীর (৩৬+) জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। চট্টগ্রাম ও নিকটবর্তী জেলা অগ্রগণ্য। যোগাযোগ: ০১৮৩১৫১৪৮৮৮। ডি-৬০৩৬১৫

✸ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত মুসলিম পরিবারের ইঞ্জিনিয়ার পাত্রী (২৪, ৫´-৪´´) ১ম শ্রেণীর সামরিক/ বেসামরিক পাত্র। শুধুমাত্র অভিভাবক- ০১৫৫৪৩৩৩৬৯১। ডি-৬০৩৭৫১

✸ ঢাকায় সেটেল্ড, প্রতিষ্ঠিত চাকরিজীবী পরিবারের সুশ্রী কন্যা। সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, (আহসানউল্লাহ) (২৬-৫´-৩´´) চাকরিজীবী পাত্রীর দেশ/বিদেশ প্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। অভিভাবক: ০১৬৭১-৮০৬৭৪৫, ০১৬০৩-৪৮১৯২৬। সি-৬০৩৬৭৬

✸ ঢাকায় স্থায়ীভাবে বসবাসরত (৫´-২´´) এসএসসি-২০০৮ এমবিএ, পাত্রীর জন্য দেশি-বিদেশি উচ্চশিক্ষিত পাত্র আবশ্যক। সরাসরি: ০১৮৩২-৭৫৪১৩৮। সি-৬০৩৭০৫

✸ সপরিবারে আমেরিকার সিটিজেন, ডাক্তার (এমডি) রেসিডেন্সি রানিং টপ হসপিটালে আমেরিকায় (২৭-৫´-৪´´) সুন্দরী পাত্রীর দেশের/আমেরিকার/ কানাডার। ০১৭২৮-৩৯৭৩৭৮। সি-৬০৩৭০০

✸ এমবিবিএস, এফসিপিএস পার্ট-১ ডাক্তার (৫´-৩´´-২৭) ঢাকায় সেটেল্ড পাত্রীর উপযুক্ত পাত্র চাই। ঢাকায় স্থায়ী অগ্রাধিকার। পিতা # ০১৮১০-৮৮৯২২৭। সি-৬০৩৭০১

✸ এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য) পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট (এমডি) লেকচারার (স.মে.ক) ঢাকায় পোস্টিং (এসএসসি-২০০৭) সুশ্রী, নামাজি, পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। নোমিডিয়া, সরাসরি অভিভাবক: ০১৫৩৫-১১২৭৫৭। সি-৬০৩৭০২

✸ এমবিএ (ঢাবি.) ২৯/৫´-৩´´ সিনিয়র ব্যাংক অফিসার, সুন্দরী পাত্রীর জন্য যথোপযুক্ত মানানসই অনূর্ধ্ব ৩৫ ঢাকায় সেটেল্ড ধার্মিক পাত্র-গার্ডিয়ান # ০১৩১৯৯৯৩০৬৮। টিবু-৬০৩৭৪৬

✸ ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত উচ্চপদস্থ প্রকৌশলীর বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া (ইংলিশ মিডিয়াম) কন্যার জন্য সুদর্শন ইমিগ্রান্ট/ নন-ইমিগ্রান্ট পাত্র চাই। নো মিডিয়া, সরাসরি অভিভাবক। যোগাযোগ: ইমেইল: zesikakhan23@gmail.com টিবু-৬০৩৬১২

✸ সেনাবাহিনী মেজর/ডাক্তার (৫´-৪´´, এসএসসি-০৫) পাত্রীর জন্য বাংলাদেশী/বিদেশী ডাক্তার/জজ পাত্র চাই। ফেনীর অগ্রাধিকার। নো মিডিয়া সরাসরি বড় ভাই: ০১৭২৮৭৫৬০৪০। টিবু-৬০৩৫০২

✸ বিসিএস-৪০ ঢাকায় পোস্টিং বিএসসি ইঞ্জিনিয়ার: বুয়েট এমবিএ জন্ম-৯৭, উচ্চতা ৫´-৪´´ সুন্দরী পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র। মোবাইল: ০১৭৩৬৮৬২৩১৪। monjur404@gmail.com খিলবু-৬০৩৮০৮

✸ আমেরিকায় ইমিগ্রান্ট নামাজী সুশ্রী চাকুরিজীবী (বিবিএ) কন্যার (২৮+৫´-১´´) জন্য আমেরিকায় কর্মরত উপযুক্ত মুসলিম পাত্র আবশ্যক। অভিভাবক সরাসরি- ০১৮৬৯৭৬১৩১৮। সি-৬০৩৮১৫

✸ ফার্মেসিতে মাস্টার্স পাস মেয়ের (২৯+৫´-৪´´) জন্য ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার পাত্র চাই। ০১৭৭১৪৬১৯৯৭। মো.বু-৬০৩৭২৫

✸ ব্যাংকের উর্ধ্বতন কর্মকর্তার জ্যেষ্ঠ কন্যা (২৯+৫´-৩´´) সুন্দরী বিবিএ, এমবিএ চবি। এসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর বাংলাদেশ সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ কমিশন। শর্ট ডিভোর্সি পাত্রীর পাত্র। অভিভাবকগণ। # ০১৭১৫৪৯৭৮৬৫। ডি-৬০৩৭৫৮

✸ এমবিবিএস ঢাকা মেডিকেল বিসিএস ৩৯তম মেডিসিন ঢাকা পোস্টিং সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবার (২৭+৫´-৪´´) ঢাকা বসবাসরত সুশ্রী পাত্রীর- ০১৩২৪২৪৭৩২৪। ডি-৬০৩৭৫৭

✸ ঢাকায় সেটেল্ড সুন্দরী ব্যাংকে কর্মরত (২৮+৫´-৩´´) ও বুয়েট ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী (২৩+৫´-৫´´) পাত্রীদ্বয়ের দেশি/বিদেশি উপযুক্ত পাত্র চাই। আর্জেন্ট # মোবাইল: ০১৮৪১-৫২৭৯০৩। ডি-৬০৩৭৬৪

✸ প্রকৌশলীর কন্যা এমবিবিএস ইন্টার্নি ডাক্তার (২৬-৫´-৪´´) ও ইঞ্জিনিয়ার বুয়েট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর (৩৩-৫´-৪´´) পাত্রীদ্বয়ের ডাক্তার/ইঞ্জিনিয়ার পাত্র। মাওলানা ওয়ালিউল্লাহ # ০১৭১৫-৪৪৩৫৫৭। সি-৬০৩৮৬৮

✸ ইন্টার্নি-ডাক্তার (২৫+৫´-৫´´) ঢাকায় বসবাসরত সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত ছোট পরিবারের সুন্দরী ডাক্তার পাত্রীর পাত্র চাই। ০১৭২৫২৪০৩৫০। সি-৬০৩৮৬১

✸ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের এলএলবি পাস পাত্রীর (বয়স-২৯, উচ্চতা-৫ ফুট) জন্য চাকুরীজীবী পাত্র চাই। (বরিশালের পাত্র অগ্রাধিকার)। যোগাযোগ: +৮৮০১৯০৩৩৫৮৫৭১। সি-৬০৩৮৭৫

বিবিধ

✸ **হারিয়েছে:** আমার মূল সনদপত্র ও মার্কশিট এসএসসি রোল নং-৩৪৪৯ (বিজ্ঞান বিভাগ) ঢাকা বোর্ড ও এইচএসসি রোল নং-৬৮৪৪৪ (বিজ্ঞান বিভাগ) ঢাকা বোর্ড হারিয়েছে। পল্টন মডেল থানা, জিডি নং-২০৮৩। মোঃ ইসমাইল মোল্লা। ডি-৬০৩৬৭৬

✸ **গান শিখাই:** খুব নিষ্ঠার সঙ্গে যত্নসহকারে উচ্চাঙ্গসঙ্গীতসহ সব ধরনের গান তবলাসহযোগে শিখাই। উজ্জল রায়। ০১৭১২২৭৬০৬৯। ডি-৬০৩৬৮৪

✸ **জমি ক্রয়:** মিরপুর সাগুফ্তা হাউজিং-এ ৩ কাঠা জমি ক্রয় করতে চাই। আগ্রহী ব্যক্তি সরাসরি যোগাযোগ করুন। মোবাইল: ০১৮১৩১৩৯৯৯২। সি-৬০৩৬৬৯

সরকারি ও অনুমোদিত বেসরকারি মেরিন একাডেমিসমূহে
২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রি-সী নটিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে
ক্যাডেট ভর্তির আবেদনের সময়সীমা বৃদ্ধিকরণ

গত ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৪ তারিখে জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে ২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে নটিক্যাল/ইঞ্জিনিয়ারিং মেরিন ক্যাডেট প্রশিক্ষণ কোর্সে আবেদনের সময়সীমা আগামী ১৬ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত বর্ধিত করা হলো। যোগ্য প্রার্থীগণ নৌপরিবহন অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট **www.dos.gov.bd** এর মাধ্যমে বিস্তারিত জানতে ও অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

কমডোর মোহাম্মদ মাকসুদ আলম
(ই), বিএসপি, এনইউপি, বিসিজিএম, এনডিসি, পিএসসি, বিএন
মহাপরিচালক
নৌপরিবহন অধিদপ্তর, ঢাকা

ইনজিনিয়ারিং ইউনিভারসিটি স্কুল এন্ড কলেজ
বুয়েট ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০, ফোন: ৫৮৬১৬১২৭

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

অত্র প্রতিষ্ঠানের নিম্নবর্ণিত পদে নিয়োগের জন্য বাংলাদেশি নাগরিকদের নিকট হতে দরখাস্ত আহবান করা যাচ্ছে।

ক্রঃ নং	পদের নাম	সংখ্যা	ন্যূনতম শিক্ষাগত যোগ্যতা	বেতন
০১	সহকারী শিক্ষক (মহিলা)	০১	স্নাতক অথবা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। সকল পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগ/শ্রেণি অথবা সমমানের জিপিএ/সিজিপিএ থাকতে হবে। বিজ্ঞান বিভাগে স্নাতক এবং প্রাথমিক শাখায় পাঠদানে অভিজ্ঞ প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।	বেতন স্কেল: ১২৫০০/--৩০২৩০/- প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বেতন ও ভাতাদি শতভাগ প্রতিষ্ঠান বহন করবে।

শর্তাবলী:

১। প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট **www.eusc.edu.bd** এ অনলাইনে আবেদন করতে হবে।
২। আবেদন ফি বাবদ ৫০০.০০ (পাঁচশত) টাকা অনলাইনে পরিশোধ করতে হবে।
৩। অনলাইনে আবেদনের তারিখ: ০৩.১১.২০২৪ তারিখ থেকে ০৮.১২.২০২৪ তারিখ রাত ১১:৫৯ মিনিট পর্যন্ত।
৪। আবেদনকারীর বয়স ১ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনূর্ধ্ব ৩৫ বছর হতে হবে।
৫। ১৫.১২.২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ৯টায় লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। লিখিত পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে ঐ দিনই বিকালে মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীর শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা (যদি থাকে) সনদের মূল কপি সঙ্গে আনতে হবে।
৬। লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।

অধ্যক্ষ (ভারপ্রাপ্ত)

৭ম নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৪

সময়কাল	১৭-৩০ অক্টোবর, ২০২৪
স্বাগতিক	নেপাল
মোট দল	৭টি
মোট ম্যাচ	১২টি
চ্যাম্পিয়ন	বাংলাদেশ (২-১ গোলে)
রানার্স আপ	নেপাল
ফাইনাল ম্যাচ	দশরথ রঙ্গশালা স্টেডিয়াম (কাঠমুন্ডু, নেপাল)
ফাইনালে বাংলাদেশের পক্ষে গোল করেন	মনিকা চাকমা , ঋতুপর্ণা চাকমা
সেরা গোলকিপার	রূপনা চাকমা (বাংলাদেশ)
সেরা খেলোয়াড়	ঋতুপর্ণা চাকমা (বাংলাদেশ)
শীর্ষ গোলদাতা	দেকি লাজোম , ভুটান (৮টি গোল)
ফেয়ার প্লে পুরস্কার	ভুটান

নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশ চ্যাম্পিয়ন হয় মোট ২ বার (২০২২ ও ২০২৪ সালে) ; নেপালের বিপক্ষে । অন্যদিকে নেপাল নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপে রানার্স আপ হয় ৬ বার । নারী সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ প্রথমবার অনুষ্ঠিত হয় ২০১০ সালে ।

আজকের পত্রিকা এবং ইতিহাসের পাতা থেকে...

দৈনিক আপডেট

৩০ অক্টোবর, ২০২৪
১৪ কার্তিক, ১৪৩১
২৬ রবিউস সানি, ১৪৪৬

- শিশু সাহিত্যিক হুমায়ুন কবীর ঢালী জন্মগ্রহণ করেন কবে?

  উত্তর: ৩০ অক্টোবর, ১৯৬৪ সালে।

- বিবিএসের তথ্যানুসারে, ২০২৩-২৪ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে দেশের শিল্পখাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে-

  উত্তর: ৩.৯৮ শতাংশ।

- বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়-

  উত্তর: ১৯৫২ সালে।

- ননসেন্স ছড়ার প্রবর্তক কে?

  উত্তর: সুকুমার রায়। (জন্ম: ৩০ অক্টোবর ১৮৮৭)

- ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন?

  উত্তর: ২৬ বছর বয়সে। (জন্ম: ৩০ অক্টোবর, ১৯২৬)

- জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা লাভ করে কখন?

  উত্তর: ১০ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ সালে।

- যুক্ত রাষ্ট্রের নির্বাচনে Electoral College ভোটের সংখ্যা কতটি?

  উত্তর: ৫৩৮টি।

- অস্ট্রেলিয়ার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নাম কী?

  উত্তর: টনি বার্গ।